# যুদ্ধ ও যুদ্ধান্তে

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
১৩ নং, বাদুড় বাগান লেন, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ব্লক তৈরী ও কভার ছাপা হ'য়েছে—
গয়া আর্ট প্রেস থেকে

বই ছেপেছেন—
শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল
এইচ. বি. প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১০৯, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বই বেঁধেছেন—
ভ্যারাইটি বুক বাইণ্ডার
৬০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

মূল্য—তিন টাকা বার আনা।

# সূচনা

**অন্যায়ের কতখানি আত্মঘাতী শক্তি যে মানুষের আছে, তা মানুষও হয়ত জানে না।**

১৯১৪, যেদিন জগতের প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো, সেদিন থেকে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত, যেদিন জগতের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাগজেকলমে শেষ হলো, এই ত্রিশটা বছর, জগতের ইতিহাসে এরকম অবিচ্ছেদ চাঞ্চল্যকর দিন আর দেখা যায় না। এই ত্রিশটা বছরের মধ্যে কত রাজ্য ওলোট-পালট হয়ে গেল; কত রাজা সিংহাসন থেকে ধূলোতে এসে বসলো, কত বিপ্লব, কত বিদ্রোহ, কত ষড়যন্ত্র যে এলো গেলো তার আর ইয়ত্তা নেই। জগতের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি এই কটা বছরের সমস্ত পৃথিবীটাকে একসঙ্গে দেখতে পেতো, আরব্য-উপন্যাসের কল্পিত ম্যাজিকের কাহিনী মনে হয় সে-দৃশ্যের কাছে অতি তুচ্ছ মনে হতো।

এই ত্রিশটা বছরে যা ঘটে গিয়েছে, তার বিবরণ প্রতিদিনই জগতের মুদ্রাযন্ত্র থেকে একটু একটু করে এখন প্রকাশিত হচ্ছে। এতদিন খবরের কাগজে এই ত্রিশটা বছরের যে সব সংবাদ আমরা পড়ে এসেছি, আজ ক্রমশ দেখছি, আসল ঘটনার কতটুকুই না তখন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরের কাগজে যা দেখেছি, সে শুধু তার বাইরের খোসাটা···একটা অতি নগণ্য অংশ। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের গোপন দফতর থেকে, প্রত্যেক বিপ্লবীর আত্মকাহিনী থেকে, বহু গুপ্তচর আর রাষ্ট্রদূতের অপ্রকাশিত কাগজপত্র থেকে, দুনিয়ার বই-এর বাজারে আজ প্রতিদিনই যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে, তা পড়ে মনে হয়

যে, এই বিরাট অন্ধকার গর্ত্তের ভেতরে এখনও যে কি রহস্য লুকানো আছে, তা কে বলতে পারে। রয়টারের একটা সামান্য সংবাদ, খবরের কাগজে মাত্র দুটী নিরীহ লাইনের মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ, তার পিছনে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে হয়ত দেখা যাবে, গ্রীণল্যাণ্ড থেকে মাডাগাস্কার পর্য্যন্ত একটা বিরাট প্লট সেই দুটী নিরীহ লাইনের পিছনে রয়েছে। খবরের কাগজে সেই দুটী লাইনে যা পড়লাম, তা হয়ত সম্পূর্ণ মিথ্যা, বা অসম্পুর্ণ। তার পেছনে থাকের পর থাক, অন্য আর এক সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ঢাকা পড়ে আছে। কোন ঘটনা পরে উদ্ঘাটিত হয়, তখন আমরা তার আসল মানে খুঁজে পাই, কোন ঘটনা হয়ত আর উদ্ঘাটিতই হয় না। সরকারী গোপন দফতরের সাত হাত মাটীর তলায় তার সমাধি হয়ে যায়।

তাই আজ গত ত্রিশটা বছরের যেসব রোমাঞ্চকর কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, কতটুকু অংশই বা তার প্রকাশিত হয়েছে, মনে হয় তার মধ্যে ঢুকলে যেন আর বেরুবার পথ পাওয়া যাবে না। গত বছরে যে ঘটনার বিবরণ পড়ে মনে হয়েছে জার্ম্মাণীই দায়ী, আজ আবার সেই সম্বন্ধে নতুন বই বেরুলো, মনে হলো, জার্ম্মাণী নিরপরাধ, রাশিয়াই দায়ী। কাল যে লোককে দেখেছি দেশহিতৈশী ব্যবসায়ীরূপে, আজ দেখলাম আসলে সে শত্রুপক্ষের চর···ব্যবসা তার বাইরের আবরণ, দশটা লোকের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সে বিজড়িত। পদ্মার তীরের মত দুবেলা ঘটনার স্রোত জীবনের অভিজ্ঞানের তীর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলেছে। সেই ক্রুর অভিযান যে উপলব্ধি করেছে, যে দেখতে শিখেছে ঘটনার আড়ালে চলমান জীবনের সেই নির্ম্মম বহুরূপী ছদ্মবেশ, যে প্রবেশ করেছে লিখিত ইতিহাসের দ্বারদেশ পেরিয়ে তার গোপন অন্দর-মহলে, এক মহা-আতঙ্ক আর সন্দেহ তার মনকে আচ্ছন্ন না

করেই পারে না। সংবাদ-পত্রের কোন ঘটনাকেই আর তার বাহ্য-মূল্যে গ্রহণ করা তখন সম্ভব হয় না।

এই বহুরূপী ত্রিশটী বছরের গোটাকতক দিনের অন্তরঙ্গকাহিনী এখানে পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। রাশিয়ায় বোল্‌শেভিক-বিপ্লব আর সোভিয়েট-পত্তনের মাঝামাঝি কয়েকটা বছরের ঘটনা। খবরের কাগজের ভাষায় এই ঘটনার বিবৃতি সামান্য দু'কথায় বলা যায়—দলের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার দরুণ ট্রটস্কী রাশিয়া থেকে নির্ব্বাসিত হন এবং নির্ব্বাসনে থেকে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার তদানীন্তন শাসকদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

এই নিরীহ উক্তিকে কেন্দ্র করে আজ যে-সব ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তা পড়তে পড়তে মনে হয় বর্ত্তমান আমেরিকার যে কোন শ্রেষ্ঠ থ্রিলার তার কাছে পান্‌সে। মানুষের কল্পনা, যেখানে ছুটেছে ঊর্দ্ধরেখায় স্বর্গের দিকে, সেখানে হয়ত আসল মানুষ অনেক নীচে পড়ে আছে কিন্তু মানুষের কল্পনা যেখানে ছুটেছে নিম্নগতিতে পাপের অন্ধকারে, সেখানে আসল মানুষ মনে হয় তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে বহু বহুদূরে চলে গিয়েছে। কল্পনাও সেখানে তার নাগাল পায় না। অন্যায়ের কতখানি আত্মঘাতী শক্তি যে মানুষের আছে, তা মানুষও হয়ত জানে না।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## বিপ্লবের ভেতর বিপ্লব

চলুন পাঠক, আজ নির্ভাবনায় সেখানে প্রবেশ করা যাক, নির্ভাবনায় কেন না, সেদিনকার জ্যান্ত ঘটনা আজ মরা ইতিহাস, সেদিনকার বিপ্লবীর হাতের রিভলভার আজ ঘটনার মিউজিয়ামে প্রদর্শনী মাত্র।

হিটলার যে-মুহূর্ত্তে জার্ম্মানীর ভেতরে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারলেন, যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর ইচ্ছাই জার্ম্মাণ জাতির ইচ্ছা, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, জার্ম্মাণীর বাইরে বিরাট বিশ্বের ওপর। সীজার যা পারে নি, সেকেন্দর শাহ যা পারে নি, নেপোলিয়ান যা পারেনি, সেই অসাধ্য সাধন করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে নিলেন। সমগ্র বিশ্বে তিনি জার্ম্মাণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবেন, জগতের মধ্যে জার্ম্মাণী হবে একমাত্র প্রভু-জাতি···আর জার্ম্মাণীর মধ্যে তিনি থাকবেন তাদের একমাত্র ফুহ্রার। সীজার-সেকেন্দার-নেপোলিয়ানের ভূত জেঁকে এসে বসলো সেই সামান্য সৈনিক যে আজ জার্ম্মাণীর একমাত্র ইষ্টদেবতা হয়েছে, সেই হিটলারের ঘাড়ে। তার জন্যে হিটলার অঙ্ক কষে প্ল্যান তৈরী করতে লাগলেন।

এই জাতীয় দিগ্বিজয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, জার্ম্মাণ-দার্শনিক-বুদ্ধি অনুযায়ী, একটা তত্ত্ব খাড়া করা প্রয়োজন। ঈশপের সেই নেকড়ে বাঘের অমর গল্পের নীতিকথা অনুযায়ী ছলের অসদ্ভাব

কখনও ঘটে না। এক্ষেত্রেও ঘটলো না। নব্য নাৎসী দার্শনিকেরা জার্ম্মাণ-জাতির আর্যাত্ব আবিষ্কার করে ফেল্লো এবং সেই আর্য্যত্বের গুরু দায়িত্বে অনুপ্রাণিত নব্য জার্ম্মাণী প্রথম জেগে উঠে দেখলো, জগতের অনার্য্যদের ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া বোলশেভিক-বাদের যে মারাত্মক প্রেতযজ্ঞের আয়োজন করেছে, তা পণ্ড না করতে পারলে জার্ম্মাণ আর্য্যামির প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে সেই অর্বাচীন অনার্য্যশক্তিকে আগে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য।

তাই রাশিয়ার দিকে চেয়ে হিটলার দেখলেন, যদিও সেখানে বোলশেভিকরা জারতন্ত্র ধ্বংস করে শাসন-ভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও তারা সংহত হতে পারে নি। যদিও বারবার বহু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বহু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, তবুও এখনো সোভিয়েট রাশিয়া এমন সংহতি লাভ করে নি, যা থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করা যেতে পারে যে, তাদের এই উদ্যোগ স্থায়ী হবে। এখনও সেই বিরাট দেশের মধ্যে নানা দল, নানা মত, নানা স্বার্থ, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা স্বরূপ সেই বিজয়ী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন করছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শল্যের ব্যূহের মধ্যে একা ঢুকে পড়ে, তরুণ অভিমন্যু যেমন দশদিক থেকে দশরথীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তেমনিধারা তরুণ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সেদিন ঘরে-পরে দশদিক থেকে দশজনে ঘিরে ধরে। সেদিন জগতে খুব অল্পসংখ্যক লোকই বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে, সেই বিরাট প্রতি-আক্রমণ এড়িয়ে সোভিয়েট রাশিয়া স্থায়ী শাসন-যন্ত্র গড়ে তুলতে পারবে। বিশেষ করে, সংগ্রামের মধ্যস্থলে যখন লেনিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন, এবং সেনাপতিত্বের ভার গিয়ে পড়লো একদা ব্যাঙ্ক-লুণ্ঠনকারী গুণ্ডা-শ্রেণীর একজন অনুচরের ওপর, অর্থাৎ

ষ্টালিনের ওপর, তখন সেই অল্পসংখ্যক লোকের বিশ্বাসেও ভাঙ্গন ধরলো। কারণ, বাইরের জগৎ বোলশেভিকদলের শক্তিরূপে তখন মাত্র দুটী নামকে জান্‌তো, একটি হলো লেনিন আর একটি হলো ট্রট্‌স্কী। দলের অন্য সব নেতা এই দুই বিরাট জ্যোতিষ্কের আলোর আড়ালে তখন জগতের জনসাধারণের চোখে পড়তো না। ষ্টালিনকে লেনিনের ছায়া-অনুসরণকারী যে-কোন-অপকর্ম্মে-অগ্রণী বিরল-বাক রক্ত-লোভী একজন গুণ্ডারূপে সেদিন সাম্রাজ্যবাদী প্রেস জগতে জাহির করতো। তার বেশী কোন সম্ভাবনা যে সেই স্বল্পকথার মানুষটীর মধ্যে আছে বাইরের জগৎ তার কোন সংবাদই রাখতো না।

কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে দেখলেও, সে-সময় সোভিয়েট রাশিয়া যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলছিল, সেই আদর্শ তখন দাবানলের মত য়ুরোপের অন্য সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক জাতির মধ্যে অপমানিত লাঞ্ছিত সর্ব্ব-হারার দল সেই আদর্শের মধ্যে তাদের বুভুক্ষিত অন্তরের ক্ষুধার সামগ্রীর সন্ধান পেয়েছিল, তাই রাষ্ট্রের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও, তাদের মনে ধীরে ধীরে কম্যুনিজিমের আসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। সোভিয়েট রাশিয়া যদি কৃতকার্য্য হয়, তাহলে অন্য সব রাষ্ট্রের জনসাধারণকে আর কোন উপায়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়াকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, এই ছিল অন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সংকল্প।

সেই সংকল্পে অনুপ্রাণিত হয়েই হিটলার, দশ বৎসর পরে যে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, দশ বৎসর আগে থাকতে য়ুরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভেতরে তার সহায়ক গোপন ষড়যন্ত্রকারীদল গড়ে তুলতে লাগলেন। যেদিন তিনি বাইরে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, সেদিন এই ষড়যন্ত্রকারীদল ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাঁকে সাহায্য করবে।

যদিও তখন পঞ্চম বাহিনী কথাটীর সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু কার্য্যত হিটলার জার্ম্মাণীর বাইরে য়ুরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রে এই গোপন পঞ্চমবাহিনীদল গড়ে তোলবার এক বিরাট প্ল্যান তৈরী করলেন। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হেসের ওপর ভার পড়লো, দেশে দেশে ষড়যন্ত্রকারী এই গোপন-বাহিনী গড়ে তোলবার। এই চক্রের প্রধান কাজ হলো, প্রত্যেক রাষ্ট্রের যেসব উচ্চপদকে key post বলে, সেগুলোতে ধীরে ধীরে নিজেদের দলের লোককে বসানো। কবে সেই সব পদ খালি হবে, তার জায়গায় স্বাভাবিক নিয়মে নতুন লোক নিযুক্ত হবে, তার জন্যে বসে থাকতে হলে, প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। অত সময় হাতে নেই। সুতরাং সেই সব পদে যদি বিরোধী দলের লোক থাকে, শর্ট-কাট পদ্ধতি অনুযায়ী, তাদের হত্যার দ্বারা সরিয়ে ফেলতে হবে। এবং এমনভাবে এই সব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে হবে, যাতে কারুর মনে তিলমাত্র সন্দেহ না আসতে পারে যে, কোন বিরুদ্ধ দল গোপনে "কাজ" করছে। অন্তত উদ্যোগ-পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সংগোপনতাকে যে-কোন উপায়ে বজায় রাখতে হবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে, য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, খবরের কাগজের সংবাদের আড়ালে, এক ভয়াবহ হত্যার আর ষড়যন্ত্রের চক্র পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগে ঘুরতে সুরু করলো। গোয়েন্দা আর গুপ্তচর, বিপ্লবী আর প্রতি-বিপ্লবীতে ভরে গেল য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানী।

আপাতত আমাদের কাহিনী সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চলুন পাঠক, নির্ভাবনায় আজ সেখানে প্রবেশ করা যাক্‌…… নির্ভাবনায়, কেন না সেদিনকার জ্যান্ত ঘটনা আজ মরা ইতিহাস, সেদিনকার বিপ্লবীদের হাতের রিভলভার আজ ঘটনার মিউজিয়ামের প্রদর্শনী মাত্র।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ষ্টালিন না ট্রট্স্কী

**ট্রটস্কী ষ্টালিনকে বলতেন জর্জিয়ার নোংরা আরসুলা, তার জবাবে ষ্টালিন তাঁকে বলতেন য়িহুদী সয়তান।**

লেনিন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন গ্রীক-রূপকথার এ্যাট্লাস্ দৈত্যের মত রুষ-বিপ্লবের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর নিজের ঘাড়ে নিয়ে বয়ে বেড়িয়েছেন। তা থেকে অবশ্য একথা বলতে চাইছি না যে, রুষ-বিপ্লব তাঁর একার সৃষ্টি কিন্তু এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, লেনিন যতদিন জীবিত ছিলেন, নবীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগই তাঁর বিরাট প্রতিভায় তিনি পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর বিচার ও বুদ্ধি অনুযায়ী সেই পরীক্ষামূলক নতুন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী নিয়ম-কানুন, সন্ধি-সর্ত্ত, দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ নিষ্পন্ন হতো এবং কম্যুনিষ্টরা সন্দেহাতীতভাবে জানতো যে, এই একটী লোকের মার্কস্-নীতি-জ্ঞানের ওপর এবং সততার ওপর তারা নির্ভর করে থাকতে পারে। এবং তাই ছিলও। রাশিয়ার বাইরে তখন লেনিন ছাড়া আর একটী লোককে জগৎ জানতো, তিনি হলেন ট্রটস্কী।

গত যুগের য়ুরোপের রাজনৈতিক জগতে যতগুলি রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, ট্রটস্কী তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী রঙদার ছিলেন। রাজনৈতিকের চেয়ে তাঁর মধ্যে সাহিত্যিকের এবং অভিনেতার উপাদানই ছিল বেশী। বিরাট জনতাকে শুধু কথার উত্তাপে কি করে জাগিয়ে তুলতে হয়, সে-বিদ্যা ট্রটস্কীর সহজাত ছিল।

তাই রেড্-আর্মির গোড়ার দিকে, যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাহীন সামান্য চাষী এবং শ্রমিকদের রেড আর্মিতে তিনি টেনে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর নিখুঁত বেশভূষা, বাটালি-দিয়ে-খোদা প্রতিভাদীপ্ত মুখ, অসাধারণ বাগ্মিতার ক্ষমতা, পাকা অভিনেতার মত নাটকীয় ভঙ্গী এবং সর্বোপরি আত্ম-প্রচার-কলাবিদ্যার চূড়ান্ত প্রয়োগ, সেই সময় য়ুরোপীয় জন-সাধারণের কাছে রূপকথার নায়কের রহস্যে তাঁকে ঘিরে রাখে। তাই অনেকের ধারণা ছিল যে, লেনিনের তিরোধানের পর, সোভিয়েট-রাশিয়ার প্রথম-পুরুষের মুকুট তাঁর মাথাতেই এসে পড়বে। কিন্তু তার বদলে কোথা থেকে জর্জ্জিয়ার সেই মুচীর ছেলে, এতদিন যে শুধু মাটীর তলায় অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, ট্রটস্কীর মুখের সামনে থেকে তাঁর গ্রাস কেড়ে নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে লেনিনের স্থান অধিকার করে বসলো। জগৎ শুনলো, ট্রটস্কী নয়, ষ্টালিনই লেনিনের উত্তরাধিকারী।

কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তরঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে যারা জড়িত, শুধু তারাই তখন জানতো, এই দুটী বিপ্লবীর মধ্যে কি অসাধারণ প্রেমই না ছিল! ট্রটস্কীর মতন ষ্টালিনের কোনদিনই বাসনা ছিল না যে, আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর নাম জগতের বড় বড় খবরের কাগজের হেড্ লাইনে মুদ্রিত হোক্। ট্রটস্কী আর লেনিন যখন রাশিয়া থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে য়ূরোপের রাজধানীতে রাজধানীতে আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করছেন, ষ্টালিন তখন জারের রাশিয়ায় মাটীরতলায় সুড়ঙ্গ পথে নীরবে এবং অতি গোপনে দলের কাজ করে চলেছেন। দলের প্রত্যেকটী সামান্যতম কর্ম্মীর সঙ্গে ষ্টালিন পরিচিত··· ট্রটস্কী তাদের নামও পর্য্যন্ত শোনেন নি। তাই হঠাৎ যখন লেনিনের প্রভাব সরে গেল, ট্রটস্কী দেখলেন, দলের ভেতরে তাঁর কোন প্রভাবই

নেই, সেখানে জর্জ্জিয়ার সেই গুণ্ডারই একচ্ছত্র প্রভাব। তিনি যখন বাইরে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন, এই স্বল্পবাক লোকটী তখন দলের আভ্যন্তরিক সমস্ত ঘাঁটি দখল করে বসে ছিল। ট্রটস্কী কোনওদিন নিজের প্রতিভার তেজে সন্দেহ পর্য্যন্ত করেন নি যে, ষ্টালিনের মাথায় মস্তিষ্ক বলে কোন পদার্থ আছে কিন্তু লেনিনের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন, তাঁর এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে তিনি যতখানি ঘৃণা করেছেন, ঠিক ততখানি যদি বুঝতে চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়ত আজ কম্যুনিষ্ট দল থেকে তাঁকে স্থানচ্যুত হতে হতো না।

ট্রটস্কী সর্ব্বদাই চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞায় ষ্টালিনকে দেখে এসেছেন। প্রকাশ্যে ষ্টালিনকে আঘাত করবার জন্যে তাঁকে জর্জ্জিয়ার আরসুলা বলে উল্লেখ করতেন। ষ্টালিনও তার প্রত্যুত্তর দিতে এতটুকু দ্বিধা করতেন না। ট্রটস্কী না বলে তিনি বলতেন ইহুদী শয়তান। আজ কম্যুনিষ্ট দলের পুরোণো ইতিহাস ঘাঁটলে, এই দুজনের ঝগড়ার বহু নজীর বেরুবে এবং সেই সব বিবাদের অতি তীব্র কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয়, লেনিনের কতখানি কৃতিত্ব ছিল যে এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তিকে তিনি একসূত্রে বেঁধে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে রুষ-বিপ্লবের কাজে খাটিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রগঠনের সময় যখনই এঁরা দুজন একই ক্ষেত্রে কার্য্যগতিকে এসে পড়েছেন, তখনই তুমুল দ্বন্দ্ব বেঁধে গিয়েছে। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রের কাছে এই সব দ্বন্দ্ব অতি পরিচিত। প্রত্যেক দ্বন্দ্বে ট্রটস্কী নিষ্ফল আক্রোশে সেই জর্জ্জিয়ানের কাছ থেকে হটে আসতে বাধ্য হয়েছেন। অবশেষে কুড়ি বছরের এই ব্যক্তিগত

দ্বন্দ্ব লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিনের একাধিপত্যে চরম বিরোধিতায় ফেটে পড়লো।

ট্রটস্কীকে কম্যুনিষ্টদলের চৌহদ্দী থেকে সরাবার জন্যে ষ্টালিন লেনিনের একটা চিঠি বার করলেন, সেই চিঠিতে লেনিন লিখছেন, দলের নেতাদের মধ্যে কমরেড ট্রটস্কী নিশ্চয়ই সকলের চেয়ে প্রতিভাবান কিন্তু তিনি সেই অনুপাতে আত্মকেন্দ্রিক, দাম্ভিক। তা ছাড়া, তিনি আসলে বোলশেভিক নন্।

শেষ কথাটাই হলো মারাত্মক। ট্রটস্কী রেগে জবাব দিলেন, এ চিঠি হলো ষ্টালিনের জালিয়াতী, আবিষ্কার।

কিন্তু ষ্টালিন পুরোনো কাগজ, চিঠিপত্র ঘেঁটে এক-দুই-তিন করে প্রায় দশটী লেনিনের উক্তি বার করে দিলেন, যাকে আর আবিষ্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। একটীতে লেনিন স্পষ্ট লিখেছেন, ট্রটস্কী হলো রুষ বিপ্লবের "জুডাস্"।

সুরু হলো বিপ্লবের ভেতরে আর এক তুমুল বিপ্লব। এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বুঝতে হলে, ট্রটস্কীর অভ্যুদয় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে তাঁর স্থান কোথায় ছিল, সেটার খবর নেওয়া একটু দরকার।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## রোমাণ্টিক বিপ্লবী বনাম বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী

রিভলভার নয়, ডাস্ ক্যাপিটলের একখানা পাতা.........

লেনিন-ষ্টালিনের মত ট্রটস্কীও ছদ্মনাম। বস্তুত অধিকাংশ সোভিয়েট নেতাদের যে-নামে আমরা জানি, তা তাঁদের ছদ্মনাম। জারের গুপ্তচরদের হাত এড়াবার জন্যে এঁদের প্রত্যেককেই বহু ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হয়। তার মধ্যে তাঁদের বাপ-মায়ের-দেওয়া-নাম আজ প্রায় নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে।

ট্রটস্কীর বাবা ছেলের নাম রেখেছিলেন লেভ্ ডেভিডোভিচ্ ব্রণষ্টিন। দক্ষিণ রাশিয়ার খারশনের কাছে ইয়ানোভ্কা বলে একটা ছোট্ট গ্রাম, সেই গ্রামের এক সমৃদ্ধ ইহুদী-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর আত্মচরিতকাহিনীতে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ট্রটস্কী লিখছেন, আমার চোখের সামনে তখন কবি আর সাহিত্যিকের জীবন স্বর্গলোকের মতন মনে হতো; মনে হতো, জগতের নির্ব্বাচিত মহাপুরুষদের সেই হলো মহত্তম বৃত্তি।

কলেজে পড়বার সময়ই একটা নাটক লিখতে সুরু করেন। সেই সময় ওডেসা শহরে সাহিত্যিকদের ছোটখাটো বহু আড্ডা গড়ে ওঠে। তারই এক সৌখীন আড্ডায় ট্রটস্কী জুটে পড়েন। সেই সময় থেকেই তাঁর বেশভূষার মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। এই সব আডডায় সাধারণত সেই যুগের বোহিমিয়ান সব

যুবকরা সমবেত হতো। অতীতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন বামপন্থী সাহিত্য-রীতির প্রবর্ত্তন তখন সুরু হয়ে গিয়েছে। কোন যে বিশিষ্ট মতবাদ তাদের ছিল তা নয়, তবে যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় বামাচারী হওয়াই ছিল প্রতিভার পরিচয়। কোন কিছুকে স্বীকার করা নয়, সব কিছুকে অস্বীকার করাই ছিল এই বোহিমিয়ানদের আদর্শ। তার প্রেরণায় তারা সমাজ, ধর্ম্ম, জার-তন্ত্র, যা কিছু তখন প্রচলিত তার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলো! ফলে মারাত্মক বিপ্লবী বলে জারের গুপ্তচরদের সুনজরে এঁদের মধ্যে অনেকেই পড়লেন। ট্রটস্কীও ধরা পড়লেন এবং সেই সময় রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়ার চিরতুহিনের দেশে যে পথ চলে গিয়েছে, সেই পথে প্রতিদিন দলে দলে রুষ যুবকেরা চলেছে নির্ব্বাসনের দণ্ড নতশিরে বহন করে। সেই বিরাট তীর্থ-যাত্রায় ট্রটস্কীও যাত্রী হলেন।

কয়েক মাস সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসনে কাটানোর পর, ট্রটস্কী সেখান থেকে পালিয়ে ছদ্মবেশে য়ুরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় লণ্ডন এবং জেনেভা এই ধরণের স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত নানাজাতির বিপ্লবীতে ভর্ত্তি। দেশের বাইরে থেকে নিজের নিজের দেশের ভিতরে বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা তৈরী করবার জন্যে আয়োজন করাই ছিল তাদের কাজ। ট্রটস্কী সেই সব প্রবাসী রুষ বিপ্লবীদের নিয়ে নিজে একটা ছোটখাটো দল তৈরী করে ফেল্লেন।

সেই সময় লেনিনও স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে লণ্ডন শহরে তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে লেনিন তখন সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংসের বীজ-মন্ত্র সংগ্রহ করছেন। এই লণ্ডন শহর থেকেই তাঁর বিখ্যাত সংবাদ-পত্র Iskraর সম্পাদনা করছেন। ট্রটস্কী লণ্ডনে এসে Iskraর সম্পাদকীয় বিভাগে

যোগদান করলেন। সেই বছরেই রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটদলের মধ্যে মতদ্বৈধতার দরুণ দুটো ভাগ হয়ে গেল। যে দলে অধিকাংশ সভ্য রয়ে গেলেন, তার নাম হলো বোলশেভিক ( রুষ ভাষায় bolshiviki কথার মানে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ) আর তাঁদের প্রতিবাদকারী স্বল্প-সংখ্যকের নাম হলো মেনশেভিক। যে কথাটি উচ্চারিত হলে, সাম্রাজ্যবাদী যূরোপ সেদিন পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠতো, যেন সেই কথাটির মধ্যেই নরকের সমস্ত বিভীষিকার শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, জন্মের দিক থেকে তার মধ্যে বিভীষিকার ব পর্য্যন্ত ছিল না। অতি নিরীহ শব্দ, সংখ্যা-গরিষ্ঠেরদল। এই বোলশেভিক দলের নেতা হলেন লেনিন আর ট্রটস্কী হলেন তার অপোজিসন্ পার্টির নেতা অর্থাৎ মেনশেভিক দলের নেতা। প্রকৃতপক্ষে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক্ পার্টির মধ্যে সেদিন সেই দুটি স্পষ্ট ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে, খাঁটি মার্কস্-নীতি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক কম্যুনিজমের জন্ম হলো। এবং সেই দিন থেকে সাম্যবাদের নামে রাশিয়ায়, টেরারিজিম্ থেকে আরম্ভ করে নানা নামে নানাজাতীয় যেসব ধোঁয়াটে সাম্যবাদের দল ছিল, সেগুলোকে লেনিন কঠোর হস্তে আলাদা করে দিলেন। এতদিন যে-ভাবের গোঁজামিলের ওপর নানাদল উপদলের সৃষ্টি হয়ে চলেছিল, লেনিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা তাকে সমালোচনা করে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের ভিত্তি রচনা করলেন। জগতের সামনে বৈজ্ঞানিক মার্কস্‌বাদকে তুলে ধরলেন এবং এমন ভাবে তাকে তুলে ধরলেন যে, তার মধ্যে এতটুকু ভাবের গোঁজামিল বা উচ্ছাসের আবছা আত্ম-প্রবঞ্চনার স্থান রইলো না। তার ফলে তাঁর বহু সহযাত্রী, মতবাদের দিক থেকে তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলো। মার্কস-নীতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাদের বচসা ও দ্বন্দ্ব প্রায়ই হতে লাগলো। ট্রটস্কী এই বিরোধী দলের সহযোগিতাকে

লেনিনের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে, লেনিনের হাত থেকে অনাগত বিপ্লবের প্রথম-নায়কের গৌরবকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ট্রটস্কীর সাহিত্যিক প্রতিভা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, মানুষকে প্রথম সাক্ষাতে মুগ্ধ করবার শক্তি, দেখতে দেখতে প্রবাসী বিপ্লবীদের চিত্তে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করলো। য়ুরোপের যে সমস্ত শহরে প্রবাসী রুষদের আড্ডা ছিল, ব্রুসেল্‌স্‌, প্যারী, জেনেভা, লীইজ্‌, বার্লিন, সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে ট্রটস্কী, লেনিনের অঙ্ক-কষা বৈজ্ঞানিক রীতির বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। লেনিনের সুচিন্তিত নিয়মানুবর্ত্তিতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, নাটকীয়তাহীন কঠোর আদর্শবাদ ট্রটস্কীর রোমান্টিক ধাতে অসহ্য বোধ হতে লাগলো। ট্রটস্কী যেখানে ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে চান, লেনিন সেখানে ধীর স্থির হয়ে বসে চোখে মাইক্রস্‌কোপ লাগিয়ে দেখেন, কোথায় মৃত্যু সূক্ষ্মতম ছদ্মবেশে লুকিয়ে রয়েছে। ট্রটস্কী বক্তৃতা দিয়ে যেখানে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তাদের হাতে রিভলভার তুলে দিতে চান, লেনিন সেখানে দিনের পর দিন লাইব্রেরীতে বসে, অঙ্ক কষে, জনতার হাতে তুলে দেন তাদের আত্মপরিচয়ের হিসাব···রিভলভার নয়, ডাস্‌ ক্যাপিটলের একখানা পাতা। ভেতর থেকে যেদিন তাদের শক্তি উদ্বুদ্ধ হবে, সেদিন তারা নিজেরাই খুজে নেবে রিভলভার। ততদিন স্থির ধীর ভাবে, ঈগল পাখীর দৃষ্টি নিয়ে, অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ভুল মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করার দরুণ বহু বিপ্লব অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভুলের পুনরাবৃত্তি করা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় নয়। উপমা দিয়ে যে মতবিরোধের কথা জানালাম, প্রকৃতকার্য্যক্ষেত্রে এই বিভিন্ন মানসিকতার দরুণই সেই দুই বৈপ্লবিক প্রতিভার মধ্যে সেদিন প্রায়ই দলের ছোট-বড় নানা কাজকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ জেগে উঠতো।

১৯০৫-এ জাপানের হাতে জারের রাশিয়ার পরাজয়ে, রাশিয়ার মধ্যে হঠাৎ গণ-বিপ্লব মাথা তুলে উঠলো। ট্রটস্কী কালবিলম্ব না করে রাশিয়ায় প্রবেশ করলেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকরা যে সোভিয়েট গঠন করেছিল, তার সভাপতি হয়ে গণ-বিপ্লবকে ব্যাপক করবার আয়োজন করলেন। কিন্তু ভুল-সময়ে এবং অপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে এই গণবিপ্লব হওয়ার দরুণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জারের মন্ত্রীরা সৈন্যদের সাহায্যে তাকে সংযত করে ফেল্লেন। প্রথম রুষ-গণ-বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল। পুলিশ আর গুপ্তচরের অত্যাচার শতগুণ বেড়ে গেল। ট্রটস্কী বাধ্য হয়েই আবার রাশিয়া থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভিয়েনায় এসে তিনি স্বতন্ত্রভাবে একটা কর্ম্মকেন্দ্র গড়ে তুল্লেন। সেখান থেকে তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সাম্য-বাদী দলের সঙ্গে যোগ স্থাপনা করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লব-পন্থী ইন্‌টেলেকচুয়ালদের সঙ্গে মেলামেশা করে রাশিয়ার বাইরে নিজের প্রতিষ্ঠাকে অনেকখানি কায়েমী করে তুল্লেন। বস্তুত সেই সময় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রটস্কীর নাম ভ্রাম্যমান বিপ্লবের অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠলো। লেনিন তখন নীরবে কঠোরতম পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব আয়োজনের ভিত্তির একটার পর একটী ইট গেঁথে চলেছেন ···বৈজ্ঞানিক যেমন তার ল্যাবেরটারীতে সংবাদ-পত্রের প্রচারের বাইরে একটার পর একটা পরীক্ষা নিঃশব্দে করে চলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## লেনিন ও ট্রটস্কী

যখন বহুদিনের কোন পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়, কিম্বা পূর্ব্ব-বন্ধনকে ছিন্ন করে কোন জাতিকে স্বাধিকার অর্জ্জন করতে হয়, তখন সেই মুক্তি-আন্দোলনের নেতাকে সব চেয়ে বেশী সংগ্রাম করতে হয় স্বদেশবাসীর সঙ্গেই কশবিপ্লবের ইতিহাসে তা দেখেছি, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামেও তা দেখছি।

মহাযুদ্ধের শেষ বরাবর ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে রাশিয়ার সিংহাসন থেকে যখন র‍্যামোনফবংশের শেষ উত্তরাধিকারী বাধ্য হয়ে নেমে দাঁড়ালেন, তখন ট্রটস্কী রাশিয়া থেকে বহু বহু দূরে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটীতে তাঁর অন্যতম বন্ধু এবং লেনিনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নিকোলাই বুখারিনের সঙ্গে "নোভি মির" অর্থাৎ "নূতন জগৎ" সম্পাদন করছিলেন।

আমেরিকার কাগজে জারের পতন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রটস্কী তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে রাশিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে ক্যানেডার গবর্ণমেণ্ট তাঁকে হ্যালিফ্যাক্স্ শহরে আটকালো। সংবাদ চলে গেল কন্যা-ডোমিনিয়নের কাছ থেকে জননী ইংলণ্ডের কাছে। রাশিয়া থেকেও নবগঠিত প্রভিস্যানাল গবর্ণমেণ্ট ট্রটস্কীর মুক্তির জন্যে ইংলণ্ডের কাছে আবেদন পাঠালো। ইংলণ্ড বিবেচনা করে দেখলো, ট্রটস্কীকে আটকে রেখে লাভ নেই বরঞ্চ নিরাপদে রাশিয়াতে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারলেই তার সুবিধা হয় কারণ লেনিনের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যদি কাউকে দাঁড় করানো সম্ভব হয়, তাহলে সে-ব্যক্তি হলো ট্রটস্কী এবং এই নব-গঠিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে

অঙ্কুরে বিনাশ করতে হলে, লেনিনের বিরুদ্ধে সেই রাষ্ট্রের ভিতরেই আর একটা শক্তিশালী দলকে খাড়া করা দরকার। একমাত্র ট্রটস্কীই সেই বিপক্ষ দলের নায়ক হতে পারেন। এই হিসাব করেই ইংলণ্ড ট্রটস্কীর পথে আর কোন বাধা দিল না।

যে মাসে ট্রটস্কী পেট্রোগার্ড শহরে এসে উপস্থিত হলেন এবং লেনিনের বিরুদ্ধবাদী জনকয়েককে নিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যে একটা অপোজিশন্ পার্টি গড়ে তোলবার আয়োজন করলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, বোলশেভিক পার্টির বাইরে থেকে এই অপোজিশন তৈরী করা সম্ভব হবে না। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ট্রটস্কী তখনও পর্য্যন্ত বোলশেভিক দলের ( যা পরে কমুনিষ্ট পার্টিতে নামান্তরিত হয় ) সভ্য ছিলেন না। তখন সদ্য-জাগ্রত জয়ী জনগণের কাছে বোলশেভিক লেবেলেরই একমাত্র দাম। যা কিছু করতে হবে, তা এই লেবেল এঁটে করতে হবে।

তাই আগষ্ট মাসে, চোদ্দ বৎসরের ক্রমান্বয় বিরোধিতাকে ভুলে গিয়ে ট্রটস্কী বোলশেভিক দলে সভ্যরূপে যোগদান করবার অনুমতি চেয়ে যথারীতি আবেদন করলেন।

আদর্শ নেতার ন্যায় লেনিন তখন শত্রু-বেষ্টিত সদ্যজাত সেই শিশু-রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেখানে যেটুকু সাহায্য পাওয়া যায়, তাই গ্রহণ করবার নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি জানতেন, প্রকৃত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পত্তন এখনও বহু দূরে। সৈন্য নেই, রসদ নেই, অস্ত্র নেই, অভিজ্ঞতা নেই ; তার পরিবর্ত্তে আছে, সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী জগতের গোপন ও প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা এবং দেশের মধ্যেই রয়েছে সংগোপনে বহু শক্তিশালী দল এবং ব্যক্তির বিরোধিতা যারা নিজেদের

স্বার্থ ও সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কায় একটা প্রাণান্ত শেষ-সংগ্রামের আয়োজনে বদ্ধপরিকর হবে বা হচ্ছে। এই শতদিক থেকে শত আক্রমণকে ব্যর্থ করে সোভিয়েট রাশিয়াকে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে হবে। সুতরাং এখানে এখন ব্যক্তিগত ঝগড়া, সূক্ষ্ম মতগত বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে, যেখানে যতটুকু শক্তি আছে, তাকে আকর্ষণ করে এনে কাজে লাগাতে হবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লেনিন পুরাণো সোশ্যাল ডেমোক্রাট, মেনশেভিক, র‍্যাডিকাল এবং ভিন্নপন্থী অন্যান্য সাম্যবাদী দলকে এই বিরাট দায়িত্ব বহনের কাজে আহ্বান করলেন এবং নিজের বিরাট ব্যক্তিত্বে এবং পরিচালন-ক্ষমতায় কোন দলের বা কোন বিশেষ মতের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে মাথা তোলবার অবকাশই দিলেন না।

সেই মহাদুর্যোগে লেনিন রাজনৈতিক সেনাপতিত্বের যে মহা-উদাহরণ রেখে গিয়েছেন, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীর তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করা উচিত। অমন ঝড়ো হাওয়ায়, অমন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরে আর কোন নাবিককে অমন অক্ষত অবস্থায় নৌকোকে কুলে ভিড়াতে দেখা যায় নি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কাহিনী।

বিপ্লবের আয়োজনের যুগে লেনিনকে বারবার ট্রটস্কীর বিরোধিতাকে নস্যাৎ করবার জন্যে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে, বহুবার ট্রটস্কীর বহু রূঢ় অপমান সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু আজকে যখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বোলশেভিক দলের সভ্য হবার জন্যে আবেদন করলো, লেনিন তা প্রত্যাখ্যান করলেন না। লেনিন দেখলেন, ট্রটস্কীকে দলে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক প্রতিভাশালী বামপন্থীকে দলে পাওয়া যেতে পারে। কারণ ট্রটস্কী মানে ট্রটস্কীর দল, তা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রটস্কীর

প্রতিষ্ঠাকে সেই নবীন রাষ্ট্রের বিশেষ প্রয়োজন ; দেশের ভেতরেও তাঁর বাগ্মিতা, লোক আকর্ষণ করবার শক্তি, ভাষার যাদুকরী প্রয়োগ-বিস্তার আজ বিশেষ প্রয়োজন আছে। বোলশেভিক দলের মধ্যে ট্রটস্কীর মত বহু-ভাষা-জ্ঞান আর কারুর ছিল না। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে তার প্রয়োজন কম নয়। লেনিন ট্রটস্কীকে বোলশেভিক দলের সভ্য করে নিয়ে সেই নবীন রাষ্ট্রের পর-রাষ্ট্র-সচিবের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় পদে অধিষ্ঠিত করলেন। কিছুদিন পরে সেই সঙ্গে সমর-বিভাগের ভারও তাঁর ওপর দিলেন। কার্য্যত ট্রটস্কীই তখন হলেন সেই নবীন রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান নায়ক। ষ্টালিনের ওপর পড়লো, জাতীয়তা সমস্যা সমাধানের ভার, তখন সেই যুদ্ধ-বিগ্রহের মুখে এই দফতরের বিশেষ কোন মর্য্যাদা ছিল না বল্লেই হয়। যদিও পরবর্ত্তীকালে দেখা গেল, লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ার সব চেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করবার ভার সেই মেঠো কর্ম্মীর ওপরই দিয়েছিলেন। ষ্টালিনও এই সমস্যা নিয়ে যে পুঁথিগত বিদ্যা এবং রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিলেন, তাতে জগৎ সেই প্রথম বিস্মিত হয়ে দেখলো, এই স্বল্পবাক কর্ম্মীটির মাস্তিষ্কের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর শত্রুপক্ষেরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তা সর্ব্বৈব ভুল।

রাশিয়া বিরাট দেশ। তার দেহ য়ুরোপ এবং এশিয়াকে জুড়ে পড়ে আছে এবং তার মধ্যে এমন বহু বিভিন্ন জাতি বসবাস করে, যাদের ভাষা, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভিন্নভাষাভাষী সেই সব বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক একীকরণ করার সমস্যা-সমাধানে সেদিন ষ্টালিন যে পুস্তক রচনা করেছিলেন, আজ রাজনীতি-ক্ষেত্রে তা জাতিয়তা সমস্যা সম্পর্কে সর্ব্ববাদিসম্মত ক্লাসিক্স্।

বোলশেভিক দলে যোগদান করে ট্রটস্কী লেনিনের অপোজিসন পার্টির নায়কের স্থান নিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন, বুখারিন, গ্রেগরী, জেনোভিভ এবং তাঁর শ্যালক লিও ক্যামেনেভ্। শেষোক্ত তিন জনের আবার নিজেদের বিশেষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত এক একটি ছোট উপদল ছিল। প্রায়ই ট্রটস্কীর সঙ্গে এই তিনজনের কর্ম্ম-ব্যবস্থার দৈনন্দিন প্রয়োগ-রীতি নিয়ে ঝগড়াও হতো—কিন্তু যেখানে দলের অধিনায়কত্ব নিয়ে লেনিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হতো, সেখানে এই চার জনই এক হয়ে দাড়াতেন। রুষ-বিপ্লবের ইতিহাসে এইসব উপদলীয় ঝগড়ার কথা পড়তে পড়তে বিভ্রান্ত পাঠকের মনে হতে পারে, একদলের মধ্যে এত মতের বিরোধ কি করে হয়? কেনই বা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে মনে রাখতে হবে, দলের আদর্শের দিক থেকে তখনও পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে কোন বিশেষ বিরোধ ছিল না। তাঁরা সকলেই ছিলেন মার্কস্-পন্থী। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়েই যেমন পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ হয়, মার্কসের নীতির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা নিয়ে তেমনি তাঁদের মধ্যে তখন বিরোধ হতো। যখন কার্য্যত সেই মার্কস্-বাদকে রূপ দেবার প্রয়োজন হলো, তখন তাঁদের সামনে কোন ঐতিহাসিক নজীর ছিল না, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তাঁদের একটা নতুন মানবীয় পরীক্ষা করতে হচ্ছিল এবং যাঁদের ওপর এই ভার পড়ে, অল্পবিস্তর তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা-শালী এবং প্রত্যেকেরই ছিল একটা স্পষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। সেই জন্যেই দেখি, এত মতের দ্বন্দ্ব। একমাত্র লেনিনের ব্যক্তিত্বই এই বিভিন্ন দ্বন্দ্বের বহুমুখীধারাকে আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করে দেশের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে লেনিনের আবির্ভাব তাই সব চেয়ে বড় উপাদান। গণতন্ত্রের নীতি হিসাবে বহু মানবের সম্মতি তার মূল ধর্ম্ম হলেও,

ব্যক্তিত্ব আজও, অর্জ্জুনের রথের নিষ্ক্রিয় সারথির মত মানুষের জয়-পরাজয়ের প্রধানতম নিয়ামক।

ট্রট্স্কীর নিজের দলে তাঁর প্রধানতম সহচরদের মধ্যে ছিলেন উরী পিয়াটাকফ্, রীতিমত এক বিত্তশালী বংশের সন্তান, য়ুরোপ-প্রবাসের সময় ট্রট্স্কীর প্রভাবে বৈপ্লবিকসাম্যবাদ গ্রহণ করেন; দ্বিতীয়জন হলেন, কার্ল র‍্যাডেক, বামপন্থী সাংবাদিক হিসাবে প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেন; তৃতীয়, নিকোলাই ক্রেসটিনস্কী, বোলশেভিক দলের সভ্যরূপে ডুমাতে যোগদান করেন এবং শাসন-যন্ত্রের প্রধান অধিনায়কের স্থান অধিকার করবার দুরাকাঙ্খা হলো তাঁর চরিত্রের প্রধানতম উপাদান; চতুর্থ, গ্রেগরী সোকোলনিকফ্, ট্রট্স্কী তাকে তাঁর মন্ত্রীত্বের আমলে পররাষ্ট্রবিভাগের একটা প্রধান পদে নিযুক্ত করেন; পঞ্চমজন হলেন, রোকোভাস্কী, জন্মের দিক থেকে তিনি বুলগেরিয়ান্, ডাক্তারী লেখাপড়া শেখেন ফ্রান্সে এবং উক্রেন-এর গণ-অভ্যুত্থানে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

এ ছাড়া, সমর-বিভাগের কর্ত্তা হয়ে, ট্রট্স্কী নেপোলিয়ানের অনুকরণে, তার সব সময়ের দেহরক্ষীরূপে একটা স্বতন্ত্র দল গড়ে তোলেন। এই দলে ট্রট্স্কী বেছে বেছে বিপ্লবী দল থেকে যায় প্রাণ-যাক্ প্রাণ-গোছের দুর্দ্ধর্ষ লোকদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি জানতেন, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায়, বহু সংগোপন আঘাতের সম্মুখে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

এ ছাড়া, ট্রট্স্কী জারের আমলের কোন কোন বিচক্ষণ সেনাপতির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখলেন এবং দলের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তাঁদের

কাউকে কাউকে নতুন সমর-বিভাগে নিযুক্তও করলেন। ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি টুকাচেভস্কী ট্রটস্কীর অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিগণিত ছিলেন।

বোলশেভিকদলে যোগদান করলেও ট্রটস্কী নিজের স্বাতন্ত্র্য ষোল আনা বজায় রেখেই চলতেন। রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যাপারে প্রায়ই লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতো। প্রতিপদে এই সংগ্রামশীল লোকটীর প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকে জয় করে লেনিনকে অগ্রসর হতে হয়। লেনিনের কর্ত্তৃত্বকে ছাড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুঃসাহস একমাত্র ট্রটস্কীরই ছিল। সমগ্র জগৎ সেদিন দেখেছে, সেই নতুন রাষ্ট্রের ভাগ্য-নির্ণয়ে এই দুই শক্তিশালী প্রতিভার দ্বন্দ্ব। তবে লেনিনের দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে ট্রটস্কীকে বারে বারে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

যখন বহুদিনের পরবশতার পর কোন দেশ স্বাধীন হয়, কিম্বা পূর্ব্ব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কোন জাতি স্বাধিকার অর্জ্জন করে, তখন সেই মুক্তি-সংগ্রামের নেতাকে সব চেয়ে বেশী সংগ্রাম করতে হয় তার স্বজনের সঙ্গেই। রুষ-বিপ্লবের ইতিহাসে তা দেখেছি, ভারতের আর বর্ম্মার মুক্তি-সংগ্রামেও তা দেখছি। এই বিরাট আত্মঘাতী অপব্যয়ে আজ ভারতবর্ষ অর্জ্জিত মুক্তিকেও ভোগ করতে পারছে না। সোভিয়েট রাশিয়াও পারতো না, যদি লেনিন আর ষ্টালিনের মত কঠিন লোক সেই অপব্যয়ের মূলে নির্ম্মম হাতে ছিপি এঁটে না দিতেন। ডাক্তারীতে নির্ম্মমতার যেমন একটা বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা আছে, বোধহয় রাজনীতিতেও নির্ম্মমতার অনুরূপ একটা প্রয়োগ-ক্ষেত্র আছে।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## এক-বিপ্লব বনাম বহু-বিপ্লব

লেনিন বল্লেন, Electrification .....ট্রটস্কীর দল ব্যঙ্গ করে উত্তর দিল, Electro fiction.

কি করে দিনের পর দিন, য়ুরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের এবং রাশিয়ার ভেতরকার জার-তন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব শক্তিধরদের বার বার আক্রমণকে ব্যর্থ করে শিশু সোভিয়েট রাশিয়া আঁতুড়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির অভিশাপ এড়িয়ে উনিশশো কুড়িতে পায়ে হেঁটে চলতে শিখলো, তার দীর্ঘ কাহিনী বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নয়। বর্ত্তমান প্রসঙ্গের খাতিরে এখন আমাদের ধরে নিতে হবে, সোভিয়েট রাশিয়া বাইরের বহু আক্রমণকে ব্যর্থ করে উনিশ শো কুড়িতে একটা চলনসই স্থায়িত্ব অর্জ্জন করেছে। এখন তার সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা, ততঃকিম্? যে বেদকে অনুসরণ করে তাঁরা চলছিলেন, সেই বেদের মূল কথা হলো, জগৎ থেকে ক্যাপিট্যালিজম্ এবং তার বাহন যে-সব শোষণকারী শাসন-তন্ত্র আছে তার উচ্ছেদ করা, জগতের সর্ব্বহারাদের মহাসম্মেলন গড়ে তোলা। তাই তাঁদের শ্লোগান ছিল, কোন বিশেষ দেশের নয়, জগতের যারা শ্রমিক, তারা হোক সম্মিলিত। মার্কস্ ক্যাপিটালিজিমকে জগৎব্যাপী বর্ত্তমান সভ্যতার মহাব্যাধিরূপে দেখেছিলেন এবং জগৎ থেকে তার বীজকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বেদে জাতিয়তার কোন স্থান নেই। একই দুঃখে, একই শোষণে, একই নিপীড়ন-যন্ত্রে জগৎ নিপীড়িত। তাই একসঙ্গে জগৎকে এর প্রতিকার ব্যবস্থা করতে হবে। এক বিশ্বব্যাপী

শ্রমিক-তন্ত্র হলো মার্কস্‌বাদের আদর্শ। সেই আদর্শে পৌঁছতে হলে তাই প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে মানবীয় চেষ্টায় বিপ্লব-সৃষ্টি করতে হবে এবং দ্রুত বিপ্লবের দ্বারা শাসন-যন্ত্র অধিকার করে নিতে হবে।

তাই খণ্ড ভাবে রাশিয়ায় যখন একটী বিপ্লব সফল হয়ে উঠলো, একটী দেশে যখন মানবীয় চেষ্টায় বিপ্লব সৃষ্টির দ্বারা শমিকেরা ধনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে পারলো, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠলো, অন্য সব দেশে, যেখানে আজও ক্যাপিটালিজম সমান প্রতাপে চলেছে, যেখানে আজও শ্রমিকেরা নিত্য বঞ্চিত হয়ে আছে, সেখানে কি হবে? যে-কোনও দিনই তো সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদ সম্মিলিতভাবে এই অৰ্জ্জিত জয়খণ্ডটুকুকে গ্রাস করে ফেলতে পারে? একটী বিপ্লব সার্থক হলেও, বহু-বিপ্লব এখনও বাকি আছে এবং যতদিন না ক্রমান্বয় বিপ্লব দ্বারা বিশ্ব-ধারা পরিবর্ত্তিত করা যাচ্ছে, ততদিন এই একদেশীয় খণ্ড সার্থকতার কি মূল্য?

এই প্রশ্ন তুল্লেন বাম-পন্থী বোলশেভিকরা, ট্রটস্কী হলেন তাঁদের নেতা। তাঁর সমস্ত সাহিত্যিক-প্রতিভা, সমস্ত বৈপ্লবিক অনুভূতি সংহত করে তিনি জগতের সামনে মহাবিপ্লবীর রূপে মার্কসের সেই অবিচ্ছেদ বহু-বিপ্লবের ধ্বজাকে তুলে ধরলেন। তীব্র ভাষায় লেনিনকে আক্রমণ করলেন, বল্লেন, লেনিন হলো নির্ব্বাপিত-অগ্নি আগ্নেয়গিরি; নব-লব্ধ জয়ের খণ্ড-কৃতিত্বে তৃপ্ত হয়ে আশ্রয় নিতে চলেছেন ডিক্‌টেটরের অনায়াস জীবনে। লেনিনের নায়কত্বের বিরুদ্ধে তরুণদের সজাগ করে তোলবার জন্যে সারা দেশের মধ্যে আবার পরিভ্রমণ করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, লেনিন আজ নিঃশেষিত-শক্তি... বিপ্লবের সমস্ত অর্জ্জিত সম্পদকে তিনি আবার সেই পুরাতন শক্তি-তন্ত্রের সঙ্গে আপোষে নষ্ট করে ফেলতে চলেছেন...

লেনিনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কারণ হলো, লেনিন তখন অন্য দেশে বিপ্লব-সৃষ্টির কাজে তরুণ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শক্তিক্ষয় করতে না দিয়ে, রাশিয়ায় যে শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, তাকেই আগে সত্যকারের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চাইলেন। লেনিন বল্লেন, আমাদের পরীক্ষা যে সফল হয়েছে, তা আজ আমরা কিছুতেই বলতে পারি না। শাসন-তন্ত্রের দিকথেকে আমরা শ্রমিক-তন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েছি বটে কিন্তু এই রাষ্ট্রের ভেতরে দুঃখ, দৈন্য, অভাব আগেকার চেয়ে বর্ত্তমানে বেশী·· এমন এক ভয়াবহ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া আজ আছে, তার যদি প্রতীকার না করা হয়, তাহলে এই একটা বিপ্লবের সমস্ত কৃতিত্ব অতি অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাবে, তখন জগৎব্যাপী বিপ্লব সংঘটন করার কথা আবার সেই পূর্ব্বেকার মত স্বপ্নের বস্তু হয়ে থাকবে। অতএব আজ সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরিক উন্নতির দিকেই সমস্ত সংগঠন-শক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন হলে, যুদ্ধের সময় কম্যুনিজিমের যেসব নিয়ম আথরিকভাবে মানা হয়েছিল, আজ স্থানকালপাত্রভেদে তার কিছু অদল-বদলও করতে হবে, এমন কি বর্ত্তমান অবস্থা-অনুযায়ী ছোট খাট ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যক্তিগত অধিকারও নাগরিকদের দিতে হবে।

মার্কস্‌বাদের আদর্শের দিক থেকে লেনিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাড়াবার এতবড় সুযোগ ট্রট্‌স্কী অবহেলা করতে পারলেন না। লেনিন অনুত্তেজিত হয়ে, লজিকের সূত্রের মতন, ট্রট্‌স্কীর সমস্ত বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা বিশ্লেষণ করে দেখালেন, ভাষার আলঙ্কারিক প্রয়োগ বাদ দিয়ে, ট্রটস্কীর এই ক্রমান্বয় বিপ্লববাদের পেছনে রয়েছে "bohemian anarchism" একটা অবৈজ্ঞানিক ধ্বংসের উন্মাদনা। বাস্তবতাকে বোঝবার বা দেখবার শক্তির অভাব। ট্রটস্কীর এই নব্ব-বিপ্লববাদ

মেনে নিলেও, সোভিয়েট রাশিয়ার আজ সে-শক্তি হয় নি, যাতে সেই বিরাট দায়িত্ব সে নিতে পারে এবং নিয়ে সফল করতে পারে। তারজন্যেই আজ সোভিয়েট রাশিয়াকে নিজের মধ্যে নিজের শক্তির সন্ধান করতে হবে।

এই মতের দ্বন্দ্বের মধ্যে এলো উনিশ শো কুড়ির বাৎসরিক পার্টি কংগ্রেস। রাশিয়ার প্রত্যেক সোভিয়েট থেকে প্রতিনিধিরা মস্কো শহরে এসে সমবেত হলো। ডিসেম্বর মাস। নিদারুণ শীতে পথ-ঘাট সমস্ত বরফে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সারাদেশ দুর্ভিক্ষে রিক্ত-পত্র শীতের গাছের মত শুকিয়ে আছে। দেশে কোথাও এতটুকু কয়লা নেই। যা আছে, গুণে খরচ করতে হচ্ছে। কাঠ পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মস্কোর হল্ অফ্ কলম্‌স্ এ শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রতিনিধিরা এসেছে। হলের ভেতর উত্তাপের কোন বন্দোবস্ত নেই। সেই শীতার্ত্ত ডিসেম্বরে জাতির ভাগ্য-বিধানের জন্যে সমবেত হয়েছে বোলশেভিক নেতারা। ট্রটস্কী এসেছেন, তাঁর দল নিয়ে, জাতির প্রতিনিধিদের কাছে লেনিনের নেতৃত্বের ভ্রান্তি ও অপ্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণিত করবার জন্যে। নতুন নেতৃত্বের দাবী উত্থাপন করতে।

লেনিনও এসেছেন। আসতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল। কারণ কয়েক মাস আগে, যখন তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেই সময় ফানিয়া ক্যাপলিন তাঁর বুক লক্ষ্য করে বুলেটের পর বুলেট ছোঁড়ে। দুটো বুলেট তাঁর বুকে লাগে। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর জীবন-নাশ করবার এটা হলো দ্বিতীয় চেষ্টা। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখলেন, বুলেটের মুখে আবার বিষ মাখানো ছিল। লেনিন যে সে-যাত্রা বেঁচে উঠবেন, সে-আশা কারুরই ছিল না। তবু দুর্জ্জয় আত্মশক্তির জোরে লেনিন মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এলেন। তবে বিষের প্রভাবে

সমস্ত দেহ তখন আর্ত্ত···দুর্বল, অতি শীর্ণ। সেই শীর্ণ দেহ নিয়ে তিনি এসেছেন এবং তাঁর পকেটে আছে কম্যুনিজিম্-এর একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়··ট্রটস্কীর প্রত্যুত্তর নয়··সোভিয়েট রাশিয়ার বেঁচে থাকবার একটা ব্যবস্থা···অনিশ্চিত সৌভাগ্যকে সন্দেহাতীত বিজয়-শক্তিতে পরিণত করবার একটা বৈজ্ঞানিক ফরমূলা······নিউ একোনমিক পলিসী··সংক্ষেপে আজ ইতিহাসে যা NEP নেপ্ নামে পরিচিত।

প্রকাশ্য সভায় লেনিন স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করলেন, এই যে নতুন ব্যবস্থা তিনি প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এটা কম্যুনিজিমের আদর্শের দিক থেকে one step backward বটে· একথা ঢাকতে যাওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, আজ এই এক-পা পিছিয়ে গেলে, তবে কিছুকাল পরেই তাঁরা আবার নিতে পারবেন, two steps forword।

লেনিন নিউ একনমিক পলিসির কথা ঘোষণা করলেন।

ট্রটস্কী ভলটেয়ারের ভাষায় ব্যঙ্গ করে উঠলেন, "The cuckoo has cuckooed the end of the Soviet government "এবার কোকিলের মুখে ডাক উঠেছে··বিদায়-বসন্তের, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাধি মন্ত্র।"

কিন্তু সেই ব্যঙ্গকে উপেক্ষা করে লেনিন তাঁর বহু চিন্তা আর বহু চেষ্টার ফলস্বরূপ অর্থহীন, সম্পদহীন, বৈজ্ঞানিকসহায়শূন্য, মধ্যযুগের গতানুগতিকায় পঙ্গু রাশিয়াকে নতুন বৈজ্ঞানিক শক্তিতে ঢেলে সাজবার জন্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন প্ল্যান উপস্থাপিত করলেন। কথা নয়, কল্পনা নয়, সূক্ষ্মমতের চুল-চেরা বিরোধ নয়, কাজ···কাজ···সংগঠন··বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যিকারের শক্তি অর্জ্জন করা!

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি, বক্তৃতামঞ্চের ওপর আধ-অন্ধকারে রাশিয়ার একটা প্রকাণ্ড মানচিত্র টাঙ্গানো ছিল। লেনিনের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র, হঠাৎ সেই ম্যাপের ওপর ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠলো। লেনিনের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক আলোর বিন্দু সেই মানচিত্রের ওপর এক শহর থেকে আর এক শহর, এক প্রান্তর থেকে আর এক প্রান্তরে নেচে নেচে এগিয়ে চলতে লাগলো। লেনিন সেই বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে প্রতিনিধিদের সামনে তাঁর প্ল্যানের প্রত্যেকটি অঙ্গ বুঝিয়ে দিতে লাগলেন; কোন্‌খানে কোন্‌খানে বিদ্যুৎ-তৈরীর কেন্দ্র তৈরী হবে, কোথায় নদীর গতি থেকে বিরাট বিদ্যুৎ-ভাণ্ডার গড়ে উঠবে, কিভাবে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সেই বিরাট ভূমি, যা আজ শুধু শূন্য পড়ে আছে, তাকে বিপুল-আয়তন শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। একমাত্র বিদ্যুৎ-শক্তিই পারে অল্প সময়ের মধ্যে অঘটন ঘটাতে···দেশের ঘুমন্ত সম্পদকে জাগিয়ে তুলতে···সোভিয়েট রাশিয়াকে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কেন্দ্রে পরিণত করতে। নতুবা এই নব-লব্ধ ক্ষণিক জয় কয়েক মাইল অগ্রসর হতে না হতেই পাহাড়ী নদীর মতন বালুচরে হারিয়ে যাবে। লেনিন সেই নতুন সংগঠন-প্ল্যানের নাম দিলেন, Electrification···

ট্রটস্কীর সমস্ত উচ্ছ্বাসময় রক্ত-উষ্ণ-কারী বক্তৃতা ঘসা-পয়সার মতো অস্পষ্ট হয়ে গেল···প্রতিনিধিদের অন্তর থেকে আনন্দিত সম্মতির একটা বিরাট গুঞ্জন জেগে উঠলো। ট্রটস্কীর সঙ্গে সঙ্গে তার দলের লোকেরা বুঝলো, জীবিত থাকতে লেনিনকে নেতৃত্ব থেকে সরানো অসম্ভব। ব্যর্থ-আক্রোশে র‍্যাডেক শুধু ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, Electrfication নয় Electro fiction!

কিন্তু দেখতে দেখতে লেনিনের সেই fiction-ই সত্য হয়ে উঠলো।

সারা দেশের মধ্যে নতুন সৃষ্টির, নতুন কর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব এক জোয়ার এসে গেল। বিপ্লব দেশের মধ্যে যে নতুন শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিল, লেনিন তাকে সহসা ভাঙ্গার কাজ থেকে টেনে এনে গড়ার কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। সারা দেশ কাজের নেশায় মেতে উঠলো···পরিশ্রম করা, দেশের জন্যে নিজের প্রতিটিদিনের অকুণ্ঠ সেবা দান করা, পারিশ্রমিকের দিকে না চেয়ে আজ শুধু পরিশ্রম করে যাওয়া, একটা নতুন ধর্ম্মের মত প্রত্যেক বোলশেভিকের মনে একটা নতুন শক্তি এনে দিল। সেই নতুন আবহাওয়ায় ট্রটস্কী সারাদেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর ক্রমান্বয় বিপ্লব-বাদের কথা প্রচার করতে গিয়ে বুঝলেন, দলের কর্ত্তৃত্ব দখল করতে না পারলে তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বের আর কোন মূল্য থাকে না। লেনিনের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্য আন্দোলন সুরু করে দিলেন।

ডিসেম্বরের সোভিয়েট কংগ্রেসের কয়েক সপ্তাহ পরেই পরের বৎসর মার্চ্চমাসেই আবার কংগ্রেসের একটা জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হলো। ট্রটস্কীর এই বিরোধিতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া রাজনৈতিক সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। লেনিন মার্চ্চের কংগ্রেসে প্রস্তাব আনলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব-সাধনার কল্যাণে বোলশেভিক দলের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী কোন মতের অস্তিত্বকে আর বরদাস্ত করা চলবে না। অতঃপর দলের প্রত্যেক নেতাকে পার্টির অধিকাংশ লোকের যা মত তা মেনে চলতে হবে, তার ব্যতিক্রম হলে সেই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে এবং তখন সেই নেতা বা নেতাদের রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে দেখা হবে।

ট্রটস্কী এই প্রস্তাবকে পুরাতন শক্তি-তন্ত্রের অতি ঘৃণ্য পুনরাবির্ভাব বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু আজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, ট্রটস্কী ও

যদি সেদিন দলের কর্ত্তৃত্ব পেতেন, তাহলে বিরোধিতাকে নষ্ট করতে এই পন্থা তিনিও গ্রহণ করতেন।

দশম সোভিয়েট কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর, ট্রটস্কী বুঝলেন, প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ তাঁকে ত্যাগ করে গোপন ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গপথে নামতে হবে। দশম কংগ্রেসের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের কতকগুলি উচ্চপদের অধিকারীকে স্থানচ্যুত করা হলো। সমর-বিভাগে ট্রটস্কীর প্রধান সামরিক সেক্রেটারী ছিলেন, নিকোলাই মুরালভ্। তাঁকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসানো হলো ভোরোশিলভ্‌কে এবং পরের বৎসর পার্টির নির্ব্বাচনে জোসেফ ষ্ট্যালিনকে করা হলো পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী। ষ্টালিনের নির্ব্বাচনে ট্রটস্কী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, গোপন ষড়যন্ত্রের পথ ছাড়া তাঁর মতবাদকে জাহির করবার আর কোন পথ নেই। যদিও তখনও পর্য্যন্ত তিনি সমর-সচিব, তবুও তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তাঁকে লক্ষ্য করেই পার্টি তাঁর চারদিকে দেয়াল তুলছে। সুতরাং আবার মাটীর তলায় ঢোকা ছাড়া গতি নেই।

একান্ত সংগোপনে ট্রটস্কী এক বিরাট ;ষড়যন্ত্র-চক্রের আয়োজনে সর্ব্ব-মনপ্রাণ নিয়োগ করলেন। এ-রকম বিভীষিকাময় ষড়যন্ত্র কোন দলের ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## আমি ভুল করিনি—ট্রট্স্কী

কিন্তু সে এক তরফা বিচার ইতিহাস মেনে নেয় নি।

প্রকাশ্য বিরোধিতা আর গোপন ষড়যন্ত্র, তাদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। গোপন ষড়যন্ত্রের ভাষা হলো সাঙ্কেতিক। কথাবার্ত্তা চলাচল, চিঠি-পত্র লেখা, সংবাদ-দেওয়া-নেওয়া, সবই চলে বিশেষ করে তৈরী-করা "কোডে," সেই কোড্ বা সাইফারের অর্থ একমাত্র সেই দলের লোকেরই জানা থাকে। তাই নতুন ষড়যন্ত্র করতে হলে, নতুন কোড্ তৈরী করতে হয়, নতুন অভিধান গড়তে হয়, সে-অভিধানে হয়ত আম মানে বোমা, খাওয়া মানে মেরে ফেলা, বক মানে পুলিশ। এই কোড তৈরী করা এবং তার পাঠোদ্ধার করা, রীতিমত একটা নতুন বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে।

ট্রটস্কী যথারীতি এইসব প্রাথমিক আয়োজন ক'রে জীবনের শেষ সংগ্রামে নামলেন। মাটীর তলায়, বনের ভেতর গোপনে বসলো প্রেস। প্রেস না হলে ব্যাপক আন্দোলন অসম্ভব। সারা দেশের মধ্যে, সৈন্য বিভাগে, পুলিশ বিভাগে, প্রতিটী প্রয়োজনীয় দফতরে, নিজেদের দলের লোক ঢুকিয়ে ছোট ছোট "সেল" গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সব "সেল"এর লোকেরা দলের গুপ্তচরের কাজ করে। যত উচ্চপদের লোককে এই "সেলে" টানা যায়, ষড়যন্ত্র ততই শক্তিশালী হয়।

ট্রটস্কীর নিজের ছেলে, লিওন সিড্ভ, মাত্র ষোল বছর বয়স, সে-ও পুরোমাত্রায় এই ষড়যন্ত্রে পিতার সাহায্যকারীরূপে যোগদান করলো। তার সম্বন্ধে পরে ট্রটস্কী নিজেই লিখেছিলেন, সতেরো বছর বয়সেই

লিওন এই সব গোপন ষড়যন্ত্রের কাজে রীতিমত পারদর্শী হয়ে ওঠে। গোপন ইস্তাহার বিলি করা, নিষিদ্ধ সভা গোপনে বসানো, সংবাদ-চলাচলের কাজ, সমস্তই সে অভিজ্ঞ বিপ্লবীর মত করতে শিখেছে।

তখন কিশোর ও তরুণদের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়া সারা দেশে কোম্‌সোমল্‌ অর্থাৎ তরুণ-সঙ্ঘ গড়ে তুলছে। দলে দলে তরুণেরা তাতে যোগদান করছে। সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মবিস্তারের ইতিহাসে এই কোম্‌সমলের দান কম নয়। লিওন সিডভ্‌ এই কোম্‌সমলের ভেতরে থেকে সংগোপনে একটা লেনিন-বিরোধী ট্রটস্কাইট দল গড়ে তুলতে লাগলো। অভিজ্ঞ বিপ্লবীর মত ট্রটস্কী রীতিমত বড় করে সারা দেশের মধ্যে জাল ফেল্লেন।

কিন্তু এত বড় ষড়যন্ত্র শুধু দেশের ভেতরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আন্তর্জ্জাতিকতাই হলো ট্রটস্কীর লক্ষ্য সুতরাং গোড়া থেকেই তার ভিত্তিপত্তন করবার জন্যে তিনি ধীরে ধীরে রাশিয়ার বাইরে হাত বাড়াতে সুরু করলেন।

ট্রটস্কীর যোগাযোগের ফলেই নিকোলাই ক্রেস্‌টিন্‌স্কী সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতরূপে বার্লিনে ছিলেন। ক্রেস্‌টিন্‌স্কী বোলশেভিকদলের সভ্য হলেও, গোপনে ছিলেন ট্রটস্কীর চেলা। ট্রটস্কীর ইঙ্গিতে ক্রেস্‌টিনস্কী রিথ্‌বাহিনীর সেনাপতি হ্যান্‌স্‌ ফন্‌ সীক্‌ট-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করলেন। সীক্‌ট্‌ তাঁর গুপ্তচর বিভাগ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারলেন যে ক্রেস্‌টেনস্কী ট্রটস্কীর গোপনদলেরই লোক। সুতরাং দুজনের অন্তরের পরিচয় হতে বেশী দেরী হলো না। সীক্‌ট তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, ট্রটস্কী যদি লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, জার্ম্মাণ-বাহিনীর দিক থেকে তিনি সাহায্য পাবেন।

ক্রেস্‌টেনস্কী মস্কোতে ফিরে গিয়ে নিজের মুখে ট্রটস্কীকে সব জানালেন। ট্রটস্কী সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু তখন তাঁর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন টাকার। বিপুল টাকা ছাড়া সেই বিরাট আয়োজন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ক্রেস্‌টেনস্কীর মারফৎ ট্রটস্কী সীক্‌টের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন, এই ষড়যন্ত্র গড়ে তোলবার জন্যে সীক্‌ট নিয়মিত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন কি না।

মস্কোর সুবিখ্যাত মামলায় ক্রেস্‌টেনস্কী পরে এই ব্যাপার সম্পর্কে নিজের মুখেই বলেন, আমি ফিরে গিয়ে সীক্‌টের কাছে ট্রটস্কীর প্রস্তাব উত্থাপন করলাম এবং আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মার্ক চাইলাম। সীক্‌ট তাঁর সহকারী এবং চীফ্‌ অফ ষ্টাফের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে জানালেন, তিনি আমার প্রস্তাবে মোটামুটি রাজী আছেন, তবে একটা সর্ত্ত আছে। এই টাকার বদলে ট্রটস্কীকে আমার মারফতে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় কতকগুলি গুপ্তসংবাদ দিতে হবে। তাছাড়া, কতকগুলি লোককে তাঁরা জার্ম্মাণ গুপ্তচর হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়াতে পাঠাতে চান্‌, তারা যাতে যথোপযুক্ত প্রবেশপত্র এবং সুবিধা-সুযোগ পেতে পারে, তার জন্যে সাহায্য করতে হবে।

বাদানুবাদের ফলে এই গোপন চুক্তি উভয় পক্ষই স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের আয়োজন, সারাজীবনের মানবাতীত পরিশ্রমের ফলে, সেই লেনিন, তখন পক্ষাঘাত রোগে হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়লেন। হয়ত ফিয়ানা ক্যাপলিনের সেই বিষমাখা বুলেট তার জন্যে দায়ী। বিজ্ঞানের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে লেনিন অর্দ্ধসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে চিরবিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন। কেউ ভাবেনি যে এত শীঘ্র মৃত্যু তাঁকে টেনে নেবে। ট্রটস্কী তখন অসুস্থ শরীর

সারাবার জন্যে ককেশাস্ অঞ্চলে কিছুদিনের 'মত বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুসংবাদে সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়া মুহ্যমান হয়ে গেল। মস্কোতে তাঁর সমাধিদিনে যেভাবে একটা সমগ্র দেশ শোক প্রকাশ করেছিল, য়ুরোপের কোন শাসকের ভাগ্যে তা ঘটেনি।

ট্রটস্কী কিন্তু সেদিন আসেন নি। তিনি তখন সুখুম নামে এক সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাসে সমুদ্রবায়ু উপভোগ করছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মচরিতে নিজেই লিখেছেন, "As I breathed in sea air in at Sukhum, I assimilated with my whole being the assurance of my historical rightness……

"সেই সমুদ্রবায়ু সারাদেহে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে সেদিন এই আশ্বাসই উপলব্ধি করেছিলাম যে জাতির ইতিহাসে আমার ইতিকর্ত্তব্য ভুল হয়নি।"

কিন্তু সেই এক তরফা বিচার ইতিহাসে স্বীকার করেনি।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## জগতের বৃহত্তম ষড়যন্ত্র

কোনদিন যাদের একঘরে বসবার সম্ভাবনা ছিল না, এক নিঃসংশয় ধ্বংসের তাড়নায় তারা এক বিছানায় পাশাপাশি শয়ন করতে বাধ্য হলো।

ট্রটস্কী কিন্তু সুঘুমে অতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। লেনিনের পর কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ত্তৃত্ব এবং সেইজন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব তাঁর ওপরই বর্ত্তাবে, এই ধরণের একটা গোপন বিশ্বাস তখনও তাঁর মনে ছিল। লেনিনের সমাধির পর তিনি প্রকাশ্যভাবে এই নেতৃত্ব দখলের জন্যে মস্কোতে এলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর, মে মাসে ( ১৯২৪ ) পার্টি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসলো। এই অধিবেশনে ট্রটস্কী খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন, পার্টির উচিত তাঁকেই লেনিনের উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করা। ষ্টালিনও তাঁর দাবী উপস্থিত করলেন। ট্রটস্কী বল্লেন, তাহলে ভোট নেওয়া হোক্। ট্রটস্কীর সহচরেরা কিন্তু তাঁকে সাবধান করবার বহু চেষ্টা করলেন, যাতে ট্রটস্কী ভোটের ব্যাপারে না যান। কিন্তু তখনও ট্রটস্কী বোলশেভিক দলকে চিনতে পারেন নি। তিনি ভোটের সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে রাজী হলেন।

সেই পার্টি কংগ্রেসে ৭৪৮ জন ডেলিগেট ভোট দেবার জন্যে সমবেত হয়েছিলেন এবং ট্রটস্কী তাঁর জীবনের চরমতম বিস্ময়ে দেখলেন, সেই ৭৪৮ জন ভোটারই একবাক্যে ষ্টালিনকে ভোট দিল। এমন কি তাঁর গোপন চক্রান্তের যে তিন জন প্রধান ব্যক্তি, বুখারিন, জিনোভিভ্ এবং ক্যামেনভ—তাঁরাও জনমতকে উপেক্ষা করতে শেষ মুহূর্ত্তে পারলেন না।

ট্রটস্কী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের তিনজনকে বিশ্বাসঘাতক বলে তিরস্কার করলেন। এই ব্যাপার নিয়ে যে সাময়িক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তাতে ট্রটস্কীর গোপন দলের লোকেরা মনে করলো, বুঝি সেই চার জনের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে যায়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পুরোণো ক্ষত সেরে গেল। ট্রটস্কী আর জেনোভিভ দু'জনে মিলে আবার নতুন করে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে এক নতুন অপোজিশন্ পার্টি গড়ে তুলতে ব্যস্ত হলেন।

লেনিনের সময় এই অপোজিশন্ যতখানি আত্মসংযত ভাবে চলেছিল, এখন আর তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এক রকম প্রকাশ্যভাবেই ট্রটস্কী নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের মধ্যে তুমুল প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এবং এই প্রচারের সুযোগে মাটীর তলায় যেখানে যত বিরোধী দল ছিল, যত ব্যর্থ-আশা ভূতপূর্ব্বের দল ছিল, তারা শেষ সুযোগ বুঝে কেন্দ্রীভূত হতে লাগলো। কোনদিন যাদের এক ঘরে বসবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আজ তারা একই নিঃসংশয় ধ্বংসের তাড়নায় এক বিছানায় পাশাপাশি শয়ন করতে বাধ্য হলো। ধনী জমিদার যাদের সর্ব্বস্ব বোলশেভিকরা কেড়ে নিয়েছে, বড় বড় জমিওয়ালা চাষী যাদের জমি আজ ষ্টেটে চলে গিয়েছে, জারের আমলে যেসব সেনাপতি জারের অনুগ্রহে প্রভুত্ব করে বেড়িয়েছে অথচ আজ যাদের চোরের মতন আত্মগোপন করে বেড়াতে হচ্ছিল, বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়-পুষ্ট যে সব জেনারেল নতুন জার হবার আশায় বারবার বোলশেভিকদের আক্রমণ করেছে আর মার খেয়ে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তখনও আশায় বুক বেঁধেছিল তারা সবাই মিলে একটা বিরাট সংগোপন বিরুদ্ধ দল গড়ে তুল্লো। এই বিভিন্ন স্বার্থের বিভিন্ন দুরাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে ট্রটস্কী ইতিহাসের বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের আয়োজনে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করলেন। য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে এ্যাডভেঞ্চারী

গুপ্তচরদেরও টনক নড়ে উঠলো। এত বড় গোলযোগের সুযোগ আর ঘটবে না। তাদের প্রত্যেকের সংলগ্ন-স্বার্থের জন্যে তারাও সক্রিয় হয়ে উঠলো। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে, যার নাম বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তচররূপে গোপন রাজনীতির ইতিহাসে লেখা থাকবে, উইনষ্টন চার্চ্চিলের বন্ধু, বৃটীশ সমরবিভাগের সর্ব্ব-প্রধান গুপ্তচর সেই ক্যাপটেন সিড্‌নী জর্জ্জ রেলী এই অবকাশে স্থির করলেন, তাঁর বহুদিন সঞ্চিত বোলশেভিক-বিদ্বেষ চরিতার্থ করবার এই মাহেন্দ্রক্ষণ। উইনষ্টন চার্চ্চিলও সুযোগ বুঝে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা নিয়ে উপস্থিত হলেন, অবশ্য দূর থেকে। রেলী চার্চ্চিলের আশীর্ব্বাদসহ বোরিস সাভিন্‌কফ্‌কে সঙ্গে নিয়ে মস্কো-অভিমুখে যাত্রা করলেন। রেলীর বাসনা ছিল, বোলশেভিকদের সরিয়ে তিনি সাভিন্‌কফ্‌কে আবার নতুন জার রূপে রাশিয়ার সিংহাসনে বসাবেন।

যদি এই সময়কার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের একটা জ্যামিতিক মানচিত্র আঁকা যায়, তাহলে দেখা যাবে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজধানী থেকে অসংখ্য লাইন মাটীর তলা দিয়ে মস্কোর মাটীর তলায় গিয়ে মিশেছে।

কিন্তু তার পূর্ব্বে সিড্‌নী রেলী এবং তাঁর সহচর বোরিস্ সেভিন্‌কফের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## সর্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ গুপ্তচর সিডনী রেলী

রেলীর মত বোলশেভিকদের প্রতি বিদ্বেষ বোধহয় আর কোন রাজনৈতিকের ছিলনা এবং এমন রোমান্টিক জীবনও বোধহয় আর কোন গুপ্তচরের ভাগ্যে ঘটে নি।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে যত এ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রয়াসী লোক একসঙ্গে বিভিন্ন দেশে দেখা দেয়, জগতের ইতিহাসে আর কোন যুগে না দেখা যায় না। এই বিরাট দুঃসাহসিক দলের মধ্যে আরব্য লরেন্স আর রেলীর জোড়া প্রতিভা বৃটীশ-ইতিহাসে মেলে না। রেলীর মত বোলশেভিকদের প্রতি বিশুদ্ধ ঘৃণা বোধ হয় রাজনৈতিক জগতে আর কারুর ছিল না এবং এমন রোমান্টিক জীবনও বোধহয় এযুগের আর কোন গুপ্তচর যাপন করতে পারে নি। গুপ্তচরদের জীবনের মধ্যেই একটা অভিশাপ ওতপ্রোত আছে। তাদের সমস্ত কাজ সংগোপনে সাধিত হয়। এমন কি তাদের নিজের কোন বিশেষ নামও থাকে না, কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি সবই গোপন দফতরের মধ্যেই জন্মায় এবং মরে, এমন কি ধরা পড়লে যাদের জন্যে ধরা পড়লো, তারাও তাকে স্বীকার করবেনা। তাদের কোন দেশ নেই, তাদের কোন কাজের প্রকাশ্য কোন লিখিত নজীর নেই। তাই তাদের ব্যক্তিগত বীরত্ব বা ব্যক্তিগত জীবন, তা কীর্ত্তিকর বা অকীর্ত্তিকরই হোক্, কোনদিনই প্রচারের সুযোগ পায় না। হয়ত বহু ঐতিহাসিক ঘটনার তারাই মূল নায়ক, তবুও সে সব ঘটনার ইতিহাসে তাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত থাকে না। তাদের কাজের আড়ালেই তারা মরে যায়। ক্বচিৎ কখনো ঘটনার সমাধির পর,

তাদের কারুর কারুর কীৰ্ত্তির কথা জগৎ জানতে পারে। তাই বোলশেভিক অভ্যুত্থানের বিপ্লব আর অনু-বিপ্লবের ইতিহাসে রেলীর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। মাইকেল সেয়ার্স এবং এ্যালবার্ট কাহন্, আমেরিকার দুই স্বনামখ্যাত সাংবাদিকের জন্যেই রেলীর কীৰ্ত্তির কথা আমরা জানতে পেরেছি।

রেলীর জন্ম হয় কিন্তু রাশিয়ায়। তাই বোধ হয় রাশিয়া এত তীব্র ভাবে তাঁকে আকর্ষণ করে। তাঁর বাবা ছিলেন আইরিশ নাবিক, মা ছিলেন রুষ নারী। তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় রুষ বালকদের সঙ্গে, ওডেসার বন্দরে। তারপর বহুদিন পরে তাঁর দেখা আমরা পাই সেণ্ট পিটার্সবর্গ শহরে, জারের আমলে রাশিয়ার বৃহত্তম অস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান কৰ্ম্মকৰ্ত্তা তখন রেলী। তখনই তিনি যথেষ্ট অর্থ এবং অস্ত্র-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন করেছেন। সেই সময় থেকেই তিনি সংগোপন রাজনৈতিক জগতে চলাফেরা করছেন কারণ জগতের অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রকাশ্য ব্যবসার আড়ালে একটা বিরাট গোপন লেনদেনের কারবার আছে। এই রুষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবার সময়ই জাৰ্ম্মাণীর বড় বড় অস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হলো, তখন জাৰ্ম্মাণ গুপ্তচর বিভাগ বিস্মিত হয়ে জানতে পারলো যে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিৰ্ম্মাণের এবং সাবমেরিন স্কীমের অতি প্রয়োজনীয় সব গোপন সংবাদ কি করে বৃটীশ সমর বিভাগে গিয়ে পৌছচ্ছে। এই সংবাদের গোপন বাহক ছিলেন সিডনী রেলী এবং সেদিন থেকেই তিনি বৃটীশ সমর বিভাগে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

রেলীর অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি, ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা এবং দুঃসাহসের সঙ্গে ছিল অপূৰ্ব্ব ভাষা-জ্ঞান। জগতের বহু প্রচলিত ভাষা

রেলী মাতৃভাষার মত বলতে পারতেন। আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচরের যতগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন, রেলীর পূর্ণমাত্রায় তা ছিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে রেলী রুষ এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হয়ে জাপানে এক গোপন উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। সেখান থেকে তিনি আমেরিকায় যান সেখানকার বড় বড় ব্যাঙ্কার এবং অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে।

ইতিমধ্যেই রাজনীতির গুপ্তলোকে আন্তর্জ্জাতিক চরদের মধ্যে রেলীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন তাঁর কোড্‌নাম ছিল আই ইস্‌তি I Isti এই নামেই বৃটিশ সমর-বিভাগে তিনি তখন চলাফেরা করতেন।

বছর দুই আমেরিকায় কাজ করবার পর, বৃটীশ সমর-বিভাগ তাঁকে য়ুরোপে কাজের জন্যে ডেকে পাঠালেন এবং ছদ্মবেশে সুইজারল্যাণ্ড দিয়ে তিনি জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করলেন। জার্ম্মাণ নৌ-সেনার একজন অফিসার সেজে রেলী জার্ম্মাণ নৌ-বিভাগে যাতায়াতের পথ করে নিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর গুপ্তচরের কাজ, জার্ম্মাণ নৌ-বিভাগের গুপ্তসংবাদ প্রেরণের কোড্, উদ্ধার করে বৃটীশ সমর-বিভাগের হাতে পৌছে দিলেন। তার ফলে জার্ম্মাণীকে যে কি বিপন্ন হতে হয়, তার ইতিহাস আমরা সবাই জানি। কি করে যে এই চরম দুঃসাহসিক কাজ রেলী সম্পন্ন করেছিলেন, আজ তা জানবার কোন উপায়ই নেই। জানতে পারলে হয়ত একটা থ্রিলারের উপাদান জুটতো।

এই কীর্ত্তির পর, ইংলণ্ড রেলীকে আর এক বৃহৎ দায়িত্ব দিয়ে রাশিয়াতে পাঠালো। রেলী হলেন, রাশিয়ায় বৃটীশ গুপ্তচর বিভাগের কর্ত্তা। রাশিয়া তাঁর জন্মভূমি, সেখানকার বহু সম্ভ্রান্ত রাশিয়ানের সঙ্গে

তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত, সেইজন্য একাজের তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নিয়োগের সঙ্গে রেলীর নিজের একটা দুরাকাঙ্ক্ষা মিশিয়েছিল। রেলী সর্বমনপ্রাণ দিয়ে বোলশেভিকদের ঘৃণা করতেন এবং সোভিয়েট-রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ছিল তাঁর জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা।

তাঁর নিজেরই এক উক্তি থেকে জানা যায়, তিনি লিখছেন, জার্ম্মাণরা আমাদেরই মতন মানুষ। তাদের কাছে হেরে গেলে কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু এখানে এই মস্কো শহরে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে, মানব-জাতির চরম শত্রু, বোলশেভিকরা। যদি সভ্যজগৎ এখনও পর্যান্ত সজাগ হয়ে এই রাক্ষসকে ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে অচিরকালে এই রাক্ষসই সমস্ত মানবসভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলবে।

মস্কো থেকে বৃটীশ সমর-বিভাগে রেলী যে-সব নোট পাঠাতেন, তাতে বারবার করে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করতেন, যেমন করে হোক্ জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধি করে ফেলে, জার্ম্মাণী আর ইংলণ্ড মিলে সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করার আয়োজন করুক। "মানুষের একমাত্র শত্রু হলো, এই বোলশেভিকরা, সমগ্র সভ্য মানুষের সম্মিলিত হয়ে সভ্যতার এই নিশীথ আতঙ্ককে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা উচিত।" এই ছিল রেলীর বিশ্বাস ও মত।

বলাবাহুল্য, এ হেন লোক রাশিয়ায় এসে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধী সংগোপন দলদের খুঁজে বার করতে যতটুকু দেরী। এবং রেলীর পক্ষে তা খুঁজে বার করতে বিশেষ দেরীও হলো না। রেলী তাঁর সমস্ত শক্তি আর প্রতিভা নিয়ে সোভিয়েট নিধন-যজ্ঞে আত্মসমর্পণ করলেন।

অল্পকালের মধ্যেই রেলী রুষবিপ্লবীদের মধ্যে তাঁর যোগ্য সহধর্ম্মীর

সন্ধান পেয়ে গেলেন। সেই সময় বোলশেভিক দলের বিরুদ্ধে সব চেয়ে শক্তিশালী দল কাজ করছিল, সোশ্যাল রেলিউশ্যানারী পার্টি। এই পার্টির অনেকেই তখন বোলশেভিক দলে যোগদান করলেও, এই দল তখনও রীতিমত সক্রিয় ছিল। কারণ, রাশিয়ার মধ্যে এই দলই জাতীয় আন্দোলনের যুগে জারের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী কাজ করেছিল। এই দলই দিনের পর দিন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং জারের উচ্চ-রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে নিয়ম করে টেরারিজিম্ চালিয়ে এসেছে। তাই রোমাণ্টিক যৌবনের কাছে এই দলের একটা বিশেষ আবেদন ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে লেনিনই প্রথম এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোষণা করেন যে একটা শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের কাজে ব্যক্তিগত টেরারিজিম্ ভুল পন্থা। কিন্তু সোশ্যাল রেভলিউশ্যানারীরা লেনিনের সে-উপদেশ গ্রহণ করে না। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে তারা তখনও টেরারিজিম্‌কেই প্রধান অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করতো। সেদিন জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল তাদের আক্রমণ, আজ বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে সেই এক আক্রমণ-নীতিই তারা প্রয়োগ করলো।

এই সোশ্যাল রিভলিউশ্যানারী দলের অধিনায়ক ছিলেন বোরিস্ সেভিন্‌কফ্। জারের সিংহাসন-ত্যাগের পর কেরেনেস্কী যখন সিংহাসন দখলের জন্যে সমর-আয়োজন করেন, সাভিন্‌কফ তখন তাঁর সমর-সচিব ছিলেন। কেরেনেস্কীর পতনের পর সাভিন্‌কফ নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্যে সোশ্যাল রেভনিউশ্যানারী দলে যোগদান করেন এবং তাঁর অধিনায়কত্বে এই দল তদানীন্তন সোভিয়েট পরিচালকদের ধ্বংস করবার জন্যে এক বিরাট গোপন আয়োজন করেছিল। তখন মস্কোতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন Noulens. সাভিন্‌কফ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ ও অস্ত্র

সাহায্য পাচ্ছিলেন। সোশ্যাল রিভনিউশ্যানারী দলের মধ্যে প্রকৃত হত্যা-কার্য্য অনুষ্ঠান করবার জন্যে আলাদা একটা টেরারিষ্ট উপদল ছিল। সেভিন্‌কফ মস্কো শহরে সেই টেরারিষ্ট দলের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত করলেন কিন্তু তার নাম দিলেন The League for the regeneration for Russia রাশিয়ার নব-জন্ম-সঙ্ঘ, টেরারিজিম্‌-এর নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। এই লীগের কর্ম্মসূচীতে ছিল, ১নং লেনিনের হত্যা, ২য় অন্যান্য বোলশেভিক নেতাদের হত্যা।

রেলী বিপুল উদ্যমে এই লীগের সঙ্গে যোগসংস্থাপন করলেন এবং তাঁরি চেষ্টায় বৃটীশ সিক্রেট সার্ভিস্‌ বিভাগও অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সেভিন্‌-কফকে নিয়মিত সাহায্য করতে লাগলো।

কিন্তু এই সংযোগের মধ্যে রেলী নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্র উচ্ছেদের ব্যাপারে রেলীর সঙ্গে এই সব বিপ্লবীদের স্বার্থের যোগ থাকলেও, রেলী মনে মনে বোলশেভিকদের মতই এই সোশ্যাল রিভলিউশ্যানারীদেরও ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করতেন। কারণ রেলীর উদ্দেশ্য ছিল, রাশিয়াতে আবার আগেকার মতন রাজ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা। সেখানে রিভলিউশ্যানারীদের সঙ্গে তাঁর আদর্শের কোন মিলই ছিল না। তা ছাড়া রেলী তাঁর গুপ্তচরের কাজ থেকেই জানতেন যে এই দলের অনেকে আবার গোপনে ট্রটস্কীর দলের লোক, ট্রটস্কীর ক্রমান্বয় বিপ্লববাদের আদর্শ হলো তাদের আদর্শ। সুতরাং এই দলকে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। তবে কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করার নীতি অনুযায়ী এই দলের সাহায্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে হবে, তারপর রাশিয়া থেকে মার্কস্‌ আর বিপ্লববাদ আর যত কিছু সমগোত্রীয় অনাচার আছে শেকড় শুদ্ধ তাদের উপড়ে ফেলতে হবে। একমাত্র সেভিন্‌কফকেই রেলী বিশ্বাসযোগ্য

মনে করতেন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে সেভিন্‌কফকে তাঁর মতে নিয়ে আসা।

সুতরাং রেলীকে অতি সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছিল। সোভিয়েট বিরোধীদের সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে রেলী নিজের একটা স্বতন্ত্র দল গড়ে তুলেছিলেন, যার অস্তিত্ব এই সব বিপ্লবীরা জানতোই না।

নিজের এই স্বতন্ত্র দল গড়ে তোলার মধ্যে রেলীর কূটনীতির অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে বহু ষড়যন্ত্র তাঁকে পরিচালিত করতে হয় এবং প্রত্যেক উপদলের কাছ থেকেই তাঁর নিজের অভিসন্ধিকে লুকিয়ে রাখতে হয়। সেই সময় রাশিয়া গুপ্তচর ও গোপন বিপ্লবীতে পরিপূর্ণ। কে কখন কাকে পথে বসিয়ে দেয় কিছুই ঠিক নেই। পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থেকে রেলী দেখেছেন, দলের একজন ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দল ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই এই চতুর গুপ্তচর এই ষড়যন্ত্র পরিচালনায় এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তার নাম দিলেন "Fives System" "পাঁচের প্যাঁচ"। রেলীর ডায়েরী থেকে এই পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন, তা উদ্ধৃত করছি, "রাশিয়ায় আমাকে যে চক্রান্ত গড়ে তুলতে হলো, তার প্রধান লক্ষ্য হলো, এই চক্রের লোকেরা হাতের কাছে যা আছে, তার বেশী কিছু জানতে পারবে না তার ব্যবস্থা করা। এবং এই প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ ইচ্ছা করলে অপর অংশকে ধরিয়ে দিতে পারবে না। সেই জন্যে আমাকে পাঁচের প্যাঁচ আবিষ্কার করতে হলো। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমার দলের কোন লোক অন্য আর চারজনের বেশী কাউকে জানবে না। নৈবেদ্যের থাকের মতন সমস্ত দলকে সাজাতে হলো, আর এই থাকের সব ওপরে রইলাম আমি। আমিই একমাত্র দলের সকলকে জানি কিন্তু ইচ্ছা করেই চিনি না অর্থাৎ সকলের নাম এবং ঠিকানা ধরে জানি কিন্তু

ব্যক্তিগত পরিচয়ে চিনি না। পরে এই বন্দোবস্ত আমি দেখেছি, খুব কাজে লেগেছে···এইভাবে গঠন করার ফলে, যদি দলের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে দলের একটা সামান্য অংশই ধরা পড়বে। অন্য অংশের কোন সন্ধানই সে দিতে পারবে না।”

এই প্ল্যান অনুযায়ী রেলী যে কত বিভিন্ন দলের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরোধী শক্তি যেখানে দেখতে পেয়েছেন সেখানেই রেলী তাঁর সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকেও সাহায্য আদায় করে নিয়েছেন। জারের আমলের বড় বড় অফিসাররা তখনও পর্য্যন্ত যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা গোপনে Union of Czarist officer বলে একটা দল করেছিলেন। রেলী সেখানেও যোগদান করলেন। জারের আমলের পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ, সেভিনকফদেব টেরারিষ্টদল, সোশ্যাল রিভলিউশনারীর দল, ভূতপূর্ব্ব জেনারেল উডিনিচ, পেট্রোগার্ডের বিখ্যাত কাফেওয়ালা ব্যালকফ, বিখ্যাত নর্ত্তকী দাগামারা, প্রত্যেকেই রেলীর এই বিরাট চক্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। নর্ত্তকী দাগামারার গোপন প্রকোষ্ঠে ছিল রেলীর মস্কোর প্রধান কর্ম্মক্ষেন্দ্র। জারের পুলিশ-বিভাগে ওরল্‌ভস্কী একদিন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। সোভিয়েট আমলে ওরল্‌ভস্কী বহু কসরৎ করে পেটোগার্ডের চেকা-পুলিশ-বিভাগে নিজের স্থান করে নেন এবং সেই সুযোগে সোভিয়েট বিরোধীদলের একজন প্রধান সহায়করূপে তিনি ছিলেন। রেলী ওরল্‌ভস্কীর সঙ্গেও যোগস্থাপন করেন এবং তাঁরই সাহায্যে নকল চেকা পাসপোর্ট নিয়ে সিডনী রেলেনস্কী নামে সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতেন।

ক্রেমলিনের ভিতর এবং রেড আর্মি জেনারেল ষ্টাফেও রেলীর লোক

ছিল এবং তাদের মারফৎ রেলী ভেতরকার সব সংবাদ সংগ্রহ করতেন। রেলী তাই গর্ব্ব করে বলেছিলেন, শীলমোহরআঁটা রেড-আর্মি-বিভাগের গোপন হুকুমনামা, মস্কোতে খোলার আগে লণ্ডনে পড়া হয়ে যেতো।

এই বিরাট আয়োজনকে চালু রাখবার জন্যে অসম্ভব অর্থের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। রেলী বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস থেকে সেই বেহিসেবী বিরাট টাকা পেতেন। মস্কোতে নর্ত্তকী দাগামারার গোপন প্রকোষ্ঠে রেলীর অধিকাংশ টাকা গচ্ছিত থাকতো, দু'এক হাজার নয়, বহু লক্ষ রুবেল।

এই বিরাট অর্থ কিভাবে সংগৃহীত হতো, সেসম্পর্কে মস্কোতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ব্রুস লকহার্ট তাঁর বই British Agent এ লিখেছেন, সেই সময় রাশিয়াতে বহু ধনী ব্যক্তি তাদের আজীবনের সঞ্চিত অর্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কি করে সেই অর্থ তারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছ থেকে বাঁচাতে পারে, এই ছিল তাদের বিরাট সমস্যা। বৃটিশ এম্ব্যাসী থেকে আমরা সেই সব ধনীর সঙ্গে যোগস্থাপন করে প্রস্তাব করলাম, তারা যদি তাদের টাকাকড়ি আমাদের দেয়, তার বদলে আমরা তাদের একটা হুণ্ডী লিখে দিতে পারি। সেই হুণ্ডী লণ্ডনের একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত করলে, তারা কমিশন বাদে তাদের টাকা পেয়ে যাবে। এই ব্যবস্থায় তারা আনন্দিত হয়েই তাদের সঞ্চিত অর্থ বৃটিশ এম্ব্যাসীতে এনে জমা করলো। আমরাও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সেই বৃটিশ ফার্মের নামে হুণ্ডী লিখে দিতাম। এইভাবে বৃটিশ এম্ব্যাসীতে বিরাট অর্থ জমা হয়ে উঠলো। সেই সব রুবেল বৃটিশ এ্যাম্ব্যাসী থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এম্বাসীতে চালান যেতো। সেখান থেকে রেলী তাঁর প্রয়োজনমত অর্থ নিতেন।

সোভিয়েট গুপ্তচরেরা তখন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের এম্বাসীর ওপর

তত কড়া নজর রাখতো না, তার কারণ, উড্রু উইলসন তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং রাশিয়ার বাইরে এই একটি লোককেই তখন বোলশেভিকরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের চোখে দেখতো। তাই রেলী তাঁর অধিকাংশ কাজ যুক্তরাষ্ট্রের এম্‌বাসীর মারফতই করতে চেষ্টা করতেন।

# নবম পরিচ্ছেদ

## রেলীর দলের প্রথম আক্রমণ

**বাধ্য হয়ে রেলীকে নিজের পকেটের কাগজ নিজেকে গিলে ফেলতে হলো।**

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি রেলীর গোপন চক্র কাজ করতে সুরু করলো। সেই বছর জুন মাসে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রেস-বিভাগের কমিশার ( সচিব ) ভলোডারস্কী যখন পেট্রোগাডে এক কারখানা থেকে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছিলেন, হঠাৎ সেই সময় ভিড়ের ভেতর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে কে গুলী ছুঁড়লো। ভলোডারস্কী কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। তার দুসপ্তাহ পরেই মস্কো সহরে সোভিয়েট-বন্ধু জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত মারবাক্ নিহত হলেন।

ঠিক সেই দিন মস্কোর বিখ্যাত অপেরা হাউসে নিখিল রাশিয়া সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। প্রত্যেক প্রধান বোলশেভিক প্রতিনিধি ও নায়ক সেই কংগ্রেসে এসেছেন। বিদেশী দর্শক ও প্রেস রিপোর্টারদের গ্যালারীতে যথাযোগ্য সম্মানিত আসনে বসে আছেন বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা। তাঁদের মধ্যে যুক্তসাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ব্রুস লকহার্ট ও আছেন।

সেই সময় কেউ যদি লকহার্টকে লক্ষ্য করতো তাহলে দেখতে পেতো প্রতিনিধিদের বক্তৃতা শোনার দিকে তাঁর কাণ ছিল না। তিনি যেন উৎসুক আগ্রহে কার আগমন প্রতীক্ষা করছেন। এমন সময় ছদ্মবেশে সেখানে রেলেনেস্কী ( রেলী ) প্রবেশ করলেন, রক্তহীন ম্লান শুষ্ক মুখ। পরস্পর চোখে চোখে কি যেন ইঙ্গিত হয়ে গেল। রেলেনেস্কী লকহার্টের পাশে গিয়ে বসলেন।

রেলী এই দিনটীকে তাদের প্রতি-আক্রমণের দিন স্থির করেছিল। এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অপেরা হাউস। কারণ প্রায় সমস্ত বোলশেভিক

নেতাই সেদিন অপেরা হাউসে সমবেত। মারবাককে আক্রমণ করার শব্দের ইঙ্গিত পেলেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারীদল তাদের নির্দ্দিষ্ট এলাকা দখল করতে অগ্রসর হবে। প্রধান দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপেরা-হাউস আক্রমণ করবে এবং সমস্ত নিষ্ক্রমণ-পথ রোধ করে বোলশেভিক নেতাদের একজায়গায় সকলকেই কারারুদ্ধ করে ফেলা হবে। এই ছিল রেলীর পরিকল্পনা।

এই অভ্যুত্থানের প্রথম সিগন্যাল মারবাককে হত্যা করা—তা যথারীতি অনুষ্ঠিত হলো কিন্তু রেলী বিস্ময়ে দেখলো যে প্লান অনুযায়ী অন্য সব দলের অভ্যুত্থানের আর কোন চিহ্ন নেই। নিশ্চয়ই কোথায় কোন ভুল হয়ে গিয়েছে। রেলী অপেরা-হাউসে এসে দেখে অপেরা-হাউস রেড-আর্ম্মির সৈন্যদলে সুরক্ষিত। ভিতরে কংগ্রেসের অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নেই চলছে। লকহার্টকে খবর দিতে এসে রেলী বুঝলো তার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। চেকা-গুপ্তচরেরা পূর্ব্বাহ্নেই এই উত্থানের কথা জানতে পেরে সকাল থেকে ধর-পাকড় সুরু করে দিয়েছে এবং সমস্ত ঘাঁটি সুরক্ষিত করে ফেলেছে। পাছে রেলী সন্দেহক্রমে ধরা পড়ে সেইজন্যে সে তার পকেট খুঁজে দেখলো কোন দরকারী কাগজ-পত্র আছে কিনা। খানকতক দরকারী কাগজ সত্যসত্যই তখনও তার পকেটে ছিল; তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে তাল পাকিয়ে গিলে খেয়ে ফেল্লো।

তখন অধিবেশনে সভার অধিনায়ক ঘোষণা করছেন, এইমাত্র আমরা খবর পেলাম যে গোপন বিরোধী দলের লোকেরা আজ একটা প্রতি-আক্রমণের আয়োজন করেছিল কিন্তু চেকার সতর্কতার ফলে সেই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীদের অনেকেই ধরা পড়েছে এবং অনেকে নিহত হয়েছে। রাস্তায় এখনও রেড-আর্ম্মি টহল দিচ্ছে…

রেলী বুঝলো যে তার প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল।

# দশম পরিচ্ছেদ

## ব্যর্থ দ্বিতীয় অভিযান

রেলীর কথার উত্তরে রেড আর্মির অফিসরটী বল্লে, ব্যাপার আর কি? রেলী বল্লে একজন পাজী গুপ্তচরকে আমরা খুঁজছি।

রেলীর প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল বটে কিন্তু সোভিয়েট গোয়েন্দারা এই অভ্যুত্থানের পেছনে রেলীর অধিনায়কত্বের সন্ধান তখনও পায় নি। কয়েকদিন অপেক্ষা করে থাকার পর, রেলী আবার দ্বিতীয় উদ্যোগের আয়োজনে উঠে পড়ে লাগলো।

সেই সময় মিত্রশক্তিরাও, তরুণ বোলশেভিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যে যারা সাহায্য খুঁজছিল, তাদের সহায়তার উদ্দেশ্যে, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেই রাশিয়াতে রীতিমত সামরিক আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন য়ুরোপের অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, বিশেষ করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, সেই নব-জাত আতঙ্ককে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর। তাই এক গোপন চক্রান্ত অনুযায়ী, ১৯১৮ সালের ২রা আগষ্ট, বৃটীশ সমরবাহিনী রাশিয়ার আর্চ-এ্যাঞ্জেল বন্দরে এসে নামলো। বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে তারা ঘোষণা করলো যে, যুদ্ধের মাল-পত্র সমুদ্র-পথে সেইখান দিয়ে যাতে জার্মানদের হাতে না পড়ে, সেইজন্যেই তারা রাশিয়াতে সৈন্য নিয়ে নামতে বাধ্য হয়েছে। তার দুদিন পরেই বৃটীশ সৈন্য ককেশাশ-অঞ্চলে বাকুর তৈল-প্রদেশ দখল করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ভ্লাডিভষ্টকে বৃটীশ ও ফরাসীর মিলিত বাহিনী পদার্পণ করলো।

দেখাদেখি, আমেরিকা আর জাপান গভর্ণমেণ্টেরও বিরাট সমর-বাহিনী রাশিয়ার পূর্ব-সীমান্তে এসে বসলো। এইভাবে বিনা যুদ্ধ-ঘোষণায় দীর্ঘ লাইন ধরে মিত্রশক্তির সৈন্যরা রাশিয়ার ভিতরে এগিয়ে চলতে লাগলো। রাশিয়ার ভেতরে বোলশেভিকদলের শত্রু ভূতপূর্ব জারের সেনাপতিরাও সেই সুযোগে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

মস্কোতে মিত্রশক্তির প্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেকে ভীত হয়ে মস্কো ত্যাগ করে চলে যেতে লাগলেন। বৃটীশ-প্রতিনিধি ব্রুস লকহার্ট গোপনে রেলীকে ডাকিয়ে আনিয়ে পরামর্শ করেন, এ অবস্থায় তাঁর আর মস্কোতে থাকা সুবুদ্ধির পরিচয় হবে কি না।

রেলী কিন্তু মস্কো ছেড়ে যেতে রাজী হলো না। এবং ব্রুসকেও যেতে বারণ করলো। এই গণ্ডগোলের সুযোগে সে তখন তার দ্বিতীয় উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছে।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে, রেলী আমেরিকান্ কনসালের গোপন কক্ষে এক সভা আহ্বান করলো। তখনও পর্যন্ত বোলশেভিকরা আমেরিকাকে সন্দেহের চোখে দেখে নি। এই বিশ্বাসের মূলে ছিল উইল্‌সনের উদার রাজনীতি এবং শেষ মার্কিন-রাষ্ট্রদূত রেমণ্ডসের বোলশেভিক-প্রীতি। তারি সুযোগ নিয়ে রেলী আমেরিকান্ কনসাল্ গৃহকেই তার ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করে।

এই গোপন সভায় রেলী এবং লকহার্ট ছাড়া, বৃটীশ, ফরাসী এবং আমেরিকান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন করে উচ্চ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে রেলী তার দ্বিতীয় উদ্যোগের প্লান উপস্থিত করলো এবং সেই ষড়যন্ত্র যার সাহায্যে সম্ভব হয়েছে, তাকেও সহকর্মিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। সেই ব্যক্তিটী হলো একজন বোলশেভিক উচ্চ-রাজকর্মচারী, নাম কর্ণেল বার্জিন। সেই সময়

ক্রেমলিনের বিরাট প্রাসাদ-নগরে ছিল সোভিয়েট নেতাদের প্রধান কর্ম-কেন্দ্র। এই ক্রেমলিনের রক্ষী হিসাবে লেট্‌-জাতীয় এক গার্ড-বাহিনী নিযুক্ত ছিল। কর্ণেল বাজিন ছিল এই লেট্‌-রক্ষী-বাহিনীর নেতা, সোভিয়েট দপ্তরের প্রধানতম রক্ষী। এ হেন ব্যক্তিকে এই ষড়যন্ত্রে টেনে আনতে পেরে, রেলী মনে মনে রীতিমত উৎফুল্ল হয়েই ছিল এবং তার এই দ্বিতীয় উদ্যোগের সাফল্য সম্বন্ধে তার আর কোন সন্দেহই ছিল না।

বাজিনের সঙ্গে রেলীর যে চুক্তি হয়, তার সর্ত হলো, বাজিনের কাজের জন্যে রেলী তাকে নগদ কুড়ি লক্ষ রুবেল দেবে। দশ লক্ষ সে অগ্রিম দিয়ে দিয়েছে। বাকি দশ লক্ষ কাজ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন সে বৃটীশ-সহায়ে আর্চ-এ্যাঙ্গেলে পালিয়ে যাবে, সেই সময় সেখানে তাকে দিতে হবে।

এই গোপন সভায় রেলী ষড়যন্ত্রের প্ল্যানের যে বিবরণ উপস্থিত করে এবং যা কার্যে রূপান্তরিত হবে বলে নির্দিষ্ট হয়, তা হলো, সামনেই ২৮শে আগষ্ট মস্কোর গ্রাণ্ড থিয়েটর হলে বোলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটীর একটী জরুরী অধিবেশন বসবে। এই অধিবেশনের গোপন সংবাদ কর্ণেল বাজিনই রেলীকে দেয়। এই অধিবেশনে বোলশেভিক দলের প্রায় প্রত্যেক শীর্ষস্থানীয় নেতা উপস্থিত থাকবেন। যথারীতি এই অধিবেশনের সময় গভর্ণমেণ্টের লেট রক্ষীদলই কর্ণেল বাজিনের অধীনে থিয়েটার হলের দ্বাররক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবে। ঘটনার দিন কর্ণেল বাজিন বেছে বেছে তার দলের চিহ্নিত লোকদেরই হলের চারদিকে নিযুক্ত রাখবে। কর্ণেলের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই তারা সমস্ত নিষ্ক্রমণ-দ্বার বন্ধ করে দিয়ে সঙ্গীন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। সেই সময় রেলী তার লোকজন নিয়ে হলের ভেতর

সমস্ত নেতাদের একসঙ্গে বন্দী করে ফেলবে। শৃঙ্খলিত অবস্থায় লেনিন এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের মস্কোর রাস্তা দিয়ে প্যারেড করে নিয়ে যাওয়া হবে। যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে তাদের আতঙ্কের মূল কারণ আজ সন্দেহাতীত ভাবে পঙ্গু হয়ে গেল। তারপর তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হবে। ঘটনার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই, মস্কো শহরে প্রায় ষাট হাজার পুরাণো আমলের অফিসার যারা সংগোপনে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা পোষণ করে আসছে, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং বাইরে থেকে জেনারেল য়ুডিনিচ একদিক থেকে আর সেভিনকফ আর একদিক থেকে মস্কো আক্রমণ করবে। রেলীর এই প্ল্যান বৃটীশ এবং ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস্ বিভাগ পূর্ণমাত্রায় অনুমোদন করে।

রেলী প্রতিদিন গোপনে কর্ণেল বাজিনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে প্ল্যানের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে, যাতে কোথাও ভুল-ত্রুটী না থাকে। হঠাৎ বাজিনের কাছে রেলী খবর পেলো যে, অধিবেশনের তারিখ বদলে গিয়েছে, ২০শে আগষ্টের বদলে ৬ই সেপ্টেম্বর। রেলী তাতে সন্তুষ্টই হলো, আরো খানিকটা সময় পাওয়া গেল।

২রা সেপ্টেম্বর নাগাদ রেলী একদিন ছদ্মবেশে পেট্রোগ্রাড শহরে যাবার জন্যে ট্রেণে উঠলো। উদ্দেশ্য, সেই শহরের আয়োজন-ব্যবস্থা শেষবারের মত পর্যবেক্ষণ করে আসা। পেট্রোগাড শহরে রেলী বৃটীশ এম্ব্যাসীতে বৃটীশ নৌ-বিভাগের প্রতিনিধি ক্যাপটেন ক্রমির কাছে গিয়ে উঠলো এবং মস্কোর প্ল্যান সম্বন্ধে তাঁকে যথাযথ সব রিপোর্ট দাখিল করে জানালো যে, মস্কো তাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে। ক্রমি তাতে স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

পরের দিন রেলী পেট্রোগ্রাডে তাদের ষড়যন্ত্র-দলের নেতা

গ্রামাটিকফকে ফোন করলো। গ্রামাটিকফ একসময় চেকা-বাহিনীর একজন বিশিষ্ট অফিসর ছিল কিন্তু বর্তমানে বোলশেভিক দলের বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়ায় পদচ্যুত হয়েছে।

ফোন তুলে প্রথমে সাঙ্কেতিক বিনিময়ের দ্বারা পরস্পর যখন পরস্পরকে চিনলো, তখনই গ্রামাটিকফের গলার আওয়াজে রেলীর মনে খটকা লাগে। গ্রামাটিকফ তাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রথমেই বলে উঠলো, এই মাত্র হাসপাতাল থেকে লোক খবর নিয়ে এসেছে। ডাক্তাররা ফোড়া না পাকতেই অপারেশন করে বসেছে। রুগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। শীগগীর চলে এসো।

ফোন রেখে দিয়ে রেলী উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটলো গ্রামাটিকফের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকেই দেখে, গ্রামাটিকফ তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে কাগজ-পত্র বার করে আগুনে পোড়াচ্ছে।

রেলীর মুখ ম্লান হয়ে এলো। গ্রামাটিকফ জানালো দলের একজনের বোকামিতে সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আজ সকালেই উরিটস্কী খুন হয়েছে। চেকার গোয়েন্দারা সেইজন্যে শহর চষে ফেলছে। হয়ত এখনই এখানে এসে পড়তে পারে। আর মুহূর্ত এখানে থাকা চলবে না।

গ্রামাটিকফ তাড়াতাড়ি সমস্ত কাগজ-পত্র নষ্ট করে সরে পড়লো। রেলী ফোনে ক্রেমিকে সংবাদ দিতে গিয়ে শুনলো, ইতিমধ্যে ক্রমি সব শুনেছে। রেলীর আর সেখানে আসা নিরাপদ নব। ফোনে ঠিক হয় সন্ধ্যাবেলা গির্জাতে দেখা হবে।

গির্জা হলো ব্যালকফের সরাইখানা। সন্ধ্যাবেলা যথানির্দিষ্ট সময়ে ব্যালকফের সরাইখানাতে রেলী উপস্থিত হলো কিন্তু ক্রমির দেখা নেই। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো,

দেখে, রাস্তায় লোকজন পাগলের মত ছুটে পালাচ্ছে। তুমুল শব্দ করে রেড-আর্মির মেসিন-গান-গাড়ী ছুটে চলেছে। রেলীও ছুটতে আরম্ভ করলো। বৃটিশ এম্‌ব্যাসীর কাছে এসে দেখে, তার দরজায় কতকগুলি দেহ মৃত অবস্থায় পড়ে। তাদের পোষাক দেখে রেলী বুঝলো, তারা রেড আর্মির লোক।

সমস্ত এম্‌বাসীকে ঘিরে সশস্ত্র রেড আর্মির সৈন্য পাহারা দিচ্ছে।

এমন সময় পেছন দিক থেকে কে যেন তার পিঠে হাত দিল।

হঠাৎ রেলী চমকে ওঠে।

—কি হে বন্ধু, কি দেখছো?

রেলী ভীত হয়ে চেয়ে দেখে একজন রেড আর্মি অফিসর তাকেই সম্বোধন করছে। রেলীর সঙ্গে এই অফিসরটীর মৌখিক পরিচয় ছিল। অবশ্য, রেলীর ছদ্মরূপের সঙ্গেই সে পরিচিত ছিল।

রেলী বিস্মিত হয়ে ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার কমরেড?

অফিসরটী জানায়, ব্যাপার আর কি। আমাদের কি সুস্থ থাকতে দেবে সাঙাতরা? এক বেটা পাজী বৃটিশ গুপ্তচর, সিডনী রেলী আবার একটা ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেছিল... ..তবে সব ধরা পড়ে গিয়েছে.... ..এখন তাকে ধরবার জন্যই চেকার গোয়েন্দারা বেরিয়েছে।

রেলী আর কালবিলম্ব না করে সরে পড়ে এবং সাজ্জি ডোরনস্কী বলে তাদের দলের একজন টেরারিস্টের বাড়ীতে সে-রাত্রিতে গা-ঢাকা দিয়ে রইলো।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## লাল ঝাণ্ডার কাছে হার মানবো না

একথা জেনে রেখো বন্ধু, দুমাস পরে লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

ডোরনস্কীর কাছ থেকে রেলী সমস্ত ব্যাপার শুনলো। উরিটস্কীর হত্যার পর চেকার লোকেরা বৃটীশ এম্‌বেসীর ওপর চড়াও হয়। তখন এম্‌বেসীর সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ক্রমি ছাদের ওপর বিপজ্জনক কাগজ-পত্র সব পুড়িয়ে ফেলতে স্বুরু করেছে। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে যখন ভেতর থেকে দরজা খুল্লো না, চেকার সৈন্যরা তখন জোর করে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ক্রমি তখন ব্রাউনিঙ রিভলভার হাতে সিঁড়ি আটকে দাঁড়ায়। চেকার দল তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমি ক্রমান্বয় গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। তার ফলে কয়েকজন চেকার লোক সেইখানেই মরে পড়ে যায়। তার প্রত্যুত্তরে চেকার লোকেরা গুলি চালাতে থাকে। একটা গুলি ক্রমির মাথা ভেদ করে চলে যায় এবং সেইখানেই সে মরে পড়ে যায়।

সকালবেলা ডোরনস্কী সেই তারিখের একখানা প্রাভডা কিনে রেলীর হাতে দিতে সে দেখলো, সরকারী বিবরণে তার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হয়েছে এবং সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, গতকাল লেনিনের ওপরও আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। লেনিন যখন মিচেলসন্ কারখানা থেকে সভা করে বেরুচ্ছিলেন সেই সময় ফ্যানিয়া ক্যাপলিন নামে একজন মহিলা লেনিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। একটী গুলি ফুসফুস ভেদ করে চলে গিয়েছে আর একটী গলার ভেতর

প্রধান শিরাকে ছিন্ন করে দিয়েছে। দুটী গুলির মুখেই বিষ মাখানো ছিল। যদিও লেনিন তখনও মরেননি, তবে বাঁচবার আশা খুবই কম। সংবাদে প্রকাশ, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে আছে সিডনী রেলী। তার প্রমাণস্বরূপ বহু দলিল চেকার হস্তগত হয়েছে। রেলীকে ধরবার জন্যে চারদিকে চেকার লোক ঘুরছে এবং এই অনুসন্ধানের ফলে বহু ষড়যন্ত্রকারীও ধরা পড়েছে……ইত্যাদি।

ফ্যানি ক্যাপলিন যে-বন্দুক ব্যবহার করে, সে-বন্দুক সে সেভিনকফের কাছ থেকেই নিয়েছিল।

ব্রুস লকহার্টের সঙ্গে আমেরিকান্ কনসালে যে গোপন বৈঠক রেলী আহ্বান করেছিল, যেখানে কর্ণেল বাজিনকে সে উপস্থাপিত করে, সেই বৈঠকে ফরাসীদের তরফ থেকে বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক রেণে মার্সান্দ উপস্থিত ছিলেন। মার্সান্দ ধরা পড়ে এবং সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হয়। সেই বিবৃতির ফলেই কর্ণেল বাজিন ধরা পড়ে। ব্রুস লকহার্ট কর্ণেল বাজিনের পালানোর সুবিধার জন্যে আর্চ এ্যাঞ্জেলে বৃটীশ সেনাপতির কাছে যে চিঠি দিয়েছিল, সে চিঠিও চেকার হাতে এসে যায়। লকহার্টের সঙ্গে সঙ্গে তার বহু সহকর্মীও ধরা পড়ে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের আসল নায়ক রেলীর কোন সন্ধান চেক পায়নি। মস্কো এবং পেট্রোগ্রাডে রেলীর ছবি এবং বিবরণী দিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার দেওয়া হলো। তাতে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ম্যাসিনো, কনষ্টানটাইন্, রেলিনেস্কী এই তিনটী ছদ্মনামে সে রাশিয়ায় ঘুরছে। যে কেউ তাকে যেখানে দেখতে পাবে, তাকে খুন করতে পারে।

কিন্তু সেই দুরন্ত দুঃসাহসী গুপ্তচর চারিদিকের সেই মৃত্যু-জালের মধ্যে তখনও ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পেট্রোগ্রাড থেকে রেলী মস্কোতে

এলো। মস্কোতে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল নর্তকী দাগামারার বাড়ী। কিন্তু মস্কো পৌঁছে জানতে পারলো যে দাগামারা আত্মগোপন করেছে।

ফ্যানিয়া ক্যাপলিনের বন্ধু ভেরা ট্রোভনার বাড়ীতে দাগামারা লুকিয়ে বাস করছিল। রেলী অনুসন্ধান করে সেইখানে উপস্থিত হলো। দাগামারার কাছে শুনলো চেকার লোকেরা তার বাড়ী তছনছ করে অনুসন্ধান করে গিয়েছে। তার কাছে রেলীর যে দু মিলিয়ন রুবেল গচ্ছিত ছিল, দাগামারা আগেই তা সরিয়ে ফেলে। সেগুলো সব হাজার রুবেলের নোটের আকারে ছিল কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তারা দাগামারাকে গ্রেফতার করেনি। হয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, দাগামারাকে গ্রেফতার না করে বাইরে রাখলে, রেলীকে ধরবার সুবিধা হবে। কিন্তু দাগামারা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে।

সেই দু মিলিয়ন রুবেলের জোরে রেলী সাহস করে মস্কোতে তখনও পর্য্যন্ত রয়ে গেল। কখনও গ্রীক বণিকের ছদ্মবেশে, কখনও জারের ভূতপূর্ব্ব সেনা-নায়ক সেজে, নানাবিধ ছদ্মরূপে রেলী চেকার দৃষ্টি এড়িয়ে ভেঙ্গে-যাওয়া-ষড়যন্ত্রের অবশিষ্টটুকুকে নিয়ে আবার দাঁড়াবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলো। বোলশেভিক-বিদ্বেষে তার মৃত্যুভয় পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। তাছাড়া এক প্রকৃতির লোক থাকে, যারা বিপদের মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। উত্তেজনা মদের মত তাদের নার্ভে নেশা ধরিয়ে দেয়। বদ্ধ মাতালের মত তারা নেশা না করে থাকতে পারে না। রেলী ছিল সেই জাতের লোক।

সেই সময় মস্কোতে বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন ওস্তাদ লোক চেকার নজর এড়িয়ে তখনও বাস করছিল। সে ব্যক্তিটী হলো রেলীরই অন্যতম সহকর্মী ক্যাপটেন জর্জ্জ হিল। ঘুরতে ঘুরতে রেলী হিলের

সাক্ষাৎ পেয়ে গেল। হিল কিন্তু তখন আত্মগোপন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তার আর কোন আশা-ভরসা তখন অবশিষ্ট ছিল না।

রেলী হিল্‌কে উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করে। বলে, তার দলের যেসব লোক এখনও ধরা পড়ে নি, তাদের আবার সে একত্র করবার চেষ্টা করছে। এই লাল-ঝাণ্ডার কাছে হার স্বীকার করতে সে নারাজ। হিল্ কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে।

একদিন হিল্ তাকে জানালো, বৃটিশ আর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্দী-বিনিময় হবে। এই সুযোগ সে গ্রহণ করতে চায়। সেইজন্যে সে ঠিক করেছে, স্বেচ্ছায় সে ধরা দেবে এবং অচিরে বন্দী-বিনিময়ের ফলে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

রেলী তাকে আর আটকে রাখতে চেষ্টা করলো না। কিন্তু সে নিজে তার পথ পরিত্যাগ করে পলায়ন করবে না। বিদায়ের মুখে সগর্ব্বে সে হিলকে বলে, মুক্ত হয়ে তুমি লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। আমি দুমাসের মধ্যেই এদের চোখে ধুলো দিয়ে লণ্ডনে স্যাভয় হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

রেলীর কথা মিথ্যা হয় নি। সপ্তাহ কয়েক রাশিয়ায় থেকে যখন সে বুঝলো, এখন আর কিছুতেই নতুন দল গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তখন ছদ্মবেশে সে রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। বহুবার ধরা পড়তে পড়তে সে বেঁচে গিয়েছে। অবশেষে একদিন একটা নকল জার্মাণ পাসপোর্ট জোগাড় করে রাশিয়া থেকে নরওয়ের বার্গেন শহরে এসে পৌছায়। বার্গেন থেকে ইংলণ্ডে এসে স্যাভয় হোটেলে ক্যাপটেন জর্জ্জ হিল্‌কে সত্যি-সত্যি একদিন অপরাহ্নে বিস্মিত করে দিয়ে বলে উঠলো, গুড্ আফ্‌টার নুন্ হিল্!

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## বার বার তিন বার

"সব কাজের মত খুন করাও একটা কাজ...করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায়।"

সিডনী রেলীর রোমাঞ্চকর জীবনকেই অনুসরণ করে আমরা যথাকালে আবার রাশিয়া এবং ট্রটস্কীর জীবনে ফিরে যাব। সোভিয়েট রাশিয়ার তদানীন্তন শাসকদের বিরুদ্ধে দলচ্যুত চিরবিপ্লবী ট্রটস্কীর বিদ্রোহ-আয়োজনের কাহিনী তাই আপাতত এখানে মুলতুবী রইলো।

১৯১৮ সালের ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের পর রেলী ইংলণ্ডে ফিরে আসে। তখন উইনষ্টন চার্চিল ইংলণ্ডের সমর-বিভাগের সেক্রেটারী। রেলীর অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না এবং রেলীকে চার্চিল অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।

সেই বছরের শেষের দিকে জেনারেল ডেনিকিন্ মিত্রশক্তিদের সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান গড়ে তোলেন। ডেনিকিন্‌কে সাহায্য করবার জন্যে, চার্চিল রেলীকে আবার রাশিয়াতে পাঠান। ডেনিকিন্ সোভিয়েট-বিরোধী য়ুরোপের অন্য সব রাষ্ট্রের সহায়তা করবার কাজে রেলীকেই নিযুক্ত করেন এবং রেলী প্রায় তিন বৎসরকাল ধরে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর-বিভাগে এই উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। বোলশেভিকবাদ ধ্বংস করাই রেলীর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে ওঠে এবং য়ুরোপে যেখানে যেটুকু সহায়-সুযোগ পাওয়া সম্ভব তার সন্ধানে এই বৃটীশ গুপ্তচর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে।

এই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাপৃত রেলীকে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা আবার দেখতে পাই বার্লিন শহরে। তদানীন্তন জার্মাণীর সন্ত্রাস্তদলের নায়কদের প্রধান আড্ডা ছিল হোটেল এডলন। এই হোটেলের সুবিস্তীর্ণ হল-ঘরের এক কোণে, তিনটী প্রাণী খাবারের টেবিলে বসে গল্প করছিল। দুজন পুরুষ, তৃতীয় প্রাণী, মহিলা, অপরূপ সুন্দরী, অপূর্ব সুসজ্জিতা। পুরুষ দুজনের পরিচয় হলো, একজন জার্মাণীর নৌ-বিভাগের একজন বড় অফিসর, তরুণ, আর একজন হলো বৃটীশ গুপ্তচর-বিভাগের একজন অফিসার। মহিলাটীর নাম পেপিটা বোবাডিল্লা। কয়েক বৎসর আগে লণ্ডনে গায়িকা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং স্বনামখ্যাত নাট্যকার হেডন চেম্বার্স-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সম্প্রতি তাঁর বিধবা স্ত্রীরূপে মিসেস চেম্বার্স নামে পরিচিত। কথাবার্তা প্রসঙ্গে, রাজনৈতিক গুপ্তচরদের কথা উঠলো। ইংরেজ ভদ্রলোকটী বলে উঠলো বর্তমান য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর হিসাবে ইংলণ্ডে একজন আছেন···তাঁকে মিঃ সি বলেই আমরা জানি······সোভিয়েট রাশিয়াতে তিনি যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন শুনলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

এই সূত্রে মিঃ সির নানা বিচিত্র কাহিনী ভদ্রলোকটী বলতে সুরু করলো। সেই সব কাহিনী শুনতে শুনতে স্বভাবতই মিসেস্ চেম্বার্সের কৌতূহল অত্যন্ত বেড়ে উঠলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, কে এই মিঃ সি ?

ইংরেজ ভদ্রলোকটী উত্তরে জানায়, জিজ্ঞাসা করুন বরঞ্চ, তিনি কে নন্? তাঁর যে কত নাম এবং একসঙ্গে যে কত বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তার পরিচয় দেওয়া এক কথায় সম্ভব নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তিনি হলেন বর্তমান য়ুরোপের

"মিস্ট্রী ম্যান্।" মৃত বা জীবিত তাঁর দেহের সন্ধান পেলে বোলশেভিক গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় একটা রাজ্য দান করে দিতে পারে।

মিসেস্ চেম্বার্স সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটী সম্বন্ধে একান্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। জিজ্ঞাসা করেন, কোন রকমে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় না?

তাঁর বিস্ময়কে বিস্মিত করে ইংরেজ ভদ্রলোকটী বলে ওঠে, আজ সকালেই তাঁকে দেখেছি!

মিসেস্ চেম্বার্স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

ভদ্রলোকটী জানায়, তিনি আপাতত ছদ্মবেশে এই হোটেলেই বাস করছেন...

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মিসেস্ চেম্বার্সের সঙ্গে মিঃ সি-র সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো। মিসেস্ চেম্বার্স প্রথম দর্শনেই আত্মনিবেদন করলেন।

তার কয়েক মাস পরে লণ্ডনে মিঃ সি অর্থাৎ সিডনী রেলীর সঙ্গে মিসেস্ চেম্বার্সের শুভ পরিণয় সংঘটিত হয়ে গেল।

কালক্রমে, মিসেস্ রেলীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে, খবরের কাগজের য়ুরোপের অন্তরালে আর এক নতুন য়ুরোপ একান্ত বাস্তব মূর্তিতে ফুটে উঠলো। তাঁর স্বামীর কর্ম-জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে ফেলেন এবং তার ফলে য়ুরোপের অন্তরাল-জীবন যেভাবে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়, সে-সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখছেন,

"ক্রমশ রেলী আমাকে য়ুরোপের প্রকাশ্য রাজনীতির আড়ালে যে বিরাট গোপনধারা ক্ষুরধারবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। দেখলাম, য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীর নিস্তরঙ্গ

জীবনের তলায়, আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতন ষড়যন্ত্র আর অনু-বিপ্লবের গলিত অগ্নিধারা টগবগ্ করে ফুটছে…প্রত্যেক দেশের নির্বাসিত বিপ্লবীরা নিজের দেশে অনুবিপ্লব সংঘটন করাবার আয়োজনে ব্যস্ত। সেই সব ষড়যন্ত্রের মূলে দেখি, কোন না কোন ভূমিকাতে রেলী সাক্ষাৎভাবে বিজড়িত।”

একদিন রেলী লণ্ডনে তার গোপন কক্ষে বসে কাজ করছে, এমন সময় তার দ্বাররক্ষী এসে জানালো যে, মিঃ ওয়ার্ণার নামে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এবং সে বলছে যে সে সেভিনকফের কাছ থেকে আসছে।

রেলী জানতো যে সেভিনকফ এখন রাশিয়া পরিত্যাগ করে প্যারিসে গোপনে বাস করছে। মিঃ ওয়ার্ণারকে তৎক্ষণাৎ তার কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলো।

পরিচয়ে বুঝলো, মিঃ ওয়ার্ণার হলো আসলে একজন রুশ-বিপ্লবী নাম ড্রেভকফ। ড্রেভকফ রাশিয়াতে তার গোপন দলেরই একজন কর্মী ছিল। তারই মত বোলশেভিকবিদ্বেষী। সেভিনকফের দূত হিসাবে সে দেখা করতে এসেছে এবং সেই সঙ্গে সেভিনকফের একখানি চিঠিও নিয়ে এসেছে। সেই চিঠিতে সেভিনকফ রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে রেলীকে আমন্ত্রণ করেছে, আবার রাশিয়াতে আসতে। বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সার্থক করে তোলবার একটা মস্ত বড় সুযোগ এসেছে। লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিন এবং ট্রটস্কীর মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে, এই দ্বন্দ্বের যদি কেউ সুযোগ নিতে পারে তো সে রেলী।

সেভিনকফের ওপর রেলীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে যে প্রথম গণবিপ্লব হয়, সেভিনকফ তাতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যরূপে যোগদান করে। সেই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে

যাবার পর থেকে সেভিনকফ্ বিপ্লবী দলের একজন ওস্তাদ খুনে হয়ে ওঠে। বোলশেভিক উত্থানের যুগের বহু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার নাম জড়িত। এবং তার এই অসমসাহসিকতার দরুণই ধীরে ধীরে সে পার্টির প্রথম লাইনে এসে দাঁড়ায়।

ক্রমশ তার মধ্যে একটা নিদারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সে নিজেকে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতা রূপে কল্পনা করতে আরম্ভ করে। যখন বোলশেভিকরা শাসন-যন্ত্র অধিকার করে এবং সে-ব্যবস্থায় তার কোন স্থান হয় না, তখন সে তাদের বিরুদ্ধ দলে যোগদান করে। এবং রাশিয়ার ভেতরে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে যত প্রতি আক্রমণ হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটীতে সেভিনকফ্ প্রধান অংশ গ্রহণ করে। বারবার ব্যর্থ হয়ে যাওয়াতে সে বহুকষ্টে চেকার-হাত এড়িয়ে ফ্রান্সে চলে আসে এবং সুযোগের আশায় রাশিয়ার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে থাকে।

সোভিয়েট-শাসনযন্ত্রের পত্তনের সময় থেকেই ইংলণ্ডের দৃষ্টি সেভিন্‌কফের ওপর ছিল। বোলশেভিকদের উচ্ছেদ করবার প্ল্যানে ইংলণ্ড ঠিক করে যে তাদের তরফ থেকে একজন রাশিয়ানকে দাঁড় করানো দরকার। ইংলণ্ড সেই কাজের জন্যে প্রথমে সেভিনকফকেই মনোনীত করে এবং তার সঙ্গে যোগস্থাপন করবার জন্যে বিখ্যাত ইংরাজ-ঔপন্যাসিক সমারসেট্ মম্‌কে রাশিয়াতে পাঠানো হয়। পেশাদার খুনে হিসাবে সেভিন্‌কফের নাম তখন য়ুরোপের গোপন রাজনীতি মহলে রীতিমত সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিল। তাই মম্ একদিন নিজের কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য নিভৃতে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, শিক্ষিত মানুষ এক আধবার উত্তেজিত হয়ে হয়ত খুন করতে পারে। কিন্তু বারবার এই ভাবে খুন করা…?

সহজভাবেই সেভিনকফ উত্তর দিয়েছিল, বিশ্বাস করুন, এমন কিছুই অসম্ভব কাণ্ড নয়। সব কাজের মতনই, খুন-করাও একটা কাজ। করতে করতে অভ্যাস হয়ে যায় তখন আর বিশেষ কিছুই মনে হয় না।

রেলি সেভিন্‌কফের সঙ্গে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের সাক্ষাতের একটা আয়োজন করলো। তখন রাশিয়াতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এমন ভয়াবহ যে মানুষের স্মৃতিতে অনুরূপ ঘটনার চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেই নিদারুণ দুর্যোগের সুবিধা গ্রহণ করে। বোলশেভিক-বিদ্বেষী দলেরা শেষবারের মত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সেই তরুণ-রাষ্ট্রকে আক্রমণ করবার আয়োজনে যেন ব্যস্ত। রেলীও সে-সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। লণ্ডনে প্রথমে রেলী সেভিন্‌কফকে নিয়ে চার্চিলের সঙ্গে দেখা করে। চার্চিল সেভিন্‌কফের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলেন, এই লোকের দ্বারাই তাঁদের অভিসন্ধি সার্থক হতে পারে। সুতরাং তিনিই উদ্যোগী হয়ে লয়েড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করলেন। চার্চিল তাঁর বিখ্যাত বই Great Contemporariesতে এই ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন. সেদিন রবিবার। প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাস-ভবনে সেদিন তিনি সকালবেলা তাঁর স্বদেশ থেকে আগত একদল গায়কের সঙ্গীত শোনবার আয়োজন করেছেন···সেই সময় সেভিন্‌কফকে নিয়ে রুষ-অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে উপস্থিত হলাম।”

বলা বাহুল্য লয়েড জর্জ সেভিন্‌কফের উৎসাহে ইন্ধনই দিলেন। জগতের অধিকাংশ রাজনৈতিকের মতন যখন তাঁরও স্থির বিশ্বাস ছিল, দু’এক মাসের মধ্যেই তাসের ঘরের মতন এই নব-গঠিত সোভিয়েট-রাষ্ট্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## চেকার জালে সেভিনকফ্

চার্চিল, মুসোলিনী, সকলেই ঠিক করেছিলেন, বোলশেভিকদের সরিয়ে তাঁরা সেভিনকফকেই রাশিযার ডিকটেটর করবেন।

ইতিমধ্যে লেনিনের মৃত্যু-সংবাদ লণ্ডনে এসে পৌঁছেছিল। রাশিয়া থেকেও রেলীর অনুচরেরা কালবিলম্ব না করে রেলীকে চলে আসবার জন্য বারবার আহ্বান জানাচ্ছিল। রেলীও কালবিলম্ব না করে, তার জীবনের শেষউদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাশিয়াতে প্রবেশ করবার আগে, য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগে ঘুরে ঘুরে রেলী সেভিনকফের সাহায্যের ব্যবস্থা ঠিক করে নিল। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সামরিক বিভাগের জেনারেল ষ্টাফের বিশেষজ্ঞদের একত্র করে প্রতি-আক্রমণের একটা প্ল্যান তৈরী করলো! এই কাজে রেলী সব চেয়ে বেশী সাহায্য পেলেন বৃটিশ ধনকুবের স্যার হেনরী উইলহেলম্ আগাষ্ট ডেটারডিঙ-এর কাছ থেকে। ডেটারডিঙ্ নিজের স্বার্থেই তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রতিপত্তি নিয়ে রেলীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

ডেটারডিঙ্ জন্মের দিক থেকে ছিলেন হল্যাণ্ডের অধিবাসী কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের নাগরিক রূপেই পরিগণিত হন। সেই সময় য়ুরোপে তৈল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। বিরাট রয়েল ডাচ শেল কোম্পানীর তিনিই ছিলেন প্রধান মালিক। ডেটারডিঙ্ বহু কৌশল করে রাশিয়ার বড় বড় তেলের খনির অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছিলেন এবং তারি জোরে নিজেকে সেই সব খনির মালিক বলে ঘোষণা

করেন কিন্তু বোলশেভিক-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্যার ডেটারডিঙের সেই মালিকানী সত্ব স্বভাবতই বোলশেভিক-রাষ্ট্র অস্বীকার করলো। কারণ রাশিয়ার ভেতরে তখন সমস্ত খনিই রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সেই থেকে স্যার ডেটারডিঙ বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সুতরাং রেলীর উদ্যোগে তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য আর প্রতিপত্তি নিয়ে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করলেন না।

রেলীর প্ল্যান হলো, সেভিনকফ্ তার টেরারিষ্টদের নিয়ে মস্কো আর পেট্রোগ্রাডে একটা বিপ্লবের সূচনা করা। বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে সামরিক আক্রমণ সুরু হবে। সেই সময় লণ্ডন এবং প্যারিস থেকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করে' একটা ঘোষণা জাহির করা হবে। সেই ঘোষণায় সেভিনকফকেই রাশিয়ার সামরিক ডিক্‌টেটর রূপে স্বীকার করা হবে। যুগোশ্লাভিয়া আর রুমানিয়া থেকে হোয়াইট আর্মির দল রাশিয়ায় প্রবেশ করবে। অপর দিক থেকে পোলাণ্ড কিয়েভের দিকে অগ্রসর হবে। আর ফিনল্যাণ্ড থেকে সৈন্যরা লেনিনগ্রাড অবরোধ করবে। সেই সুযোগে ককেশাস্ অঞ্চলে জর্জিয়ান মেন্‌শেভিক-নেতা নই জর্দ্দানিয়া ককেশাস্ অঞ্চলকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে' রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে।

রেলীর এই প্ল্যান ফরাসী, পোলিস, ফিনিস, রুমানিয়ান জেনারেল ষ্টাফ অনুমোদন করলো। ককেশাস্ অঞ্চল, যেখানে আছে রাশিয়ার সব তেলের খান, রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র হওয়ার সম্ভাবনাকে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ আনন্দেই গ্রহণ করলো। মুসোলিনীও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করলেন। সেভিনকফকে রোমে ডেকে আনিয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কিভাবে তিনি সাহায্য করতে পারেন জানিয়ে দিলেন। সেভিনকফের লোকদের রাশিয়া থেকে ইতালীতে এবং ইতালী থেকে

রাশিয়াতে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে তিনি ইতালিয়ান পাসপোর্টের বন্দোবস্ত করেদিলেন এবং তাদের সকল রকমে সাহায্য করবার জন্যে ফাসিস্তি গুপ্তচরবাহিনী এবং গোপন-পুলিস ওভরা ( OVRA )-কে আদেশ দিয়ে দিলেন।

এইভাবে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেলী ১৯২৪ সালের ১০ই আগষ্ট, ইতালিয়ান পাসপোর্টের সাহায্যে ইতালীর মধ্য দিয়ে সেভিনকফ্‌কে আগে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দিল। সেভিনকফের সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর রক্ষী হিসাবে রইলো। যাতে সেভিনকফের অস্তিত্ব বা গতিবিধি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে না পারে, তার নিখুঁত বন্দোবস্ত করা হলো। ঠিক হয় যে, ইতালীর সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েট রাশিয়াতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের হোয়াইট রাশিয়ান-বিপ্লবীরা সেভিনকফের ভার নেবে। এই সব হোয়াইট রাশিয়ান-বিপ্লবীরা বোলশেভিক সেজে সীমান্ত-নগরের বড় বড় সরকারী পদগুলো আগে থাকতেই দখল করে ছিল। রাশিয়ার ভেতরে নিরাপদে পৌছেই সেভিনকফ্‌ বিশেষ দূত দিয়ে রেলীর কাছে সংবাদ পাঠাবে, এই হলো ব্যবস্থা।

সেভিনকফের দূতের আশায় রেলী প্যারিসে অপেক্ষা করে রইলো। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ চলে গেল, অথচ সেভিনকফের কাছ থেকে কোন সংবাদই আসে না।

২৮শে আগষ্ট। সেইদিন ককেশাস অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা ছিল এবং প্ল্যান অনুযায়ী সেইদিন ভোরবেলা নই জর্দ্দানিয়া তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জর্জ্জিয়ার সিয়াটুরী নগর আক্রমণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ককেশাসের বিভিন্ন শহরে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে নিরীহ গৃহস্থরা বন্দুক আর কামানের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো। অপ্রস্তুত সোভিয়েট রক্ষীরা বাধা দেবার আগেই

নিহত হলো। একটার পর একটা গ্রাম জর্দ্দানিয়ার সৈন্যদল দ্রুত দখল করে চল্লো। তাদের লক্ষ্য, তেলের খনির অঞ্চল।

পরের দিন খবরের কাগজে রেলী বিস্মিত হয়ে দেখে, মর্ম্মন্তুদ দুঃসংবাদ, সেভিনকফ ধরা পড়েছে। সোভিয়েট সংবাদপত্র ইজভেষ্টিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট-বিরোধী টেরারিষ্ট সেভিনকফ্ রুষ-সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ায় প্রবেশ করবার মুখে ধরা পড়েছে।

সেভিনকফ্ সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ার মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-অনুযায়ী একদল রক্ষীসৈন্য তাকে অভিনন্দন করে। সেভিনকফ্ তাদের নিজের দলের লোক বলেই ধরে নেয়। তারাও সেই ভাবে সেভিনকফের কাছে আত্মপরিচয় দেয়। তখন সেভিনকফের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নি যে সে চেকার চক্রান্তে পড়ে গিয়েছে। সেই রক্ষী-সৈন্যদের কাছে সে খবর পেলো যে, মিনস্ক শহরে তার থাকবার গোপন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই কথায় বিশ্বাস করে সেভিনকফ্ তাদের সঙ্গে মিনস্ক শহরে এক বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। সেখানে রাত্রিবেলা সেভিনকফ সহসা বুঝতে পারলো যে, চেকার জালে সে ধরা পড়ে গিয়েছে। যারা তাকে এখানে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, তারা বোলশেভিক দলেরই লোক, চেকার গোয়েন্দা সৈনিক। পালাবার আর কোন উপায় না দেখে, সেভিনকফ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো এবং বন্দী অবস্থায় তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হলো।

অন্যদিকে ককেশাসে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল,—সেই বিদ্রোহ দু'দিনের মধ্যেই চেকার কৌশলে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। চেকার নিযুক্ত একদল পাহাড়ী ককেশাস সৈন্য নই জর্দ্দানিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে এবং পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা গোপন শর্ট-কাট রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হবার আশ্বাস দিয়ে তাকে পাহাড়ের ভেতর কৌশলে টেনে নিয়ে

যায় এবং সেখানে বিস্মিত জর্দানিয়া দেখলো যে, শত্রুর সৈন্যদের দ্বারাই সে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। অন্য সব শহরে অচিরকালের মধ্যেই রাজধানী থেকে সৈন্য এসে পড়ায়, সপ্তাহ খানেকের খণ্ডযুদ্ধেই বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে গেল।

এই দুঃসংবাদেও রেলী ততখানি ভেঙ্গে পড়েনি কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন খবরের কাগজে সে জানতে পারলোযে, বোলশেভিকরা সেভিনকফের বিচারে সেভিনকফের কাছ থেকে তাদের প্ল্যানের সমস্ত সংবাদই জানতে পেরেছে, তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো।

সেভিনকফকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে বোলশেভিকরা তার সঙ্গে রীতিমত সদয় ব্যবহার করে এবং এমন কৌশলে তারা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে যে সেভিনকফ্ অকপটচিত্তে ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা প্রকাশ্য আদালতে ফাঁস করে দিতে বাধ্য হয়। একান্ত আন্তরিকভাবে সে আদালতে ঘোষণা করে যে, সে ভুল করেছিল এবং আজ সে অপকটচিত্তে সেকথা ঘোষণা করছে। রাশিয়ার উন্নতির ব্যাপারে বোলশেভিকদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তারই প্রেরণায় সে এই বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিল। তার অনুতাপের যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ, সে ষড়যন্ত্রের সমস্ত ছোটখাট ব্যাপার পর্যন্ত আদালতে প্রকাশ করে দেয়। বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হয় কিন্তু তার অকপট আত্মপ্রকাশের দরুণ মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দশ বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থাই বহাল করা হয়।

রেলী প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি এবং সেই মর্মে সে চার্চ্চিলকে একখানি চিঠিও লেখে কিন্তু খবরের কাগজে যখন সেভিনকফের বিচারের সমস্ত সংবাদই প্রকাশিত হলো তখন আর অবিশ্বাস করবার কিছুই রইলো না।

রেলী হতাশ হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলো।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## বিদ্বেষ-সংগ্রামের শেষ পরিণাম

**এত সাধ্য, এত সাধনা, দুই মহাদেশব্যাপী এত আলোড়ন, তার মোট ফল, লণ্ডন টাইমস্‌-এর এককোনে মাত্র দুটী লাইন।**

বারবার এইভাবে ব্যাহত হয়ে, রেলীর অন্তরের বিদ্বেষ-জ্বালা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। যে আগুনে তার শত্রুদের পুড়ে মরা উচিত, সেই আগুন তাকেই পুড়িয়ে মারতে স্থরু করলো। নিষ্ফল বিদ্বেষের চেয়ে জ্বালাময় বহ্নি আর কিছু নেই।

এমন সময়ে য়ুরোপের গোপন রাজনীতি-মহলে একটা সংবাদ জানাজানি হয়ে গেল যে, নবীন সোভিয়েট-রাষ্ট্র শিল্প-উন্নতির জন্যে আমেরিকার কাছে এক বৃহৎ ঋণের প্রস্তাব করেছে। এবং সে-ঋণ যদি আমেরিকার কাছ থেকে সে পায়, তাহলে তার অকাল মৃত্যুর যে আশা এতদিন ধরে য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী ধনিকেরা পোষণ করে আসছিল, তা নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। এই ঋণ-পাবার আশাতেই বোলশেভিকরা বরাবর আমেরিকানদের খাতির করে এসেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্যে তারা একটা বিরাট আয়োজন সংগোপনে গড়ে তোলে। এই প্রচার-কার্য্যের ফলে সোভিয়েটের আবেদন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই প্রায় গ্রাহ্যের সামিল হয়ে উঠেছিল।

এই সংবাদে রেলী এবং তার পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ রাজনৈতিকরা শঙ্কিত হয়ে উঠলো এবং তারা স্থির করলো, রেলীকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে এই

সোভিয়েট-ঋণের বিরুদ্ধে সেখানকার জনমতকে গড়ে তুলতে হবে। রেলীও নিজের ব্যর্থ আক্রোশের একটা নিষ্ক্রমণ-পথ পেয়ে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো। হাতে না মারতে পারলেও, এইভাবে ভাতে সোভিয়েট রাশিয়াকে মারতে হবে। কিছুতেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এ ঋণ সোভিয়েট রাশিয়া পেতে পারবে না, এই সঙ্কল্প নিয়ে নবীন উৎসাহে রেলী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে উপস্থিত হলো।

সেখানে ব্রডওয়েতে রেলী আবার বিরাট ভাবে তার কাজ সুরু করে দিল। সেখানে বসেই সে য়ুরোপ আর আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরে আন্তর্জাতিক এ্যান্টি-বোলশেভিক লীগের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত করে চল্লো। আমেরিকায় যারা গোপনে বোলশেভিকদের হয়ে কাজ করছে, তাদেরও একটা লম্বা লিষ্ট তৈরী হলো। রেলীর গোয়েন্দাতে যুক্ত-রাষ্ট্র ভরে গেল।

এই সময় আমেরিকার স্বনামখ্যাত ধনকুবের হেনরী ফোর্ডও তাঁর বিরাট ঐশ্বর্য্য এবং প্রতিপত্তি নিয়ে বোলশেভিক-বিরোধী প্রচারে নেমেছেন। তাঁর সুবিধা, জগতের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেই তাঁর ব্যবসায় কেন্দ্র আছে। এই সব কেন্দ্রের মারফৎ ফোর্ড জগৎ-ব্যাপী এক বিরাট প্রচার-চক্র গড়ে তুলছিলেন। রেলী তাঁর সঙ্গে যোগদান করলো।

প্রতিদিন ডাকে য়ুরোপের বিভিন্ন শহর থেকে গোপন-কোডে তার কাছে দলের লোকদের কাছ থেকে বিবরণ আসে। সেই সব কোড উদ্ধার করবার জন্যে রেলীর গোপন কেন্দ্রে রীতিমত একটা বড় অফিস বসলো। সেই সব বিবরণী থেকে রেলী সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরকার সমস্ত ব্যাপার একনিষ্ঠ ছাত্রের মত গবেষণা করে চলে। ক্রমশ সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতর থেকে আশাপ্রদ সংবাদ আবার আসতে সুরু করলো। ষ্টালিন এবং ট্রটস্কীর বিরোধিতার ফলে সোভিয়েট

রাশিয়ার ভেতর ক্রমশ আবার অনু-বিপ্লবের অবস্থা তৈরী হয়ে উঠছে এবং রাশিয়ার ভেতর থেকে কাজ করবার জন্যে পুনরায় রেলীর কাছে ঘন ঘন আবেদন আসতে লাগলো। বোলশেভিক-বিরোধী বিপ্লবীরা আবার শক্তি-সঞ্চয় করে উঠছে।

রেলীও ক্রমশ বুঝলো যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সে বড় জোর একটা নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে, তার বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। বোলশেভিকদের পতন ঘটাতে হলে, রাশিয়ার ভেতরে গিয়েই কাজ করতে হবে।

এমন সময় একদিন তার ডাকের মধ্যে একটা বিচিত্র চিঠি এলো। পাঠোদ্ধার করে রেলী দেখলো, তার এক পুরানো বিশ্বস্ত বন্ধু কমাণ্ডার ই E। এই চিঠি লিখছেন। চিঠির ওপর পোষ্ট অফিসের ছাপ রয়েছে, Estonia-র Reval শহর। সেখান থেকে কমাণ্ডার K লিখছেন,

প্রিয় সিডনি,

এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি প্যারিসে চলে আসবার চেষ্টা করবে। সেখানে দুজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে, তারা স্বামী-স্ত্রী। একজনের নাম Krashnostanov তাদের কাছ থেকেই তুমি জানতে পারবে যে, কালিফোর্ণিয়া থেকে একটা জরুরী সংবাদ আছে। তারা সেই সঙ্গে তোমাকে একটা কাগজ দেবে, তাতে ওমর খইয়ামের কবিতা দু' লাইন লেখা আছে, যে কবিতার কথা তুমি হয়তো ভোল নি। যদি সেই ব্যাপারে তোমার বলবার কিছু থাকে, তাদের কাছে বলতে পার। নইলে তাদের শুধু বলে দেবে Thank you very much. Good-day

সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা এই পত্র থেকে রেলী বুঝতে পারলো, Kashnoshtanov কে। Shultz নামে একজন বিখ্যাত বিপ্লবীর

ছিল এই সাঙ্কেতিক নাম। কালিফোর্ণিয়া হলো সোভিয়েট রাশিয়া এবং ওমর খৈয়ামের দুলাইন কবিতা হলো, দলের গোপন সংবাদ।

রেলী আর কালবিলম্ব না করে সস্ত্রীক প্যারিসে চলে আসে এবং সেখানে Shultz এর অপেক্ষায় বসে থাকে। Shultz এর সঙ্গে দেখা হওয়াতে রেলী রাশিয়া থেকে বোলশেভিক-বিরুদ্ধ-দলের সমস্ত সংবাদ একটা চিঠিতে পেলো। তাতে বিষদভাবে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করে রেলীকে রাশিয়াতে আহ্বান করা হয়েছে—ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কী একটা শক্তিশালী দল গড়ে তুলছেন এবং সেই সুযোগে রেলী আবার তার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে। সাময়িক দুর্য্যোগ কাটিয়ে বোলশেভিক-বিরোধী দলেরা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

সেই চিঠি পাওয়ার পর চুম্বকের মত রাশিয়া আবার রেলীকে আকর্ষণ করতে থাকে। এবং অনতিকালের মধ্যেই রাশিয়াতে প্রবেশ করবার জন্যে যাত্রা করলো। স্থির হলো যে, রাশিয়ার সীমান্তে এই গোপন আন্দোলনের একজন প্রধান নেতার সঙ্গে রেলীর প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হবে। এই সাক্ষাতে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার একটা খসড়া নির্দ্দিষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে রেলী ফ্রান্স থেকে নরওয়ের হেলসিঙ্কিতে উপস্থিত হলো। সেখানে ফিনিস্ সামরিক বিভাগের জেনারেল ষ্টাফের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে রেলীর বন্দোবস্ত হলো যে, তারাই রেলীকে সীমান্ত পার করিয়ে রাশিয়ায় পৌছে দেবার ভার নেবে।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কয়েকদিন পরে রেলী তিনজন রক্ষীর সঙ্গে ছদ্মবেশে রুষ সীমান্তে এসে পৌঁছল। রাত্রির অন্ধকারে তখন অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠছে, রেড আর্ম্মি-রক্ষীদের ভারী পায়ের শব্দের। মাঝখানে একটা ছোট পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। অন্ধকারে নীরবে তারা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠলো।

ওধারে প্যারিসে মিসেস রেলী দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছেন, স্বামীর সংবাদের জন্যে। হেলসিঙ্কি ত্যাগ করার দিন রেলী স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখে, সেই চিঠিতে সে জানায়, এবার জীবনের শেষ অভিযানে চল্লাম্। আমার বিশ্বাস কৃতকার্য্য হবোই। পৌঁছে তোমাকে সংবাদ জানাবো।

কিন্তু দিনের পর দিন কোন সংবাদই আসে না। মিসেস রেলী উৎকণ্ঠিত হয়ে রোজ সংবাদ-পত্র দেখেন, রাশিয়ার সংবাদ...... সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সংবাদ। প্রতিদিন আশা করেন সকালবেলার খবরের কাগজ খুলেই দেখতে পাবেন, বড় বড় অক্ষরে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের পতনের সংবাদ.........রেলীর বিদ্রোহ-অভিযানের সফলতার সংবাদ।

হঠাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর সকালবেলা, মিসেস রেলীর এক বান্ধবী রুশ ইজ্‌ভেস্তিয়া সংবাদপত্র থেকে একটা অংশ কেটে এনে তাঁর সামনে ধরলো, পড়তে পড়তে মিসেস্ রেলীর চোখের সামনে সমস্ত ধোঁয়াটে হয়ে এলো...

"গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলা ফিনিস্ সীমান্তের কাছে চারজন বিদ্রোহী যখন গোপনে সীমান্ত পার হবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় রেড-আর্মির প্রহরীদের দ্বারা নিহত হয়।"

তার কয়েকদিন পরে, লণ্ডন টাইমস্-এর এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে মাত্র দুটী লাইন প্রকাশিত হলো,

"২৮শে সেপ্টেম্বর রাশিয়ার সীমান্তে আল্লেকুল নামক গ্রামে রেড-আর্মি সীমান্ত-রক্ষীদের দ্বারা সিডনী জর্জ্জ রেলী নিহত হইয়াছে।"

অতি সাধারণ প্রাণহীন বিজ্ঞপ্তি মাত্র।

এত ক্রিয়া-কাণ্ড, বিপ্লব-ষড়যন্ত্র... এক মহাদেশ থেকে আর এক

মহাদেশ পর্য্যন্ত এত প্রাণান্ত পরিশ্রম···তার নেট ফল, লণ্ডন টাইমস্-এর এক কোণে ছোট্ট অক্ষরে মাত্র দুটী লাইন···তারপর, অতল বিস্মৃতি···

রেলী ফিনিস্ সীমান্ত থেকে নিরাপদে রুষিয়াতে প্রবেশ করেছিল। যে কোন কারণে হোক সেই সীমান্ত দিয়ে ফিনল্যাণ্ডে সে আবার ফিরে আসবার চেষ্টা করে। ফিরে আসবার পথে হঠাৎ রেড-আর্মি রক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং একটা বুলেট সোজা তার মাথা ভেদ করে' চলে যায়।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত ট্রট্স্কী

ষ্টালিন দেখলেন ইংলণ্ডে চেম্বারলেইন থেকে রাশিয়াতে ট্রটস্কী পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল মাথা তুলে উঠছে।

১৯২৪ সালের মে মাসে বোলশেভিক-পার্টি-কংগ্রেসে, পূর্ব্বেই কথিত হয়েছে, ভোটে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে ট্রটস্কীকে পরাজিত করে ষ্টালিন পার্টির অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তারপর থেকে ট্রটস্কী, ষ্টালিন এবং ষ্টালিন-পরিচালিত সোভিয়েট শাসন-তন্ত্রের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব গোপন করে চলবার কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করলেন না। প্রচলিত শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা অপোজিশন পার্টি প্রকাশ্যভাবেই গড়ে তুলতে লাগলেন। বক্তৃতা, পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্যে তিনি জাতির তরুণদের কাছে ষ্টালিনের শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা সুরু করলেন ...গণতন্ত্রের নামে একজনের আধিপত্য...সাম্যবাদের নামে এক পার্টির ডিক্‌টেটরশিপ্।

১৯২৪ সালে রকোভস্কী ইংলণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত হন। সেই সময় বোলশেভিকদলের মধ্যে যাদের গোপন ভরসায় ট্রটস্কী প্রচলিত শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর দল গড়ে তুলছিলেন, রকোভস্কী তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ট্রটস্কীর স্কীম অনুযায়ীই রকোভস্কী ইংলণ্ডে প্রেরিত হন।

ইংলণ্ডে পৌছবার কয়েকদিন পরেই রকোভস্কীর অফিসে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের দুজন অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। এক-

জনের নাম ক্যাপটেন আর্মষ্ট্রং আর একজনের নাম ক্যাপটেন লকহার্ট। তাদের কাছ থেকেই রকোভস্কী জানতে পারেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ইংলণ্ডে সোভিয়েট রাশিয়ার কোন রাষ্ট্রদূত প্রথমে রাখতে চায়নি। রাষ্ট্র-দূত হিসাবে রকোভস্কীর নাম বৃটিশ-দপ্তরে যখন প্রথম পাঠানো হয়েছিল, তখন ম্যাক্স্ ইষ্টমানের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ আগে জানে যে, রকোভস্কী ট্রটস্কীর দলের লোক এবং তাঁর একজন বিশেষ অনুগত বন্ধু। (ম্যাক্স ইষ্টম্যান আমেরিকা থেকে ট্রটস্কীর বিশেষ বন্ধুরূপে রাশিয়াতে যান এবং ট্রটস্কী তাঁকেই তাঁর সব বই-এর একমাত্র অনুবাদক মনোনীত করেন। আমেরিকাতে ম্যাক্স্ ইষ্টমানই ট্রটস্কীরদলের হয়ে প্রচারকার্য্য করেন।) সেইজন্যই বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ রকোভস্কীকে ইংলণ্ডে সোভিয়েটের রাষ্ট্রদূত হিসাবে গ্রহণ করে।

এই সূত্রে রকোভস্কীর সঙ্গে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে। রকোভস্কী মস্কোতে ফিরে গিয়ে গোপনে ট্রটস্কীকে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের ভেতরের কথা জানালেন যে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ অপোজিশন দল হিসাবে ট্রটস্কীরদলের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে উৎসুক।

এইভাবে ট্রটস্কী যখন বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের আশ্বাস পেলেন, তখন তিনি জার্মাণীর মনোভাব জানবার জন্যে স্বয়ং জার্মাণীতে যাবার একটা পথ খুঁজতে লাগলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করে ট্রটস্কী তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখছেন, "হঠাৎ সেই সময় প্রতিদিন আমার নাড়ীতে জ্বর দেখা দিতে লাগলো। মস্কোর ডাক্তাররা সেই জ্বর কেন হচ্ছে, তার কোন কারণই বার করতে পারলেন না।" সেই জ্বর সারাবার জন্যে ট্রটস্কী কিছুদিন চেঞ্জে যাবার ঠিক করলেন এবং ঠিক করলেন দিন কতক জার্মাণীতেইরে আসবেন। যখন ক্যমুনিষ্ট পার্টি তাঁর এইঘু সিদ্ধান্তের কথা

অবগত হলো, স্বভাবতই তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং জার্মাণীতে যেতে ট্রটস্কীকে প্রকারান্তরে নিষেধ করলেন। এই সম্পর্কে ট্রটস্কী তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন, "আমার এই বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব পলিটবুরোতে উত্থাপিত হলো। এবং তাঁরা আলোচনা করে জানালেন যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ আমার এই 'বদেশ-যাত্রা আশঙ্কাজনক' বলে তাঁরা মনে করেন, তবে যাওয়ার দায়িত্ব তাঁরা আমার ওপরই ছেড়ে দিলেন।"

ট্রটস্কী যাওয়াই স্থির করলেন। জার্মাণীতে ট্রটস্কী কোন হাসপাতালে না গিয়ে একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে উঠলেন। কারণ তিনি চিকিৎসার জন্যেই জার্মাণীতে গিয়েছিলেন। সেই ক্লিনিকে ক্রেস্‌নিস্কী এসে ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করলো। রকোভস্কীর ক্রেস্‌নিস্কী মত ট্রটস্কীর গোপন দলের একজন পাণ্ডা ছিলেন। তাঁর মধ্যস্থতায় জার্মাণ সামরিক বিভাগের সঙ্গে ট্রটস্কী সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। যখন তাঁরা দুজনে কথা বলছেন, এমন সময় একজন জার্মাণ পুলিশ-বিভাগের উচ্চ-রাজকর্ম্মচারী সেখানে এসে ট্রটস্কীকে জানালেন যে, তাঁরা খবর পেয়েছেন যে ট্রটস্কীকে খুন করবার জন্যে একটা প্লট চলছে, সুতরাং তাঁকে রক্ষা করবার একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তাঁদের করতে হবে।

এই ধরণের প্লট নাকি গুপ্তচর বিভাগকে মাঝে মাঝে আবিষ্কার করতে হয়।

সে যাই হোক, সেই জার্মাণ অফিসার, বহুঘণ্টা ধরে তাঁদের দুজনের সঙ্গে নিভৃতে "রক্ষা-ব্যবস্থা" সম্বন্ধে আলোচনা করে চলে গেলেন।

পরে জানা গিয়েছিল যে, ট্রটস্কীর এই জার্মাণ ক্লিনিকে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার সময়, জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে ট্রটস্কীর একটা নতুন চুক্তি হয়। তখন অবশ্য এ চুক্তির কথা বাইরে কেউ জানতো না।

পরে ক্রেস্‌টনস্কী যখন ধরা পড়ে তখন বিচারে সে তার নিজের জবান-বন্দীতে স্বীকার করে, যে "সেই সময় আমরা নিয়মিতভাবে জার্মাণী থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছিলাম। সেই টাকা থেকে রাশিয়াতে এবং রাশিয়ার বাইরে দলের প্রচারকার্য্য চলতো। এই ভাবে কিছুকাল যাওয়ার পর, জার্মাণীর তরফ থেকে Seeckt একটা নতুন দাবী নিয়ে এলো, প্রথম, গুপ্ত-সংবাদ- আদানের ব্যাপার আরো নিয়মিত কর্‌তে হবে, এবং সামনে যে যুদ্ধ আসছে, তাতে যদি ট্রটস্কীর দল রাশিয়ার শাসনভার দখল করতে পারে, তাহলে জার্মাণীর অংশে যাতে তার ন্যায্য প্রাপ্য ঠিক মত বর্ত্তায়, তার জন্যে নতুন চুক্তি করতে হবে। ট্রটস্কীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সম্মতি জানাই এবং আমাদের প্রাপ্যের দিক থেকে টাকার অঙ্কও বাড়তে থাকে। ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে আমরা আড়াই লক্ষ মার্ক সোনায় পেতাম।"

জার্মাণী থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে ট্রটস্কী পুরো-উদ্যমে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য সুরু করে দিলেন। ট্রটস্কীর আত্ম-জীবনীতে তিনি লিখছেন, ঊনিশ শো ছাব্বিশ সাল নাগাদ এই দলগত সংঘর্ষ চরম অবস্থায় এসে উঠলো। সেই বছর থেকে আমার দলের লোকেরা প্রকাশ্য ভাবেই সভা আহ্বান করে বিদ্রোহের জন্য জনমতকে গড়ে তুলতে লাগলো।"

কিন্তু সাধারণ শ্রমিক আর কর্ম্মীরা এই সব সভাকে খুব সাদরে গ্রহণ করলো না। মার-ধোর করে' তারা এই সব সভা ভেঙ্গে দিতে সুরু করলো।

সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার ওপর আবার যুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সেই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় সমস্ত শাসন-যন্ত্র উদব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ট্রটস্কী তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, "ফ্রান্সে

ক্লেমেঁসু যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন, আমরাও তাই গ্রহণ করবো। যখন জার্ম্মাণরা প্যারিস থেকে আর মাত্র ৮০ মাইল দূরে সেই সময় ক্লেমেঁসু ফ্রান্সের প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠেছিলেন।"

মনে রাখতে হবে, ট্রটস্কী তখনও বোলশেভিকদলের সভ্য।

ষ্টালিন ট্রটস্কীর সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে পার্টিকে সতর্ক করে দিয়ে বল্লেন, ইংলণ্ডে চেম্বারলেন থেকে আরম্ভ করে ট্রটস্কী পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা মিলিত ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছে। এবং এই ষড়যন্ত্রকে এখানেই উচ্ছেদ করে ফেলতে হবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সামনে ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কীর দলের এই প্রকাশ্য বিরোধিতা একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। ষ্টালিন সেই সম্পর্কে পার্টির তরফ থেকে একটা "রেফারেণ্ডাম্" আহ্বান করলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রত্যেক সভ্যকে এই ব্যাপারে ভোট দিতে আহ্বান করা হলো। ভোটের ফলে, ৭ লক্ষ ৪০ হাজার সভ্য ট্রটস্কীর দলের বিরোধিতাকে অস্বীকার করে' ষ্টালিনের শাসন-ব্যবস্থাকেই সমর্থন করলো; মাত্র ৪ হাজার ভোটদাতা ট্রটস্কীর বিরোধিতাকে সমর্থন করলো।

এই নিদারুণ পরাজয়ে ট্রটস্কী বুঝলেন, তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, পার্টির বর্ত্তমান পরিচালকদের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করেই জয়ী হতে হবে, একদা যেমন জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এবং যদি অবিলম্বে তিনি শক্তি-সংগ্রহ না করতে পারেন, তা হলে এই নিষ্ঠুর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তাঁকে সুনিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। এই সময়ের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন, "এই ভোটের ব্যাপারের পর মস্কো এবং লেনিনগ্রাড শহরে সংগোপনে সভার র সভা বসাতে সুরু করলো; অবশ্য এই সব সভা অপোজিশন পার্টির

দ্বারাই সংঘটিত হতো। তরুণ ছাত্র-ছাত্রী আর শ্রমিকরাই এই সভায় যোগদান করতো। প্রত্যেক সভাতে প্রায় একশো জন করে লোক হতো। কোন কোন সভাতে তার দ্বিগুণও লোক হতো। দলের বিশিষ্ট নেতারা ঘুরে ঘুরে এই সব সভায় বক্তৃতা দিতেন। আমাকে কোন কোন দিন একটার পর একটা চার পাঁচটা সভায় বক্তৃতা দিতে হতো। এই ভাবে সংগোপনে ছোট ছোট সভা কিছুদিন চালাবার পর, একরকম প্রকাশ্য ভাবেই হাই টেকনিক্যাল স্কুলের বড় হল-ঘরে এক বিরাট সভা আহ্বান করা হলো। গভর্ণমেণ্ট এই সভার অধিবেশন যাতে না বসতে পারে, তার জন্যে চেষ্টার ক্রটী করে নি কিন্তু অপোজিশন পার্টির সভ্যদের কৌশলে এই সভার অধিবেশন পূর্ণভাবেই পরিচালিত হয়। আমি আর ক্যামনেভ্ প্রায় দুঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিই।”

ষ্টালিনের অনুষ্ঠিত শাসন-নীতি এবং তদানীন্তন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে ট্রটস্কী দেশের নব-জাগ্রত তরুণদের সজাগ করবার জন্যে সংগোপনতা ত্যাগ করে প্রকাশ্য সংগ্রাম-পরিচালনাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলেন। এবং সেই উদ্দেশ্যে সংগোপনে তিনি একটা বিরাট অয়োজন সম্পূর্ণ করে একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন স্থির করলেন। ১৯২৭, ৭ই নভেম্বর বোলশেভিক বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেইদিনই, ট্রটস্কী স্থির করলেন যে তাঁর দলের লোকেরাও প্রকাশ্য রাজ-পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে বেরুবে। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঘাটি থেকে তাঁর দলের সশস্ত্র লোকেরা প্রকাশ্যে বিপ্লব ঘোষণা করে বেরিয়ে পড়বে।

৭ই নভেম্বর ভোরবেলা, বোলশেভিক শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে

যথারীতি যখন বেরুলো, তখন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী ট্রটস্কীরদলের লোকেরা তাদের মধ্যে প্রচার-কার্য্যের জন্যে ছাপান কাগজ বিলি করতে সুরু করে দিল, কোন কোন জায়গায় বাড়ীর ওপর থেকে পুস্তিকা বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রটস্কীর বিদ্রোহ-পতাকা নিয়ে অপোজিশন পার্টির ছোট ছোট দল প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান চীৎকার করতে করতে শোভাযাত্রী শ্রমিকদের তাদের দলে যোগদান করবার জন্যে আহ্বান করতে লাগলো।

কিন্তু ট্রটস্কী যা আশা করেছিলেন, প্রকৃতক্ষেত্রে তার উল্টো ঘটে গেল। শ্রমিকরা অধিকাংশক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে অপোজিশন দলের শোভাযাত্রাকারীদের ঘাড়ের ওপর পড়ে আক্রমণ করে তাদের পতাকা কেড়ে নিল। বিধ্বস্ত, আহত হ'য়ে তারা রণে ভঙ্গ দিল।

কালবিলম্ব না করে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও সেইদিন অপোজিশন দলের বহু নায়ককে গ্রেফতার করে ফেল্লো। কোন মতেই আর এই বিরুদ্ধ দলকে বাড়তে দেওয়া চলবে না। ক্যামেনভ্, মুরোলভ্, পিয়াটকভ্, ট্রটস্কীর দলের বড় বড় পাণ্ডারা কারারুদ্ধ হলেন। চেকার লোকেরা সারা দেশ তোলপাড় করে বিপক্ষ দলের গোপন প্রেস দখল করে নিল। অনুসন্ধানের ফলে কোন কোন যায়গায় গোপন-অস্ত্র-ভাণ্ডারের সন্ধানও পাওয়া গেল। লেনিনগ্রাড শহরে অনুরূপ-বিপ্লব উত্থানের আয়োজনের জন্যে জেনোভিভ আর র‍্যাডেক প্রেরিত হয়েছিল। সেখানে তাঁরাও কারারুদ্ধ হলেন। বোলশেভিকদের তরফ থেকে জোফেকে জাপানে রাষ্ট্রদূত রূপে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু জোফে নিঃশব্দে ট্রটস্কীর দলে যোগদান করেন এবং জাপান থেকে ছুটি নিয়ে রাশিয়াতে তখন তিনি ফিরে এসেছিলেন। এই ধর-পাকড়ের সময় তিনি আত্মহত্যা

করে চেকার হাত এড়ালেন। হোয়াইট রাশিয়ার বহু সেনা-নায়কও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় বন্দী হলেন।

বোলশেভিক পার্টি এতদিন পরে ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে দল-গত শাসন প্রয়োগ করলেন; ট্রটস্কী কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিস্কৃত হলেন এবং তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করে পাঠানো হলো।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## দেশ থেকে বিতাড়িত ট্রটস্কী

বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ক্রমশঃ এগিয়ে চল্লো তার
সেণ্ট হেলেনার দিকে……

য়ুরোপীয় রাশিয়া থেকে দূরে, এশিয়ার চীনের উত্তর-সীমান্ত-লগ্ন সাইবেরিয়ার আল্‌মা-আটা শহরে ট্রটস্কীকে নির্ব্বাসিত করা হলো। একদিন যে ব্যক্তি জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যতম অধিনায়ক ছিল, আজ, রাজনীতির নির্ম্মম চক্র-আবর্ত্তনে, তাকেই সহযাত্রীদের হাত থেকে নির্ব্বাসন দণ্ড নিতে হলো। অবশ্য ট্রটস্কীর ব্যক্তিত্ব এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠনে তাঁর দান স্মরণ করেই, ষ্টালিনের দল যথাসম্ভব এই নির্ব্বাসন-দণ্ডকে সহনীয় করবারই চেষ্টা করে। অবশ্য তখনও পর্য্যন্ত সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ট্রটস্কীর বিরোধিতার ঠিক কতখানি গভীরতা ছিল, তা সন্দেহ করতে পারেন নি।

আলমা আটারে তাঁর বাসের জন্যে সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট তাই একটা স্বতন্ত্র বাড়ীর ব্যবস্থা করেন। ট্রটস্কী, তাঁর স্ত্রী নাটালিয়া এবং পুত্র সিডভকে সঙ্গে নিয়ে আলমা-আটায় আসেন। এবং দেহরক্ষী হিসাবে তাঁর নির্ব্বাচিত কয়েকজন লোককে তাঁর সঙ্গে রাখবার অধিকারও গভর্ণমেণ্ট দেয়। এ ছাড়া, দেখা-শোনা করা বা চিঠি-পত্র লেখা সম্পর্কেও প্রথমে বিশেষ কোন কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় না। তাঁর নিজের লাইব্রেরী এবং ব্যক্তিগত কাগজপত্র তাঁর সঙ্গে রাখবার অনুমতিও তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু এই সুযোগের অবকাশে ট্রটস্কী আবার নতুন করে তাঁর ঘর

সাজাতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দলের মধ্যে ক্রেস্‌ট্রেনস্কী ছিলেন একজন ধুরন্দর মাথাওয়ালা লোক, রাজনৈতিক দাবা-খেলায় একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়। তিনি ভাগ্যক্রমে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এড়িয়ে তখনও বাইরে ছিলেন। চেকার জালের বাইরে থেকে তখনও পর্য্যন্ত অপোজিশন দলের যারা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল, ক্রেস্‌ট্রেনস্কী তাদের নিয়ে নতুন করে পরামর্শ করতে বসলেন। তিনি বুঝলেন যে, ট্রটস্কী যে প্রকাশ্য বিরোধিতার পন্থাগ্রহণ করেছিলেন, তা ভুল। তাই এক নতুন আয়োজনের প্রস্তাব করে তিনি ট্রটস্কীকে গোপনে চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে ক্রেস্‌টেনস্কী ট্রটস্কীকে বোঝালেন যে, এইভাবে প্রকাশ্য বিরোধিতা করবার সময় এখনো আসে নি। এখন তাদের উচিত, কম্যুনিষ্ট দলের ভেতর থেকে, ধীরে ধীরে, দলের বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং প্রয়োজনীয় দফতর এবং উচ্চপদগুলি আবার দখল করতে চেষ্টা করা। এই ভাবে দলের ভেতর থেকেই জনসাধারণের ওপর তাদের দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে হবে। "এবং তার জন্যে এখন এমন একটা নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পারে যে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি এবং সত্যসত্যই তার জন্যে অনুতপ্ত। প্রয়োজন হলে, কূটনীতির খাতিরে, এখন ট্রটস্কীকেই আমাদের নিন্দা করতে হবে। দলের ভিতর পুনঃপ্রবেশ করা ছাড়া, আমাদের মত-প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নেই।"

ট্রটস্কী ক্রেস্‌টেনস্কীর এই কূটনীতির পূর্ণ সমর্থন করলেন এবং গোপনে দলের প্রত্যেক কর্ম্মীর কাছে আদেশ চলে গেল, যেমন করেই হোক্ পুনরায় আবার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে প্রবেশ করার চেষ্টা কর এবং ধীরে ধীরে পার্টির সঙ্গে মিশে প্রয়োজনীয় দফতরগুলি হাতাবার আয়োজন কর। তার, জন্যে যে কোন শঠতা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ট্রটস্কীর মতন, তাঁর দলের অন্য সব নেতা, র‍্যাডেক, ক্যামেনভ এবং জেনোভিভও নিব্বাসিত হয়েছিলেন। কয়েক মাস নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করার পর, হঠাৎ তাঁদের রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল এবং রুষ-জনসাধারণ আনন্দিতচিত্তেই প্রতিদিন প্রেস মারফৎ শুনতে লাগলো, এই সব নিব্বাসিত নেতাদের অনুতাপ উক্তি। তাঁরা তাদের অতীত ভুলের জন্যে সত্যই মর্ম্মাহত, এবং আজ সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির অক্ষুণ্ণতা এবং একাধিপত্য বজায় রাখা যে কত বড় প্রয়োজনীয় জিনিস, তা তাঁরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা আন্তরিকভাবে আবেদন জানাতে সুরু করলেন যাতে পুনরায় পার্টির সভ্যরূপে তাঁদের গ্রহণ করা হয়।

যখন এইভাবে পার্টিতে পুনঃপ্রবেশ করবার চেষ্টা চলছে সেই সময় আল্‌মা-আটাতে ট্রটস্কীর বাড়ীকে কেন্দ্র করে একটা গোপন-চক্র আবার গড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। কমুনিষ্ট পার্টি ট্রটস্কী এবং ট্রটস্কীর দলের লোকদের বে-আইনী দলের সভ্য বলে যখন ঘোষণা করে, তখন ট্রটস্কীর বন্ধু বুখারিন তাঁর দল থেকে সরে দাঁড়িয়ে নতুন একটা দল গঠন করবার আয়োজন করেন। ট্রটস্কীর নির্ব্বাসনের পর বুখারিন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিরোধী দলের লোকদের একত্র করে একটা নতুন অপোজিশনের সৃষ্টি করেন। ট্রটস্কীর দল লেফ্‌ট অপোজিশন নামে পরিচিত, বুখারিনের দল রাইট অপোজিশন নামে আত্মপরিচয় দিল। বুখারিনের মতে ট্রটস্কী সব দিক বিবেচনা না করে, অবিবেচকের মত তাড়াতাড়ি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দেশের মধ্যে অন্য যে সব বিরোধী দল আছে, তাদের সকলকে একত্র করে একটা সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা দিতে পারেন নি বলেই, তাঁকে এই ভাবে

পরাজিত হতে হয়। তাই বুখারিন ট্রটস্কীর ভুল সংশোধন করে অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল গড়ে তুলতে লাগলেন।

সেই সময় ষ্টালিন তাঁর পঞ্চ-বার্ষিকী প্ল্যান দেশের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই প্ল্যান-অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রত্যেক লোককে অতঃপর আরো বেশী পরিশ্রমী হতে হবে, আরো বেশী আত্ম-ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। একেই তো বড় বড় জমি-ওয়ালা চাষীরা এবং জমিদাররা সোভিয়েট রাষ্ট্রের ওপর মনে মনে বিরূপ হয়েই ছিল, তার ওপর পঞ্চ-বার্ষিকী-প্লানে যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হলো, তাতে করে তাদের ভবিষ্যতের সমস্ত আশাই সমাহিত হয়ে গেল। এই সুযোগে বুখারিন এক নতুন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে গোপনে এই সব সংক্ষুব্ধ লোকদের দলে টানতে চেষ্টা করলেন। বুখারিনের এই অর্থনৈতিক প্রোগ্রামে তারা তাদের ধনসম্পত্তি আংশিক ফিরে পাবার এবং আগেকার মত ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকারের একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলো। তাই তারা কোমর-বেঁধে বুখারিনের সাহায্যে দলবদ্ধ হতে লাগলো।

ট্রটস্কী নির্ব্বাসন থেকে বুখারিনের সমস্ত সংবাদই পেতেন। যদিও তিনি বুঝলেন যে, অপোজিশনের অধিনায়কত্ব তাঁর হাত থেকে বুখারিনের হাতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আপদ-ধর্ম্ম হিসাবে তিনি তাঁর দলের অবশিষ্ট লোকদের বুখারিনের সঙ্গে যোগ দিতেই গোপন ইস্তাহার জারী করলেন। পঞ্চ-বার্ষিকী প্ল্যানের কঠোর অসম্ভাব্যতার দোহাই দিয়ে বুখারিন পার্টির ভেতরে থেকেই সংগোপনে একটা বিরাট বিরোধী দল ক্রমশঃ গড়ে তুলতে লাগলেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের গুপ্তচররা আলমা-আটাতে চব্বিশ ঘণ্টা ট্রটস্কীর

বাড়ীর ওপর নজর রাখতো। তাদের নজর এড়িয়ে ট্রটস্কীকে মস্কোর সঙ্গে যোগ রাখতে হতো। এই কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিল, তাঁর পুত্র সেডভ। মস্কো থেকে যে সব গোপন দূত আসতো, তাদের সঙ্গে দেখাশোনা করবার জন্যে সেডভকে নানারকম ফিকির বার করতে হতো। অনেক সময় তুষার-বৃষ্টির মধ্যে, যখন জনপ্রাণী রাস্তায় বেরুতে চাইতো না, সেই সময় সেডভ সেই তুষার মাথায় করে নগরের প্রান্তে বনের ভেতর নির্দ্দিষ্ট ঝোপে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতো···কখনও হয়ত বনের ভেতর চিহ্নিত গাছের তলায় মাটী খুঁড়ে তারা চিঠি-পত্র রেখে যেতো, সন্ধান করে মাটীর তলা থেকে সেই সব চিঠি আনতে হতো। শহর থেকে একটু দূরে খিরগিজদের মেলা বসতো। প্রায়ই সেই মেলার ভিড়ের সুযোগে তাদের দেখাশোনা হতো। হয়ত কোন গেঁয়ো চাষী মেলায় গরু বেচতে এসেছে···তারই থলির ভেতর থেকে দর কষাকষির সময় চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়ে যেতো। পুত্রের এই সব চতুর দৌত্যকার্য্যে ট্রটস্কী মুগ্ধ হয়ে তাঁর আত্মচরিতে আদর করে পুত্রকে সম্বোধন করে গিয়েছেন, আমার সব চেয়ে কৃতী পররাষ্ট্র-সচিব। এই সংগোপন ষড়যন্ত্র কার্য্যের কৃতিত্ব সম্পর্কে ট্রটস্কী তাঁর আত্মচরিতে সগর্ব্বে লিখেছেন যে, ১৯২৮ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে এই ভাবে আমি রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে এক হাজার সংগোপন চিঠি এবং সাত শো টেলিগ্রাম পাই এবং আমার দিক থেকে আমি বিনা বাধায় প্রায় আট শো চিঠি আর পাঁচ শো টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।

কিন্তু আর বেশীদিন এইভাবে চেকার চোখে ধূলো দিয়ে ষড়যন্ত্র চালানো সম্ভব হলো না।

বুখারিনের গতিবিধি লক্ষ্য করে, অচিরকালের মধ্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বুখারিন এবং তাঁর অনুচরদের কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে নির্ব্বাসিত

করে দিল এবং আলমা-আটাতে ট্রটস্কীর কাছে সোভিয়েট রাষ্ট্র থেকে দূত উপস্থিত হলো, তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্যে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এমন সব দলিলপত্র হাতে পেয়েছে, যাতে ট্রটস্কীকে রাষ্ট্রের শত্রুরূপে তাঁরা আইনের কঠোরতম শাস্তি দিতে পারেন।

কিন্তু ট্রটস্কী, চিরবিপ্লবী ট্রটস্কী সে-সতর্ক-বাণী গ্রাহ্য করলেন না। ফলে ওগপুর বিচারে, তাঁকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমানা থেকে চির-নির্ব্বাসনের দণ্ড দেওয়া হলো।

সেই দণ্ড মাথায় নিয়ে ট্রটস্কী রাশিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সোভিয়েট-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সূচনা হলো সেই সঙ্গে।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রেড্‌ নেপোলিয়ান বলে ট্রটস্কীর দিকে ফিরে চাইল য়ুরোপ।

জর্জিয়ার চর্ম্মকারের সন্তানকে জঘন্য আরসুলা জ্ঞানে ঘৃণা করলেও, সম্ভ্রান্ত য়িহুদী-পিতার সন্তান ট্রটস্কী দেখলেন, তাঁর সমস্ত সাহিত্যিক-প্রতিভা, বাগ্মিতা এবং শিক্ষাশালিনতা সত্ত্বেও, সেই আরসুলার প্রতাপে তাঁকে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হতেই হলো। যে সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনে, লেনিনের মত না হলেও, লেনিনের পরেই তাঁর স্থান, সেই সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সপরিবারে তাঁকে পালিয়ে আসতে হলো। সেই শিশু-রাষ্ট্রকে গড়ে তুলবে ষ্টালিন, তাঁর নিজের মতন করে··· তাঁর নিজের মতন করে তিনি ব্যাখ্যা করবেন মার্কসবাদকে, লেনিনকে! ট্রটস্কীর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। লেনিনের পর, তাঁরই একমাত্র অধিকার, মার্কসবাদকে জগতের লোকের সামনে ব্যাখ্যা করবার···যে বিপ্লব রাশিয়ায় সফল হয়েছে, তাকে সফল করে তুলতে হবে জগতের অন্য সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে···অবিচ্ছেদ বিপ্লবের অনির্বাণ বহ্নি জাগিয়ে রাখতে হবে বিংশ-শতাব্দীর বুকে····

ষ্টালিনের কিন্তু অন্য মত। এক-দেশে যে বিপ্লব সবে মাত্র সার্থক হয়েছে, যাতে তার নব-জাগ্রত শক্তি আঁতুড় ঘরেই না মরে যায়, তার জন্যে আগে তাকে সেই একদেশের মধ্যেই চরম শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে···

ব্যাখ্যার পার্থক্যের আড়ালে বড হয়ে উঠলো আসলে ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের লড়াই। ট্রটস্কীর স্থির ধারণা হলো, ষ্টালিন জীবিত থাকতে, মার্কসবাদ সম্পূর্ণ সার্থক হবার কোন উপায় নেই, ষ্টালিন নীরবে উপলব্ধি করলেন, ট্রটস্কী জীবিত থাকতে এই শিশু রাষ্ট্রের অগ্র-গতির পথ কখনই

নিরাপদ হবে না। ট্রটস্কী তাই চাইলেন, ষ্টালিনের মৃত্যু, হত্যা ছাড়া তাকে জ্রুত করবার আর উপায় নেই। ষ্টালিন চাইলেন, ট্রটস্কীকে হত্যা না করা হলেও, তাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলা, যেখান থেকে নখদন্তহীন স্থবির সিংহের মত সে একটী শশকের প্রাণেও ভয় জাগাতে পারবে না। ট্রটস্কী আয়োজন করতে লাগলেন, ষ্টালিনের হত্যার। ষ্টালিন সম-সাময়িক ইতিহাসের পাতা থেকে কেটে, মুছে, ছিঁড়ে, রবার দিয়ে ঘসে ট্রটস্কীর নাম তুলে দিতে লাগলেন।

মার্কসবাদের ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে, এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের পরিণাম আজ আমরা জানি। ট্রটস্কী ষ্টালিনকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হয়েছেন। ষ্টালিন তাঁর নিহত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বিতীয়বার নিহত করেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ার সম-সাময়িক ইতিহাস থেকে ট্রটস্কীর নাম সরকারী ভাবে তুলে দিয়ে। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিশুরা স্কুল-পাঠ্য জাতির ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পায় না ট্রটস্কীর নাম, যেখানে তারা ভুলেও একটা স্মরণের ফুল রেখে একটা নমস্কার অন্তত করতে পারে। প্রথম অপমৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক এই দ্বিতীয় অপমৃত্যু।

সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে ট্রটস্কী সপরিবারে তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল্‌স্‌-এ এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রাশিয়ায় থাকবার সময় বর্ত্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের অন্যতম নায়করূপে তাঁর যে খ্যাতি ছিল, সেই খ্যাতি নিয়েই তিনি বাহির জগতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। যখন এই সংবাদ জগতে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো যে, ট্রটস্কী নির্বাসিত হয়ে তুরস্কে বসবাস করতে এসেছেন, তখন য়ূরোপ আর আমেরিকার সংবাদ-পত্র-মহলে সাড়া পড়ে গেল। জগতের

প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত সংবাদ-পত্রের বিশেষ প্রতিনিধিরা ছুটলো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে; সোভিয়েট-বিরোধী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের গুপ্তচরেরাও সজাগ হয়ে উঠলো, এই নির্বাসিত লোকটীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে। ট্রটস্কীও নিজের সেই আকর্ষনী-শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সজাগ হয়ে, দ্বিতীয় নেপোলিয়নের মত, নিজের চারিদিকে একটা রাজকীয় শক্তি ও সম্ভাবনার আবহাওয়া গড়ে তুল্লেন। তিনি যে নির্বাসিত, হৃতশক্তি বা দলহীন, তা বোঝবার বিন্দুমাত্র অবকাশ কাউকে দিলেন না। সেরা অভিনেতার মত, তিনি য়ুরোপ আর আমেরিকাকে এই কথাই বোঝাতে চাইলেন, ষ্টালিনকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করবার শক্তি একমাত্র তাঁরই আছে এবং এই সাময়িক পরাজয়কে মুছে ফেলে দিয়ে অচিরকালের মধ্যেই তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবেন, যাতে করে ষ্টালিন এবং তাঁর অনুচরেরা চিরকালের মত ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সোভিয়েট রাশিয়াকে উচ্ছেদ করবার বাসনায় তখন সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রেরা যে-কোন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে উদ্‌গ্রীব। রাশিয়ার তুহিন-প্রান্তর থেকে তাদের চোখের সামনে বোল্‌শেভিজিমের যে ভয়াবহ দানব-মূর্ত্তি জেগে উঠছে, তাকে যদি এখন না উচ্ছেদ করে ফেলা হয়, তা হলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরা আর নিশ্চিন্তে অগ্রসর হতে পারবে না। তাই তারা সকলে এই নির্ব্বাসিত রুষ-বিপ্লব-নায়ককে কাজে লাগাবার জন্যে তাঁর প্রার্থিত মূল্যেই তাঁকে স্বীকার করে নিল। পরাজিত, নির্ব্বাসিত হয়েও তাই ট্রটস্কী পূর্ণতেজে নিজেকে জাহির করলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র-দফতরে—"রেড্‌ নেপোলিয়ান্‌" আখ্যায় তাঁর নতুন নামকরণ হয়ে গেল।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বাভাবিক ভাবে কখন যে মৃত্যু আসবে, তার জন্যে বিপ্লবীরা বসে থাকতে পারে না,
তাই তারা হত্যা দিয়ে তাকে আগিয়ে আনে।

তাঁর আগমনের পূর্ব্বেই তাঁর দলের লোকেরা তুরস্কের প্রিন্‌কিপো অঞ্চলে তাদের নায়কের নতুন বাস-ভবনের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। সেখানে ট্রটস্কী তাঁর হেড্‌-কোয়াটার্স গড়ে তুল্লেন এবং তাঁর চারদিকে একটা রহস্যঘন বিপ্লবের আবহাওয়া বেশ ঘটা করে তৈরী করলেন। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার ভঙ্গীর দিক থেকেও ষ্টালিন এবং ট্রটস্কী ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী। ট্রটস্কীর সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, দৈনন্দিনতার মধ্যে ছিল একটা নাটকীয় ভঙ্গী—একটা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, ষ্টালিন সেখানে একেবারে নীরব—কোন নাটকীয়তার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত তাঁর আশে-পাশে থাকে না।

প্রিন্‌কিপোতে তাঁর বাড়ীকে ঘিরে এমন একটা রহস্যঘন বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হলো যে, সেই সময়ের মত য়ুরোপের সমস্ত সংবাদ-পত্রের দৃষ্টি সেই বাড়ীটার ওপর গিয়ে পড়লো। বাড়ীর চারদিক ঘিরে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তাঁর দলের লোকেরা সশস্ত্রভাবে পাহারা দিতে লাগলো। বাড়ীর আধ-মাইল ঘিরে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত শিকারী কুকুরের দল নিযুক্ত করে রাখা হলো। বাড়ীর ভিতর যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে রীতিমত কঠোর ব্যবস্থা করা হলো ; নতুন সাঙ্কেতিক, গোপন ছাড়-পত্র, দলের লোকদের জন্যে গোপন চিহ্ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সব নতুন করে গড়ে তোলা হলো।

বাড়ীর ভিতরে ট্রটস্কীর লাইব্রেরী ঘরের সামনে, যে ঘরে বসে তিনি বাইরের লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন, সেখানে সদাসর্ব্বদা অস্ত্র-হাতে তাঁর দেহরক্ষীরা পাহারা দিত।

দেখতে দেখতে প্রিন্‌কিপোর সেই বাড়ী সোভিয়েট-বিদ্বেষী য়ুরোপের তরুণবিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠলো। ট্রটস্কীর রোমাণ্টিক ব্যক্তিত্ব বিশ্ব-বিপ্লবের অধিনায়করূপে এক শ্রেণীর তরুণদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করে নিয়ে এলো। য়ুরোপের সেই সদ্য-জাগ্রত আগ্রহকে ট্রটস্কী তাঁর নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রিন্‌কিপোর সেই বাড়ী য়ুরোপের গোপন রাজনীতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠলো। ট্রটস্কী হয়ে উঠলেন, জগতের ১নং বিপ্লবী।

তাঁর শত্রুপক্ষের লোকেরা বলে, এই সময় ট্রটস্কী—লোকের ওপর তাঁর প্রভাবকে আরও গভীর ও রোমাণ্টিক করবার জন্যে নিজের নাটকীয় প্রতিভাকে চরমভাবে কাজে লাগান। কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র-প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে হলে, তিনি আগে থাকতে তাঁর ঘরে নিজের অংশটী ভাল করে রিহার্স্যাল দিয়ে নিতেন। এমন কি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের ভঙ্গীগুলো যাতে নিখুঁত হয়, তার জন্যে আগে থাকতে তার কসরৎ করে নিতেন। এই উক্তির কোন প্রামাণিক বিবরণ আমি পাই নি, তবে তাঁর প্রোপাগাণ্ডার যে একটা নিজস্ব ধরণ ছিল এবং তার মধ্যে নাটকীয়তার অংশ যে অনেকখানিই ছিল, তা সম-সাময়িক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন। তবে একথা ঠিক যে, সে-সময় বাইরের যে সব বিশিষ্ট সাংবাদিককে তিনি সাক্ষাৎকারের সুযোগ দিতেন, তাঁদের সঙ্গে আগে থাকতেই কতকগুলি সর্ত্ত করে নিতেন। তার মধ্যে একটী প্রধান সর্ত্ত হলো,

তাঁরা তাঁদের কাগজে এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণী প্রকাশ করবেন, প্রকাশের আগে তার পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে এবং তাতে তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করতে পারবেন।

এই প্রিন্‌কিপোতে অবস্থানকালেই ট্রটস্কীর সঙ্গে জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকের সাক্ষাৎ হয়। সেই সব সাক্ষাৎ-কারের মধ্যে দুটী কি তিনটী বিবরণ সম-সাময়িক ইতিহাস এবং সাহিত্যে স্থায়ী ভাবে থেকে গিয়েছে। সেই সব বিবরণ পাঠে বোঝা যায় যে ট্রটস্কী প্রশ্নকর্ত্তাদের প্রশ্নের উত্তরে যে ভাষা প্রয়োগ করতেন, তা তার মধ্যে একটা সুমার্জ্জিত নাটকীয়তার লক্ষণ স্পষ্টভাবেই থাকতো এবং তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক-প্রতিভারও নিদর্শন স্পষ্টভাবেই পাওয়া যেতো। এই সব উক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বের সংবাদ-পত্রে ষ্টালিনের বিরোধী একটা জনমতকে গড়ে তোলা। ষ্টালিন এবং ষ্টালিন-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি যে ষড়যন্ত্র গড়ে তুলছেন, তার একটা নৈতিক স্বীকৃতি গড়ে তোলা।

এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে জগৎখ্যাত জার্ম্মান সাহিত্যিক ও জীবনী-লেখক এমিল লুড্‌হবুইগ এবং স্বনামখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক জন গুন্থারের বিবরণী আজ স্থায়ী সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে।

লুডহবুইগের মারফৎ ট্রটস্কী য়ুরোপ আর আমেরিকাকে শোনালেন যে, ষ্টালিন যে পঞ্চম বার্ষিক প্ল্যানের কথা জাহির করেছেন, সেটা সূচনাতেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে……এবং তার ফলে অচিরেই রাশিয়াতে অর্থনৈতিক মহাদুর্গতি দেখা দেবে……বেকারের সংখ্যায় দেশ ভরে যাবে ….এত কষ্টে অর্জ্জিত বিপ্লবের ধনকে ষ্টালিন একেবারে নষ্ট করে ফেলছে …এবং সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে ভেতরে তার বিরুদ্ধে একটা বিরাট দল ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে……

য়ুরোপ এই কথাই বিশ্বাস করতে চাইছিল।

হঠাৎ এই সময় চতুর জীবনী-লেখক একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে ফেল্লেন, রাশিয়ার ভেতরে এখন আপনার প্রভাব কি রকম?

হঠাৎ উত্তর দিতে গিয়ে ট্রটস্কী নিজেকে সামলে নিলেন। কণ্ঠস্বর বদলে শান্তভাবে বললেন, বাইরে থেকে তা অনুমান করা সম্ভব নয়··· কারণ···তাঁর দলের লোকেরা এখন সব ছড়িয়ে পড়েছে···এখন গোপনে তাদের কাজ করতে হচ্ছে······

লুড্‌হবুইগ্‌ পুনরায় প্রশ্ন করেন, কবে আপনি আশা করছেন প্রকাশ্যে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করতে পারবেন?

—বাইরে থেকে যখন একটা সুযোগ দেখা দেবে। আর একটা যুদ্ধ···কিংবা বাইরে থেকে অন্য কোন রাষ্ট্র যদি রাশিয়াকে আক্রমণ করে····তখন···

জন গুন্থার এই সুযোগের স্পষ্টতর উল্লেখ করলেন, সে-সুযোগ একমাত্র আসতে পারে, ষ্টালিনের মৃত্যুর সঙ্গে!

স্বাভাবিক ভাবে কখন যে-মৃত্যু আসবে, তার জন্যে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করে থাকতে পারে না; অথবা স্বাভাবিক নিয়মে কখন সে-যুদ্ধ বাধবে, তার জন্যেও অপেক্ষা করে থাকা যায় না।

সুতরাং, সেই যুদ্ধকে অথবা সেই ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুকে নিজের চেষ্টাতে আগিয়ে আনতে হবে। বিবর্ত্তন আর বিপ্লবে এই খানেই পার্থক্য।

ট্রটস্কী বিবর্ত্তনে বিশ্বাস করতেন না তাই তিনি সর্ব-শক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন, সেই সুযোগকে স্বচেষ্টায় নিকটবর্ত্তী করে আনতে।

# উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকের জগতে সবাই প্রগতিশীল এবং সবাই সমান revolutionary.

বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং তার অনুগামী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার-কার্য্য বিশ্লেষণ করে একজন আমেরিকান লেখক বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার একটা মূল সূত্র আবিষ্কার করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় জগতের লোকের মনস্তত্ত্বে একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন এসে যায়। সব দেশেই লোক অল্প-বিস্তর বিপ্লব-ধর্ম্মী হয়ে ওঠে। যে-পুরাতন ব্যবস্থার ফলে জগতের এই দৈন্য আর দুঃখ, তার মধ্যে তারা আর ফিরে যেতে চায় না। লোকের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায় যে, সেই সব পুরোণ ব্যবস্থার দরুণই তাদের এই দুঃখকষ্ট। সুতরাং, সেই পুরাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে হবে। বিপ্লব কথাটার মানে নিঃশব্দে কখন যে বদলে গেল, তা কারুরই নজরে পড়লো না। যে কেউ, যে কোনও মতবাদ-প্রচার করুক না কেন, তার ভাষার মধ্যে বিপ্লব থাকা চাই, নতুবা জনমতকে আকর্ষণ করা যাবে না। তাই বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা দেখি, ইতালিতে ফ্যাসিসিজেমের বিজয়কে মুসোলিনী বলছেন, ইতালির বিপ্লবের জয়; রাশিয়ায় ফ্যাসিসিজমের শত্রু ষ্টালিনও বলছেন, রাশিয়ায় বিপ্লবের জয়; জার্মানীতে নাৎসী-দলের নেতা হিটলারও নাৎসী দলের জয়-লাভকে বললেন, জার্মাণ-বিপ্লবের জয়। বিপ্লবের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তা আজ আর বিচার করে দেখবার সময় নেই। প্রতিপক্ষকে হেয় করতে হলে,

বলতে হবে সে re-actionary, revolutionary নয়। এই হলো আজকালকার প্রোপাগাণ্ডার টেকনিক। ইংলণ্ডের লর্ড রদারমেয়ার এবং আমেরিকার সংবাদ-পত্র সম্রাট উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্ষ্ট লেনিনকে তারস্বরে গালাগাল দিলেন, bloody revolutionary বলে। তাঁরাই আবার নির্বাসিত ট্রটস্কীকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, রাশিয়ায় ষ্টালিন is betraying the Revolution !

আজকে সকলেই revolutionary, সকলেই প্রগতিশীল।

ইংলণ্ড আর আমেরিকার কাগজেরা তারস্বরে ষ্টালিনকে গালাগাল দিল, revolutionary বলে। রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে ট্রটস্কী ঘোষণা করলেন ষ্টালিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তার কারণ, ষ্টালিন Counter Revolutionary !

সেই বিপ্লবের নাম নিয়েই ট্রটস্কী ষ্টালিনের বিরুদ্ধে য়ুরোপের জনমতকে গড়ে তুলতে সর্বমনপ্রাণ নিযুক্ত করলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে, প্রকাশ্যভাবে তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে, সংবাদ-পত্রের মধ্যে দিয়ে তদানীন্তন সোভিয়েট-রাশিয়ার পরিচালকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকার্য্য সুরু করলেন এবং সেই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মচরিত "My life" লেখেন। এই আত্মচরিতখানি হলো তাঁর অনুষ্ঠিত প্রচার-কার্য্যের প্রধান ভিত্তি এবং এই বইখানির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নায়কেরা ষ্টালিন এবং ষ্টালিন-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন করে তাঁদের প্রোপাগাণ্ডা সুরু করে দিলেন।

বিংশ-শতাব্দীর রাজনৈতিক মানুষ আত্ম-প্রবঞ্চনায় যে কি রকম ভাবে সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা ভাবলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। ট্রটস্কীর

এই আত্মজীবনী পড়ে হিটলারের জীবনীলেখক কোন্‌রাড্ হিডেন লিখছেন, নাৎসী-নায়ক উল্লাসে বলে উঠেছিলেন, “Brilliant !” সোভিয়েট-বিরোধী য়ুরোপের বিভিন্ন গুপ্তচর-বিভাগে এই বইখানিকে নতুন শিক্ষার্থীদের পাঠ্য-তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চীনের সংগ্রামে জাপানীরা যে সব চীন কম্যুনিষ্টদের বন্দী করে, কারাগারে তাদের পড়াবার জন্যে একখানি করে এই বই দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করে, যাতে এই বই পড়ার ফলে, সোভিয়েট-রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। এই একখানি বই, একটি বিরাট সেনা-বাহিনীর মত, সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বকে প্রতিবাদ করে দাঁড়ালো।

এই সঙ্গে রাশিয়ার ভেতরে প্রচারের জন্য মাটীর তলায় গোপন প্রেস থেকে একটী দুটী করে সোভিয়েট-বিরোধী সংবাদ-পত্রও প্রকাশিত হতে লাগলো।

# বিংশ পরিচ্ছেদ

গালিয়া থেকে আমরা শুভ সমাচার এনেছি...

প্রিন্‌কিপোর হেড কোয়াটার্স থেকে ট্রটস্কী সেই বিরাট ষড়যন্ত্রের প্রত্যেকটী অঙ্গ পরিচালনা করতে লাগলেন। এবং এই কাজে তাঁর সব চেয়ে বেশী সহায় হলো, তাঁর পুত্র, সিডভ্।

ষ্টালিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কীর এই সুগভীর বিদ্বেষকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ষোল-আনা তাদের কাজে লাগাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়লো। সেইজন্যে এই একটী লোককে কেন্দ্র করে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচর বিভাগ স্ব স্ব স্বার্থের আনুকূল্যে যে বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বুনে তুলতে লাগলো, তার ধারাবাহিক ইতিহাস যদি কোন দিন প্রকাশিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সে-রকম একটা জট-পাকানো চক্রান্ত জগতের ইতিহাসে আর ঘটে নি। ষড়যন্ত্রের মধ্যে ষড়যন্ত্র, চক্রের মধ্যে চক্র য়ুরোপের প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে গুপ্তচরেরা এমনি এক, রহস্যঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো যে, কে গুপ্তচর আর কে সাধু, তা চিনে ওঠা মুস্কিল হয়ে উঠলো। গত একশো বছরের য়ুরোপের জীবনে গুপ্তচরদের এত বেশী কর্মতৎপর হতে আর কথনো দেখা যায় নি। এই যুগটাকে য়ুরোপের রাজনীতিতে গুপ্তচরদের যুগ বলা যেতে পারে। এবং সেদিন য়ুরোপের রাজনীতি গুপ্তচর আর ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিকদের হাতে যে রূপ-পরিগ্রহণ করে, তাতে প্রাচ্য জগৎ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং রাজনীতির এই প্রাণহীন সংগোপন প্রবঞ্চনার ভয়াবহ পরিণতির বিরুদ্ধেই ভারতবর্ষে মহাত্মাজী দিবালোকের মত স্বচ্ছ, প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ, নতুন এক রাজনীতির প্রবর্ত্তন করেন।

সেকথা এখানে অবান্তর। এখন আমাদের মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্।

য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচর-বিভাগ ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগসাধন করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলো। ট্রটস্কীও তাদের মধ্যে থেকে তাঁর স্বার্থ বুঝে বন্ধু খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হলেন।

জার্মানীতে তখন হিটলারের শক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। সামান্য একজন সৈনিক থেকে হিটলার যুদ্ধে-সর্ব্বস্বান্ত লাঞ্ছিত জার্মানীকে আবার এক নতুন আশ্বাসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। এবং তাঁর গোপন মনে তখন থেকেই য়ুরোপব্যাপী এক জার্মান রাষ্ট্রের স্বপ্ন তিনি লালনপালন করে চলেছেন।

জার্মানীতে তখনও পর্য্যন্ত সোভিয়েটের পররাষ্ট্র-বিভাগের দূত ক্রেস্‌টেনস্কী ট্রটস্কীর গোপন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে চলেছেন। তখনও পর্য্যন্ত ষ্টালিনের সন্দেহ তাঁর ওপর পড়েনি। ক্রেস্‌টেনস্কীর মারফতই ট্রটস্কী জার্মান সমর-বিভাগ থেকে গোপন চুক্তি অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করে চলেছেন এবং তার পরিবর্ত্তে ক্রেস্‌টেনস্কী জার্মান গুপ্তচর বিভাগকে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করছেন। রীতিমত ব্যবসা…ওজন করে দেওয়া-নেওয়া।

পরে যখন ক্রেস্‌টেনস্কী ধরা পড়েন এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তাঁরও বিচার চলে, তখন তিনি প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্বীকার করেন, ১৯২২ থেকে আরম্ভ করে ১৯৩০ পর্য্যন্ত, জার্মান সমর-বিভাগ থেকে তাঁরা ২০ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক পেয়েছিলেন।

এই সময় ট্রটস্কী তাঁর পুত্র সিডভ্‌কে বার্লিনে পাঠান, বার্লিন থেকে সোভিয়েটের ভিতরে তাঁদের দলকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে। ছাত্রের ছদ্মবেশে সিডভ্‌ বার্লিনের এক প্রান্তে একটা আলাদা বাসা ভাড়া

নিলেন। কোন জার্মান বৈজ্ঞানিক পরিষদে কাজ শেখবার জন্যে তিনি এসেছেন, সেই মর্ম্মেই পাসপোর্ট জোগাড় করেছিলেন।

সরকারীভাবে তখনও পর্য্যন্ত জার্মানী ডেমোক্রাসী রূপেই পরিচিত। এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার বাণিজ্য-চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য-গত আদান-প্রদান পূরামাত্রায় চলেছে। রাশিয়ায় ষ্টালিন তখন পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন নতুন শিল্প ও কল-কারখানার আয়োজনে ব্যস্ত। সেই শিল্প-প্রসারের কাজে জার্মান কারখানা থেকে ভারে ভারে যন্ত্রপাতি রাশিয়াতে যাচ্ছে। এবং রাশিয়াতে নতুন খনি সংক্রান্ত এবং বৈদ্যুতিক শিল্প সংক্রান্ত যে সব কাজ সুরু হয়েছিল, তা পরিচালনা করবার জন্যে জার্মানী থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বমূলক পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাই সেই সময় রাশিয়া থেকে যেমন দলে দলে ব্যবসায়ী যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে জার্মানীতে আসছিল, জার্মানী থেকেও তেমনি বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং কারিকরের দল রাশিয়াতে যাচ্ছিল। রাশিয়ার সেই সব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বহু দায়িত্বমূলক উচ্চপদ তখন জার্মান বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছিল। ট্রটস্কীর লক্ষ্য হলো, এই সব জার্মান বিশেষজ্ঞদের হাত করে, রাশিয়ার সেই সব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে ষ্টালিনের পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনাকে ভূমিস্যাৎ করা। সেই উদ্দেশ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যে তিনি সিডভ্‌কে বার্লিনে পাঠান।

পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্যে ট্রটস্কী নিজেই তাঁর পুত্রের একটী ছোট জীবন-কাহিনী রচনা করেন। সেই জীবনীতে তিনি নিজে এই ব্যাপার সম্পর্কে লিখেছেন, বার্লিনে সিডভ্‌ অতন্দ্রভাবে সারাদিন খুঁজে বেড়াতো, কোথায় কিভাবে রাশিয়ার সঙ্গে নতুন যোগসূত্র স্থাপন করা

যায়। তার জন্যে সে টুরিষ্টদের মেসে মেসে, রেল-ষ্টেশনে, ছাত্রাবাসে, যেখানে রুষ-ছাত্ররা পড়াশুনা করবার জন্যে আসতো, বিদেশী রাষ্ট্রের দফতরে দফতরে ছদ্মবেশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াতো। জার্মান এবং রুষ গুপ্তচরদের হাত এড়াবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে রাস্তায় রাস্তায় লুকিয়ে বেড়াতে হতো। এই সময় রাশিয়া থেকে একদল সরকারী লোক জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তির ব্যাপারে বার্লিনে আসে। সেই দলের মধ্যে একজন বিশিষ্ট অফিসার ছিলেন স্মার্ণভ।

ট্রটস্কী যখন রাশিয়ায় ছিলেন তখন স্মার্ণভ ছিল তাঁর দলের একজন প্রধান কর্ম্মী। সন্দেহক্রমে স্মার্ণভ কারারুদ্ধ হয়। কারাবাসকালে স্মার্ণভ এক ফন্দী করে নিজের মুক্তি অর্জ্জন করে। নিজের দোষ স্বীকার করে' প্রকাশ্যভাবে ট্রটস্কীকে পরিত্যাগ করবার সংকল্প জানায় এবং এইভাবে পুনরায় পার্টিতে প্রবেশ লাভ করে। ট্রটস্কীর দলের অনেক প্রধান কর্ম্মী এই ফন্দী অবলম্বন করে। পার্টিতে পুন প্রবেশ করে' তারা দলের বিশ্বাস অর্জ্জন করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা ট্রটস্কীর দলেরই লোক থেকে যায়। ট্রটস্কীর পরামর্শ অনুযায়ীই তারা এই ফন্দী অবলম্বন করে এবং তার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে তখনও পর্যন্ত এইভাবে ট্রটস্কীর বহু অনুচর কাজ করছিল। তাদের ওপরই ছিল ট্রটস্কীর প্রধান ভরসা। স্মার্ণভ নিজের যোগ্যতায় অচিরকালের মধ্যেই রাশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য কমিশনে বিশেষ সভ্যরূপে মনোনীত হয় এবং সেই সময় এক বাণিজ্য-চুক্তির ব্যাপারে তাকে বার্লিনে আসতে হয়।

সিডভ্ যথাকালে এই সংবাদ পায় এবং গোপনে স্মার্ণভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে শহর থেকে দূরে এক বিয়ার হলে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। স্মার্ণভের সঙ্গে দেখা করে সিডভ্ ট্রটস্কীর পরিকল্পনার

কথা তাকে জানায়। ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগসূত্র মাঝখানে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুণ স্মার্ণভ ট্রটস্কীর তদানীন্তন পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতো না। সিডভের কাছে জানতে পারলো যে, ট্রটস্কী পুনরায় আঘাত করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন এবং একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন। সেই পরিকল্পনাকে তিনটী প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, প্রথম হলো, রাশিয়ার ভেতরে সোভিয়েট-বিরোধী যে সব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে, যেমন মেনসেভিক দল, জেনোভিভের দল, বুখারিনের দল, সোশ্যাল রিভলিউশ্যানারীর দল এবং ট্রটস্কীর দল, তাদের সকলকে একত্র করতে হবে, সূক্ষ্ম রাজনৈতিক মতবাদের চুল-চেরা ঝগড়া পরিত্যাগ করে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে তাদের সকলের শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয় হলো, এতদিন শুধু প্রচারকার্য্যের মধ্যে দিয়ে যে-আন্দোলন চলেছিল, এখন থেকে তাকে সামরিক মূর্তি দিতে হবে। অর্থাৎ টেরারিজমের সাহায্যে প্রতিপক্ষ দলের প্রধান ব্যক্তিদের হত্যা করতে হবে। তৃতীয় হলো, পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব নতুন কল-কারখানা হয়েছে, যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে অথবা সরিয়ে ফেলে তাদের কাজকে অচল করতে হবে; তার জন্যে এই সব প্রতিষ্ঠানের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যে সব অফিসার আছে, তাদের দলে আনতে হবে। তিন দিক থেকে এইভাবে আক্রমণ করে শাসন-যন্ত্রকে বিকল করে দিতে হবে।

সিডভ্ ট্রটস্কীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্মার্ণভকে জানালো যে, আপাতত স্মার্ণভের কাজ হবে, রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে দলের প্রধান কর্ম্মীদের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সজাগ করে তোলা এবং রাশিয়া থেকে দলের কাজের সংবাদ নিয়মিতভাবে বিশ্বস্ত দূত মারফৎ বার্লিনে পাঠানো। সিডভ্ বার্লিনে সেই সংবাদ গ্রহণ করবার জন্যে অপেক্ষা

করবে এবং বার্লিন থেকে ট্রটস্কীকে এই সংবাদ জানানো হবে। এই সব গোপন দূতদের অভিজ্ঞানের জন্যে সিডভ্ নতুন এক সাঙ্কেতিক বাণী তৈরী করলো, তারা বলবে গালিয়া থেকে আমরা শুভ সমাচার এনেছি।

সেই বিয়ার হলের সাক্ষাৎ শেষ হবার আগে সিডভ্ স্মার্ণভকে আর একটা কাজের ভার দিলেন। সেই সময় বার্লিনে রাশিয়া থেকে যে ট্রেডমিশন এসেছে, তার অধিনায়কের কাছে এই সংবাদটুকু পৌছে দিতে হবে যে, সিডভ্ বার্লিনেই আছে এবং তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পরামর্শ করতে চায়।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

শব্দের অর্থ নিয়ে সূক্ষ্ম নৈতিক বাদ-বিচার করা বিপ্লবীর শোভা পায় না।

এই ট্রেডমিশনের অধিনায়ক হয়ে যিনি এসেছিলেন, পিতার কাছ থেকে সিডভ জানতে পারে যে সেই ব্যক্তি ট্রটস্কীর একজন বিশেষ ভক্ত এবং একদিন তাঁরই অনুচর ছিলেন। নাম য়ুরি পিয়াটাকভ্।

স্মার্ণভ পিয়াটাকভের অফিসে গিয়ে গোপনে সিডভের বার্ত্তা পৌঁছে দিল। পিয়াটাকভ দেখা করতে রাজী হলো, "আম-জু" নামে একটা কাফেতে এই গোপন সাক্ষাৎকার হবে স্থিরীকৃত হলো।

সেই কাফেতে সিডভ পিয়াটাকভকে জানালো যে, তার পিতার নির্দ্দেশ মত, পিতার প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে। উদ্দেশ্য, তাঁকে জানানো যে, ষ্টালিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ট্রটস্কী পুনরায় আয়োজন করছেন। এবং সিডভ সোজাসুজি পিয়াটাকভকে জিজ্ঞাসা করলো, ট্রটস্কী জানতে চান, আপনি এই সংগ্রামে তাঁর পক্ষে কোন অংশ গ্রহণ করতে চান কি না?

হঠাৎ এই প্রস্তাবে পিয়াটাকভ প্রথমে হাঁ বা না কিছুই বলতে পারেননি। তাঁকে কিছুদিন ভাববার সময় দিয়ে সিডভ দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে দেখা করলো এবং জানালো যে পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রটস্কী অগ্রসর হচ্ছেন তাতে তাঁদের সহযোগিতা তিনি একান্তভাবেই কামনা করেন। এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস যে অচিরকালের মধ্যেই তিনি কৃতকার্য্য হবেন। তাঁর ওপর ট্রটস্কীর কতখানি আশা আছে, সে-কথা কৌশলে উত্থাপন করে সেই নবীন ষড়যন্ত্রকারী আসল দরকারের কথা উত্থাপন

করলো, আপনি বুঝতেই তো পারছেন, এজাতীয় ষড়যন্ত্রে টাকার কতখানি প্রয়োজন। বাবা আশা করেন সেই দিক দিয়ে, আপনি যথেষ্ট তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।

পিয়াটাকভ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার দ্বারা এত টাকা সাহায্য করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ?

সিডভ ট্রটস্কীর পরামর্শ অনুযায়ী তার পন্থা পিয়াকটভের সামনে উপস্থিত করে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে বড় বড় অর্ডারগুলি তাদের নির্দিষ্ট জার্মান ফার্মকে দিতে হবে। এই রকম দুটী জার্মান ফার্মের সঙ্গে তাদের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে, একজনের নাম বোরোসিগ আর একজনের নাম ডেমাগ। দুটীই খুব বড় প্রতিষ্ঠান। অর্ডার দেবার সময় পিয়াটকভকে দাম বেশী করেই ধরতে হবে। বোরসিগ আর ডেমাগের কাছ থেকে ট্রটস্কী কমিশন বাবদ সেই বাড়তি টাকাটা আদায় করে নেবেন এবং তারা দিতেও রাজী হয়েছে। এইভাবে পিয়াটাকভ যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পিয়াটাকভ সম্মত হলেন।

পিয়াটাকভের সঙ্গে বন্দোবস্ত পাকাপাকি করে সিডভ আর দুজন সোভিয়েট অফিসরকে এই গোপন-চক্রের অন্তভুক্ত করবার জন্যে সচেষ্ট হলো। একজন হলেন, এ্যালেক্সী শেষ্টভ, পিয়াটাকভের অধীনে যে ট্রেডমিশন এসেছিল, শেষ্টভ তার মধ্যে এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। আর একজন হলেন, বেসোনভ, তিনিও সোভিয়েট বাণিজ্য সংক্রান্ত আর এক মিশনে তখন বার্লিনে এসেছিলেন।

বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার যে বাণিজ্য-দফতর ছিল, বেসোনভ তার একজন প্রধান কর্ম্মকর্তা। এই দফতরের মারফৎ য়ুরোপের আরও দশটী রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বাণিজ্য-সম্বন্ধ বজায় ছিল। সুতরাং

সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে বোসানভই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন। স্থির হয় যে, রাশিয়া থেকে সমস্ত সংবাদ বোসানভের মারফৎ সিডভ্ বা ট্রটস্কীর কাছে পৌঁছবে।

ছাত্রাবস্থাতেই শেষ্টভ ট্রটস্কীর দলে যোগদান করেন এবং সেইদিন থেকেই তাঁর ওপর ট্রটস্কীর ব্যক্তিগত প্রভাব রীতিমত ভাবেই প্রতিফলিত হয়। ট্রটস্কীর পূর্ব ভক্তদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। তারপর নানা কারণে তাঁর সঙ্গে মাঝখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

সিডভ্ যখন তাঁর সঙ্গে বার্লিনে দেখা করে, তখন শেষ্টভ সোভিয়েট রাশিয়ার একটা অতি প্রয়োজনীয় পদে অধিষ্ঠিত। নতুন পরিকল্পনায় সাইবেরিয়াকে উন্নত করবার জন্যে যে ট্রাষ্ট গঠিত হয়, শেষ্টভ সেই ট্রাষ্টের একজন বিশিষ্ট সভ্য।

সিডভ্ শেষ্টভের কাছে প্রস্তাব করলো যে তাঁকে একজন জার্ম্মান ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। সেই জার্ম্মানটীর নাম হলো ডেহ্‌লম্যান্। মস্ত বড় এক জার্ম্মান ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মের কর্ত্তা। এই ফার্ম্মের বহু জার্ম্মান বিশেষজ্ঞ সাইবেরিয়ার খনিতে তখন কাজ করছে।

সিডভ জানালো, রাশিয়ায় ফিরে যাবার আগে, ডেহলম্যানের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা সব ঠিক করে যেতে হবে। সাইবেরিয়ায় সোভিয়েট অর্থনৈতিক বিপত্তি ঘটাবার কাজে ডেহ্‌লম্যান তাঁদের সব চেয়ে বড় সহায়। ডেহ্‌লম্যানের সাহায্যের মূল্য স্বরূপ শেষ্টভকে সাইবেরিয়ার খনি-সংক্রান্ত গোপন সংবাদ তাকে সরবরাহ করতে হবে।

সিডভের প্রস্তাবে শেষ্টভ প্রথমে সচকিত হয়েই ওঠে। বলে, তোমার প্রস্তাব স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে স্পাই হওয়া।

পাকা ষড়যন্ত্রকারীর মত সিডভ বলে, স্পাই! টেরারিষ্টদের অভিধানে ওর অর্থ আলাদা। সামান্য একটা "শব্দ" নিয়ে এত বাদ-বিচার করা

বিপ্লবীদের শোভা পায় না। যদি টেরারিজিম্‌কে গ্রহণ করতে আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে প্রতিপক্ষের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তির মূলে আঘাত করতে, যে-কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক্ না কেন, তার নৈতিক মূল্য যাচাই করবার কোন দরকার নেই। এর মধ্যে সূক্ষ্ম নৈতিক বাদ-বিচারের স্থান নেই!

শিষ্টভের মনের মধ্যে তখনও যে দ্বন্দ্ব চলছিল, তা বোঝা যায়, তার কয়েকদিন পরে যখন স্মার্ণভের সঙ্গে শিষ্টভের দেখা হয়। স্মার্ণভকে সব কথা জানিয়ে শিষ্টভ তার পরামর্শ চায়। বলে, সিডভের প্রস্তাব মত আমাকে ডেহল্‌মানের সঙ্গে যোগ দিতে হবে···ডেহল্‌মান স্পাইগিরি আর স্যাবোটাজ করছে···আমাকেও তাই করতে হবে···

সিডভের মত স্মার্ণভও বলে ওঠে, ও কথা দুটোর মধ্যে কি আছে? আসল কথা হলো, সংগ্রাম এবং সংগ্রামে জয় লাভ করা। সময় চলে যাচ্ছে, ষ্টালিনের হাত থেকে যদি আধিপত্য কেড়ে নিতে হয় তো এই সময়···এখন কথা নয়, কাজ করতে হবে···তার জন্যে যদি জার্ম্মানদের সাহায্য নিতে হয়, দোষ কি তাতে?

এই সাক্ষাৎকারের পর দেখি, শিষ্টভ জার্ম্মান সামরিক গুপ্তচর-বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানে তার গোপন নাম হয়েছে আলোয়সা।

মস্কোতে ফিরে যাবার সময় শেষ্টভ গোপনে ট্রটস্কীর একটী চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, পিয়াটাকভ্‌কে দেবার জন্যে। পিয়াটাকভ্ তার আগেই মস্কোতে ফিরে গিয়েছিলেন। শেষ্টভ জুতোর সুখতলার নীচে চিঠিটা লুকিয়ে নিয়ে যায়। সেই চিঠিতে ট্রটস্কী পিয়াটাকভ্‌কে ষ্টালিন-বিরোধী বিভিন্ন দলকে কিভাবে একত্র করতে হবে এবং তারা কি ভাবে কাজে অগ্রসর হবে, তার নির্দ্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

য়ুরোপ নাৎসী-বিভীষিকার অভ্যুদয়।

এইভাবে প্রিন্‌কিপোর হেড কোয়াটার্স থেকে ট্রটস্কী ষ্টালিনের শাসন উচ্ছেদ করবার জন্যে সারা য়ুরোপব্যাপী এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চল্লেন।

পূর্ব্বেই বলেছি এই চক্রান্তের তিনটী বিভিন্ন অঙ্গ—

প্রথম অঙ্গ হলো, ষ্টালিন-বিরোধী বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দলকে একত্র করা।

দ্বিতীয় হলো, গুপ্তহত্যার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান ব্যক্তিদের সরিয়ে ফেলা।

তৃতীয় হলো, সাবোটাজের দ্বারা পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাকে ভূমিসাৎ করা।

এবং এই তিনটী ব্যবস্থার দ্বারা রাশিয়ার মধ্যে যে অসহায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, তার মধ্যে শাসন-যন্ত্রকে অধিকার করে নেওয়া।

১৯৩২-৩৩ থেকে কয়েক বৎসর কাল য়ুরোপের প্রধান সংবাদপত্র-গুলোর প্রতিদিনের সংখ্যার যদি পাতা উল্টে যাওয়া যায়, তাহলে তাদের প্রত্যেক পাতা থেকে এক-জাতীয় সংবাদ ছোট বড় মাঝারি হরফে অনবরত চোখে পড়বে, সে হলো গুপ্ত-হত্যা আর হঠাৎ আক্রমণের সংবাদ। একটা মারাত্মক ব্যাধির মড়কের মত গুপ্তহত্যার বীজ য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে যেন অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়লো। মাটীর তলায় অন্ধকারে যে কালনাগিণীরা এতকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিষ সঞ্চয় করছিল, তারা যেন সহসা অন্ধকার আবরণ ত্যাগ করে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। য়ুরোপের রাজনীতি এই

হিংসা আর হত্যার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে বিষকন্যার মত মানব-সভ্যতাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করলো। তার স্পর্শ যে সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের দেশের হাওয়াকে কলুষিত করে নি, তা নয়, তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই সময় এই সুপ্রাচীন সভ্যতার অবিনশ্বরতার অন্তর থেকেই যেন এক নীলকণ্ঠ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি জগতের উপহাসকে মাথায় নিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করলেন, এই বিষ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে অমৃত-তত্ত্ব, উদ্দেশ্য আর উপায়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলবার্ত্তাকে নতুন করে জগতের সামনে তুলে ধরলেন। ভারতবর্ষকে উপদেশ দিলেন, পথভ্রান্ত য়ুরোপকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে যে কোন উপায়ই উপায় নয়। মহাকালের রাজত্বে আজকের জয়লাভটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। মনুষ্যত্বকে খর্ব করে মানবকে উদ্ধার করবার এই উন্মত্ত অভিযান, এ অভিযান থেকে ভারতবর্ষকে সরে দাঁড়াতে হবে। আজ থেকে কয়েক যুগ পরে যখন সভ্যতার ইতিহাস-লেখক, এশিয়া আমেরিকা য়ুরোপ আর আফ্রিকা এই চারিটী মহাদেশের সমস্ত ঘটনাকে একসঙ্গে চোখের সামনে দেখতে পাবেন, তখন তাঁর প্রসারিত দৃষ্টির সামনে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যপাদে মহাত্মাজীর কল্যাণ-অস্তিত্ব, শুধু ভারতবর্ষের দিক থেকে নয়, বিশ্ব-সভ্যতার সেই আত্মিক অপমৃত্যুর যুগে সব চেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার বলে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু এখানে, সে-কথা হয়ত আজ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হবে। তাই সে-কথা থাক।

য়ুরোপের সেই ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে কখন যে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সেদিন কেউ তা বলতে পারতো না। সবই যেন এক ভয়াবহ অনির্দ্দিষ্টতার চক্রান্তে চলেছে। আজ রাষ্ট্রের যে গঠন আছে,

কালই তা পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে; আজ যে জন-নায়ক, কাল সে নির্বাসিত অথবা নিহত; যে নির্বাসনে আছে, সে হঠাৎ আক্রমণের ফলে হয়ত পুনরায় শাসন-যন্ত্র অধিকার করে নিতে পারে: হত্যা, ষড়যন্ত্র, গোপন-চক্রান্ত, হঠাৎ আক্রমণ……সমস্ত য়ুরোপ যেন ফুটন্ত কড়ার মত টগবগ করে তখন ফুটছে।

এই নতুন আবহাওয়ার ঝঞ্ঝা-কেন্দ্র হলো বার্লিন। হিটলার তাঁর রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের একটা নৈতিক পটভূমি রচনা করবার জন্যে জার্ম্মান-দার্শনিক প্রতিভাকে কাজে লাগালেন। সাম্যবাদের অন্তর্নিহিত মানব-কল্যাণের যে মন্ত্র আছে, সাম্যবাদীদের যতই নিন্দা করা যাক না কেন, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই তার পরিবর্ত্তে হিসাবে একটা নতুন কিছু দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করা চাই। হিটলারের অনুপ্রেরণায় এক শ্রেণীর জার্ম্মান কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, প্রচারক সারা য়ুরোপের মধ্যে নতুন আর্য্যামির এক তত্ত্ব প্রচার করতে লেগে গেল। কিন্তু সেই সব ভাবগত ধাপ্পাবাজীর আড়ালে য়ুরোপের বাস্তব জীবন এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার ষড়যন্ত্রে চঞ্চল হয়ে উঠলো। প্রত্যেক দেশে হিটলার তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশবৈরী একটা সংগোপন কেন্দ্র গড়ে তুলতে লাগলেন, যারা বাইরে থেকে তিনি যখন আক্রমণ করবেন, ভেতর থেকে তাঁকে সাহায্য করবে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতের কুৎসিততম প্রাণী, নতুন পরিভাষায় যাদের পঞ্চম বাহিনী বলা হয়, এইভাবেই সেদিন তাদের উদ্ভব হয়। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নামে তারা সেদিন শক্তি সঞ্চয় করছিল।

ফ্রান্সে তাদের নাম ছিল, Caogoulards এবং Croix de Feau,

ইংলণ্ডে তাদের নাম ছিল, Union of Facsists,

বেলজিয়ামে তাদের নাম ছিল, Rexists,

পোলাণ্ডে তাদের নাম ছিল, POW,

চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাদের নাম ছিল, Henlinists এবং Hlinka Guards,

নরওয়েতে তাদের নাম ছিল, Quislingites,

রুমানিয়াতে তাদের নাম ছিল, Iron guards,

বুলগেরিয়াতে তাদের নাম ছিল, IMOR,

ফিনল্যাণ্ডে তাদের নাম ছিল, Lappo,

লুথিয়ানিয়াতে তাদের নাম ছিল, Iron Wolf,

লাটভিয়াতে তাদের নাম ছিল, Fiery Cross,

বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন দেহ হলেও, তাদের প্রত্যেকের হৃদ্-স্পন্দন নাৎসীজার্মানীর সঙ্গে বিজড়িত ছিল। এবং তাদের প্রত্যক্ষ প্রোগ্রাম যাই হোক, তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ও কামনা ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার উচ্ছেদ।

আজ একথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, এতগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের এবং দলের বিরোধিতাকে নস্যাৎ করে সোভিয়েট রাশিয়া একক ভাবে যে আজও পর্য্যন্ত পূর্ণশক্তিতে বিরাজ করছে, তার আদর্শের মধ্যে সত্যিকারের প্রাণবস্তু না থাকলে, তা কখনই সম্ভব হতো না। এবং এই সব ক্ষণস্থায়ী দলের সেই ব্যাপক অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে য়ূরোপীয় রাজনীতি তখন গোপন ষড়যন্ত্রের কাছে কিভাবে আত্মবিক্রয় করেছিল।

যে-সময়ের কাহিনী লিখতে বসেছি, সে-সময় এই নাৎসী শক্তি-উন্মাদনা এবং তার বিরুদ্ধে বোলসেভিকদের যে-কোন উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা য়ূরোপে হত্যা আর ষড়যন্ত্রের একটা মড়ক এনে দেয়। হিটলারের শক্তি-অর্জ্জনের মুখে, ১৯৩৩-এর অক্টোবর থেকে পরের বছর অক্টোবর

মাস পর্য্যন্ত, এই এক বছরের মধ্যে য়ুরোপে নাৎসী টেরারিজিমের ফলে যে-সব হত্যাকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ব্যাভিচার ঘটে, কোন আমেরিকান লেখক তার একটা তালিকা তৈরী করেছেন। সেই তালিকাতে শুধু বড় বড় ঘটনাগুলিরই উল্লেখ করা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত ছোট খাট ঘটনাগুলিকে বাদ দেওয়াই হয়েছে। পাঠকদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যে এখানে সে-তালিকাটি উদ্ধৃত করে দিলাম—

অক্টোবর ১৯৩৩—পোলাণ্ডের Lvov সহরে পোলাণ্ডস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত এ্যালেক্স্ ম্যায়লভের হত্যা।

ডিসেম্বর ১৯৩৩—রুমানিয়াতে স্থানীয় নাৎসী দল Iron guard কর্ত্তৃক রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী আইয়ন ডুকার হত্যা।

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪—ফ্রান্সে প্যারিস সহরে ফরাসী নাৎসী-দল Croix de Feu-এর সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

মার্চ্চ ১৯৩৪—এস্তোনিয়াতে নাৎসী-ষড়যন্ত্রের ফলে "Liberty Fighters" দল কর্ত্তৃক হঠাৎ রাজ্য-অধিকারের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র আক্রমণ।

মে ১৯৩৪—বুলগেরিয়াতে অনুরূপ ঘটনা।

মে ১৯৩৪—লাটভিয়াতে অনুরূপ ঘটনা।

জুন ১৯৩৪—নাৎসী গোপন-দল POW কর্ত্তৃক পোলাণ্ডের গৃহ-সচিব জেনারেল Pierackii-র হত্যা।

জুন ১৯৩৪—পোলাণ্ডে POW কর্ত্তৃক Ivan Babiy-র হত্যা।

জুন ১৯৩৪—লুথিয়ানায় নাৎসী-ষড়যন্ত্রে Iron Wolf সম্প্রদায়ের হঠাৎ আক্রমণ।

জুন ১৯৩৪—মিউনিক এবং বার্লিনে হিটলার নিজের দলের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রভাব আশঙ্কা করে' চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্ম্মাণ সামরিক বিভাগের বহু প্রধান ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাতারাতি তাঁদের বুলেট-বিদ্ধ দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়।

জুলাই ১৯৩৪—অষ্ট্রিয়ায় হঠাৎ নাৎসী আক্রমণ এবং চ্যান্সেলর Dollfuss এর হত্যা।

অক্টোবর ১৯৩৪—যুগোশ্লোভিয়ায় নাৎসী-বিপ্লবী দল Ustachi-র অভ্যুত্থান এবং যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেক-জাণ্ডারের হত্যা।

অক্টোবর ১৯৩৪—যুগোশ্লোভিয়ায় Ustachi দল কর্ত্তৃক ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব Barthou-এর হত্যা।

এই তালিকা থেকে সেই সময়কার য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে এক মিনিটেরও বেশী সময় লাগে না। নির্লজ্জ শক্তির বিলাসে রাজ্য-বিস্তারের এক প্রচণ্ড লোভে, হিটলার তখন য়ুরোপের চারিদিকে বিষবৃক্ষ রোপণ করে চলেছেন। প্রত্যেক রাজধানীতে তাঁর গুপ্তচরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের অন্তর্নিহিত গোপন শক্তি-লালসার সুযোগ নিয়ে এই একটী লোক, প্রত্যেক দেশে এক নতুন ধরণের দেশ-দ্রোহীর দল সৃষ্টি করে চলেছে। আজ যে লোক রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করলো, সে যে কাল সকালে উঠে সূর্য্যকে দেখতে পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রত্যেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার পেছনে ছায়ার মত মৃত্যু তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একমাত্র বুলেটের যুক্তিই চরম যুক্তি।

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হিটলার চাইলেন, ষ্টালিনকে সরাবার কাজে ট্রটস্কীর বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে, ট্রটস্কী সেই সুযোগে জার্ম্মান সাহায্যে নিজের অবস্থাকে কায়েমী করে নিতে অগ্রসর হলেন।

এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের আবহাওয়ায় ট্রটস্কী তাঁর বিপ্লব-প্রতিভা স্ফুরণের যেন চরম সুযোগ দেখতে পেলেন। এই তরঙ্গকে আশ্রয় করেই তাঁকে উঠতে হবে। একদিকে হিটলার, আর একদিকে ট্রটস্কী, অন্য আর একদিকে ষ্টালিন, য়ুরোপের সব প্রত্যক্ষ ঘটনার আড়ালে চলতে লাগলো এই তিনটী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গোপন সংঘর্ষ। সেই সময়কার সংবাদ-পত্রের প্রকাশিত সাধারণ ঘটনার আড়ালে, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই তিনটী লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে যেভাবে দাবার চাল দিয়ে চলেছে, সেই ভাবেই "বড়ে"রা নড়ে চড়ে বসেছে।

ট্রটস্কীকে নিয়ে সেই সময় য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নির্বাসিত এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবীটীকে কোন রাষ্ট্রই ভরসা করে আশ্রয় দিতে পারে না। মূর্ত্তিমান ষড়যন্ত্র এবং বিপ্লবের অনির্বাণ শিখার মত এই দুর্জ্জের লোকটী যে-কোন সময় রাষ্ট্রের বিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং তার সোভিয়েট-বিরোধী কার্য্যকলাপের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সেই সব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্কও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

অথচ তাঁর নিজের এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্য-বোধ ছিল যে, কারুর সঙ্গে তাঁর আপোষ করাও সম্ভব হয় নি। হিটলারের

মত, ট্রটস্কীও চেয়ে ছিলেন, সর্ব অবস্থায় সর্ব-ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের স্থান অধিকার করে থাকতে। সেই পরাজিত, নির্বাসিত অবস্থার মধ্যেও ট্রটস্কী নেপোলিয়ানের মত নিজের শক্তির বৈশিষ্ট্যে নিজেকে অপরাজেয় সেনাপতির মতন জাহির করতেন।

প্রিন্‌কিপোতে তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন, তার চারিদিকে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, যেন সেখানে কোন নির্বাসিত লোক বাস করে না, সেখানে বাস করেন জগতের একজন প্রধানতম সেনানায়ক। ক্রমশ তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হয়েই তাঁকে তুরস্ক থেকে সরে যেতে আদেশ করলো। যে-দেশেই প্রবেশ করেন, সেখানেই বেশীদিন বাস করবার অনুমতি পান না। এক দেশ থেকে আর এক দেশে ভেসে বেড়ান। এই ভাসমান অবস্থার মধ্যে সেই বিরাট ষড়যন্ত্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কোন এক স্থানে নিজের স্থায়ী হেড কোয়াটার্স গড়ে তুলতে হবে। বহু চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের সেই সময়ের রাষ্ট্র-নায়কদের কাছে তিনি সহানুভূতি পেলেন। সেই সময় হিটলারের প্রভাবের ফলে ফ্রান্সের মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী একটা শক্তিশালী দল খাড়া হয়ে উঠছিল। এই দলের নেতা স্বরূপ দালাদিয়ে তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেট। দালাদিয়ে ট্রটস্কীকে আশ্রয় দিলেন। দক্ষিণ ফ্রান্সে পিরাণী পাহাড়ের পাদদেশে স্যাঁৎপ্যালে নামক এক গণ্ড-গ্রামে ট্রটস্কী নতুন করে তাঁর হেড কোয়াটার্স গড়ে তুল্লেন।

য়ুরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে হিটলার তখন যে সব গোপন কেন্দ্র গড়ে তুলছিলেন এবং যে সব কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় তাঁর চরেরা হত্যার বিভীষিকা ছড়িয়ে চলেছিল, সেই বিরাট আয়োজনের ভার ছিল তাঁর দুজন বিশ্বস্ত অনুচরের ওপর। একজন হলেন, আলফ্রেড্ রোজেনবার্গ,

দ্বিতীয় জন হলেন, রুডল্‌ফ্‌ হেস্‌। এই দুইটী লোকের ওপর ভার ছিল, নাৎসী জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রবিভাগ। রোজেনবার্গ ছিলেন NSDAP* এর সর্বময় কর্ত্তা…জগৎ জুড়ে হাজার হাজার যে সব নাৎসী গুপ্তচর আর স্পাই হিটলারের অভিসন্ধি অনুযায়ী তাঁর ভবিষ্যৎ আত্মবিস্তারের পথ তৈরী করে চলেছিল, রোজেনবার্গ ছিলেন তাদের কর্ত্তা। তাঁরই ইঙ্গিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাটীর তলার অন্ধকার জগতে এই সব কাল-নাগেরা ঘোরা-ফেরা করতো। হেসের ওপর ভর ছিল, হিটলারের প্রতিনিধিস্বরূপ, পররাষ্ট্রবিভাগের সঙ্গে সমস্ত গোপন চুক্তি পরিচালনা করা।

হিটলার জার্ম্মানীর সর্বময় ডিক্টেটর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (১৯৩৩) রোজেনবার্গের দৃষ্টি ট্রটস্কীর উপর গিয়ে পড়লো। ষ্টালিনের চিরশত্রু এই লোকটীকে কি ভাবে তাঁদের কাজে লাগানো যেতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে কতখানিই বা তার শক্তি-সামর্থ তা যাচাই করে দেখা দরকার। ট্রটস্কীও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। যদিও জার্ম্মান সামরিক বিভাগের কাছ থেকে তিনি গোপন চুক্তি অনুযায়ী অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছিলেন কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই যোগাযোগ খুব বেশী মূল্যবান্‌ ছিল না। আসলে জার্ম্মানরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা সম্পর্ক তখনও পর্য্যন্ত ছিল না; তাঁর আসল প্রয়োজন ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালনার কাজে জার্ম্মান রাষ্ট্রের সাহায্য। একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া এই বিপ্লবকে জয়ী করে তোলা অসম্ভব। এবং জার্ম্মানী এই সাহায্য তাকে করতে পারে একমাত্র এই চুক্তিতে,

* নাৎসী পার্টির পররাষ্ট্র দফতরের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিপ্লব কৃতকার্য্য হলে রাশিয়ার অংশ-বিশেষ জার্ম্মানীকে দিয়ে দিতে হবে।

রোজেনবার্গ ট্রটস্কীর সঙ্গে বোঝাপড়া ঠিক করবার জন্যে ক্রেস্‌টেমস্কীকে নিযুক্ত করলেন। ক্রেস্‌টেনস্কী তখন সোভিয়েট পররাষ্ট্র দফতরের সহযোগী কমিশর। সাক্ষাৎভাবে ক্রেস্‌টেনস্কী নিজে এ-সম্পর্কে কিছু করতে পারেন না বলে বার্লিনে বোসনভ্‌কেই তাঁদের দলের মধ্যস্থরূপে রাখা হল। বোসনভের মারফৎ ট্রটস্কীর সঙ্গে তাঁদের কথাবার্ত্তা চলতো। চারদিকে সোভিয়েট গুপ্তচরেরা তাঁদের প্রত্যেককে অনুসরণ করে ঘুরছে। সেইজন্যে অতি সন্তর্পনে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে এই সব কাজ করতে হয়। প্রত্যেক বছরে ক্রেস্‌টেনস্কী কযেক সপ্তাহের ছুটি নিতেন, সেই সময় কোন স্বাস্থ্যাবাসে গিযে দিন কতক বিশ্রাম করতেন। রোজেনবার্গের প্রস্তাব আসার পর ক্রেস্‌টেনস্কী সেই বাৎসরিক ছুটি নিয়ে স্বাস্থ্যাবাসে যাবার পথে বার্লিনে এলেন। এবং গোপনে বেসোনভের সঙ্গে দেখা করে জানালেন, যেমন করেই হোক খুব তাড়াতাড়ি ট্রটস্কীর সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিতে হবে।

বেসোনভ্‌ নিজেদের চর মারফৎ ট্রটস্কীর সঙ্গে ক্রেস্‌টেনস্কীর গোপন সাক্ষাৎকারের আয়োজন স্থির করলেন। ফ্রান্স আর ইতালীর সীমান্তের কাছে, মেরানো শহরে হোটেল ব্যাভেরিয়াতে এই সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো। ট্রটস্কী, পুত্র সিডভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে এক জাল পাসপোর্টের সাহায্যে ইতালীর সীমান্ত পেরিয়ে হোটেল ব্যাভেরিয়াতে উপস্থিত হলেন।

এই সাক্ষাৎকারে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সাহায্য সম্পর্কে আয়োজন ছাড়াও, ট্রটস্কী রাশিয়ার ভেতরে তাঁর দলের প্রধান কর্ম্মীরা কি ভাবে এখন অগ্রসর হবে, তার একটা পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন। শুধু

জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে নয়, জাপানী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেও এই সম্পর্কে একটা গোপন কথাবার্ত্তা চালাতে হবে। ট্রটস্কী বুঝেছিলেন সামনেই হিটলার এক বিরাট যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে এবং সে-যুদ্ধে জাপান একটা প্রধান অংশ নেবে। এশিয়াটিক রাশিয়ার নিকটতম প্রতিবেশীরূপে জাপান তাঁদের সব চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে। সুতরাং জাপানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাবার জন্যে ট্রটস্কী শোকোলনিকভের সাহায্য নিতে ক্রেস্‌টেনস্কীকে নির্দ্দেশ দিলেন। শোকলনিকভ্ তখন সোভিয়েট পররাষ্ট্র দফতরের প্রাচ্য-বিভাগের একজন প্রধান অফিসর। তাঁর সঙ্গে জাপানী রাষ্ট্রদূতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

দ্বিতীয় কাজ রাশিয়াতে ফিরে গিয়ে ক্রেস্‌টেনস্কীকে করতে হবে, জেনারেল চুকাবেভাস্কী তখন সোভিয়েট সামরিক বিভাগের একজন প্রধান ব্যক্তি, রেড আর্মির চীফ অফ্ ষ্টাফের প্রধান সহকারী। ট্রটস্কীর অনুমান এবং পরিকল্পনানুযায়ী, জার্ম্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করবে, তখন তাঁদের দলের পক্ষ থেকে শাসন-যন্ত্র অধিকার করবার জন্যে একটা দলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তারই জন্যে রেড্ আর্মির ভেতরে এখন থেকেই একটা গোপন কেন্দ্র তাঁদের গড়ে তুলতে হবে। ট্রটস্কী জানতেন এই কাজে তাঁকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারে চুকাবেভস্কী, কারণ এই লোকটীর অন্তরে ছিল দুর্বার ব্যক্তিগত লোভ, শক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা। ট্রটস্কী জানতেন চুকাবেভস্কীর দিবা-স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়েছিল নিজেকে রাশিয়ার সর্বময় পরিচালাকরূপে দেখবার কল্পনা। তাই চুকাবেভস্কীর সেই গোপন দুরাকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়ে তাঁকে তাঁর গোপন দলে আকর্ষণ করে আনতে পেরেছিলেন। যাতে তাঁর দলের প্রধান কর্ম্মীরা গোপনে সর্বতোভাবে চুকাবেভেস্কীকে সহায়তা করে, তার জন্যে ট্রটস্কী বিশেষ করে ক্রেস্‌টেনস্কীকে নির্দ্দেশ দিলেন, কিন্তু

চুকাবেভস্কীর গোপন কেন্দ্রে যে সব প্রয়োজনীয় ঘাঁটি থাকবে, তাতে যেন ট্রটস্কীর চিহ্নিত লোকেরাই অধিষ্ঠিত থাকে ; কারণ বিপ্লব ঘোষণার পর চুকাবেভস্কী যখন শাসনযন্ত্র দখল করে নেবেন, তখন যেন তিনি ট্রটস্কীর সহযোগিতা ব্যতিরেকে একপদও অগ্রসর হতে না পারেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিপদই হলো, তারা সম্পূর্ণভাবে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।

পরিশেষে, তাঁর পরিকল্পনার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ সম্পর্কে ক্রেসটেনস্কীকে ফিরে গিয়েই তৎপর হতে আদেশ করলেন—হত্যা এবং সাবোটাজ, কাল বিলম্ব না করেই স্থরু করতে হবে। দুটী জিনিষের ওপর লক্ষ্য রেখে এই কাজ নিষ্পন্ন করতে হবে, একটী হলো, যুদ্ধের সময় হত্যা এবং সাবোটাজের দ্বারা রেড আর্মির সংহত শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং অপরটি হলো, যাতে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ট্রটস্কী নিঃসংশয়ে দেখাতে পারেন, রাশিয়ার আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক সংগঠনে তাঁর কতখানি ব্যক্তিগত প্রভাব, এবং রাশিয়ার ভেতরে তাঁর দলের লোকের প্রতাপ কতখানি ব্যাপক ও গভীর। তার ফলে তাদের কাছ থেকে স্থবিধাজনক সর্ত্ত আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

বেলুনে যেমন পুরামাত্রায় গ্যাস ভরে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়, তেমনি ধারা ক্রেসটেনস্কীকে খুঁটিনাটি সমস্ত নির্দ্দেশ দিয়ে ঠেসে ট্রটস্কী রাশিয়ার ভাগ্যাকাশে ছেড়ে দিলেন। ফ্রান্স আর ইতালীর সীমান্তবর্ত্তী সেই নগণ্য শহর থেকে ক্রেসটেনস্কী ধূমকেতুর মত রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হলো……

# চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুরু হলো মানব-ইতিহাসে জঘন্যতম মনুষ্য-শিকারের খেলা।

রাশিয়াতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেসটেনস্কী দলের এক সংগোপন অধিবেশন আহ্বান করলেন এবং সেই অধিবেশনে ট্রটস্কীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে উপস্থিত করলেন। স্তিমিত সাগরের তলদেশ উচাটন করে জেগে উঠলো তরঙ্গ। প্রতি দিনের অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের আড়ালে শহরে শহরে হোটেলে, ছাত্রাবাসে বিভিন্ন পররাষ্ট্র-বিভাগের দফতরে—সামরিক অফিসরদের মেসে ষড়যন্ত্রের গোপন চাকা দ্রুত চলতে আরম্ভ করলো। সহস্র-আঁখি সোভিয়েট গুপ্তচর-বিভাগ O G P Uও সঙ্গে-সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো।

ক্রেসটেনস্কীর মারফৎ শোকলনিকভ্ যখন শুনলো, ট্রটস্কী রাশিয়ার ভেতর থেকেই পররাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্যে তাকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, সে বিস্মিত ও ভীত হয়ে উঠলো। র‍্যাডেককে বল্লো, ট্রটস্কী বহুদিন রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এখনকার অবস্থার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে নি। O. G. P. Uর চরদের সামনে, পররাষ্ট্র বিভাগে কাজ করে, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন গোপন কথাবার্ত্তা চালানো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! ট্রটস্কীকে স্পষ্টভাবে সেকথা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

র‍্যাডেক শোকলনিকভ্‌কে আশ্বাস দিয়ে জানান যে, অবিলম্বে

তিনি ট্রটস্কীকে এই বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনা বদলাতে লিখবেন।

সেই সময় ভালাডিমির রম্ নামে একজন তরুণ-রুষ রুষ-সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টাসের ফ্রান্সস্থ প্রতিনিধির কাজ করছিল। ট্রটস্কীর প্রভাবে রম্ ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগদান করে। এবং তার মারফৎ রাশিয়া থেকে র‍্যাডেক ট্রটস্কীর সঙ্গে 'যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছিলেন। তাই রমের মারফৎ র‍্যাডেক ট্রটস্কীকে চিঠি লিখে জানালেন, জাপানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বাইরে থেকে তাঁকেই চালাতে হবে।

সেই সময জাপানে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছিলেন য়ূরেনভ্। ট্রটস্কী য়ূরেনভ্‌কে তাঁর দলে আকর্ষণ করে নেন। য়ূরোনভের কাজের সুবিধার জন্যে ট্রটস্কীর দল রাশিযা থেকে রাকোভস্কীকে পাঠায। সেই সময় এক সোভিয়েট ডেলিগেশনের সভ্য হয়ে সে জাপানে আসে। যাবার সময় রাশিয়া থেকে য়ূরেনভের কাছে সরকারীভাবে পিয়াটাকভ একখানি চিঠি পাঠান। সাধারণ সরকারী চিঠি। দফতরের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে পিয়াটাকভ্ সেই চিঠিতে য়ূরেনেভকে ব্যবসা সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ নির্দ্দেশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিঠির পেছন দিকে অদৃশ্য কালীতে আর একটি গোপন চিট লেখা ছিল। রকোভস্কীকে দলের গাপন কাজে ব্যবহার করবার নির্দ্দেশ ছিল এই চিঠিতে।

রকোভস্কীর মধ্যস্থতায় য়ূরোনভ জাপানী সামরিক গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে যোগ স্থাপনা করলেন। এইভাবে মস্কো থেকে আরম্ভ করে টোকিও পর্য্যন্ত ক্রমশ একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের চক্র গড়ে উঠলো।

যখন এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ট্রটস্কী তাঁর বিরাট ষড়যন্ত্রের কাঠামো গড়ে তুলছিলেন, রাশিয়ার ভেতর তখন ট্রটস্কীর দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী টেরারিজিম এবং সাবোটাজ পুরামাত্রায় স্রুরু হয়ে যায়। ভেবেচিন্তে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক মানব-হত্যার এরকম ব্যাপক আয়োজন ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। গোপন রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ এই হত্যা-তন্ত্র সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় তার চরম মূর্ত্তিতে বিকশিত হয়ে উঠলো। সভ্য মানুষের সংসারে সকলের চোখের সামনে স্রুরু হলো মনুষ্য-শীকারের মারাত্মক খেলা।

তখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সাইবেরিয়া অঞ্চলে তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শিল্প-উন্নয়ন কাজে বড় বড় কারখানা খুলেছেন। মাটীর তলা থেকে অনুসন্ধান করে বড় বড় খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং বিপুলভাবে সেই সব খনিতে তখন কাজ চলেছে। Kuznetsk অঞ্চলের কয়লার খনিতে তখন পুরোদমে কাজ চলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কয়লার খনিটী বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিল। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে, খনির পরিচালকেরা লক্ষ্য করছিলেন, কোন্ এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে কারখানার কাজ যেন হঠাৎ চলতে চলতে ভেঙ্গে পড়ছে; কোন কোন যন্ত্রের অঙ্গ থেকে রহস্যজনক ভাবে এক একটা প্রত্যঙ্গই হারিয়ে যাচ্ছে; কোথায় গেল, কিভাবে গেল, কেউ তার সন্ধানই পায় না। সন্দিগ্ধ হয়ে কর্ত্তৃপক্ষরা, বিশেষ নজর রাখবার জন্যে আলাদা লোক নিযুক্ত করেন।

একদিন সেই কারখানার একজন বিশেষজ্ঞ, Boyarshinov প্রধান পরিচালকের অফিসে এসে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে, কারখানার মধ্যে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের লোকেরা নিয়মিতভাবে সাবোটাজ স্রুরু

করেছে। তা না হলে এই রকম নিয়ম করে যন্ত্রগুলো বিকল হয়ে যেতে পারে না।

প্রধান কর্ম্মকর্তা এই সংবাদের জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লেন, এই নিয়ে যেন আর কারুর সঙ্গে সে আলোচনা না করে। যথাযোগ্য স্থানে এর প্রতিকার ব্যবস্থার জন্যে তিনি অবিলম্বে জানাচ্ছেন।

জানালেনও। এই সব কল-কারখানা পরিদর্শন করবার ভার তখন শেষ্টভের ওপর। শেষ্টভই এই বিভাগের সর্বময় কর্ত্তা। কিন্তু তিনি যে তখন গোপনে ট্রট্স্কীর হয়ে কাজ করছেন, সে-কথা সোভিয়েট রাষ্ট্রের কেউই তখন সন্দেহ করে নি।

এই ব্যাপারের কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, কারখানার এলাকার বাইরে এক নর্দমায় Boyarshinov-এর মৃতদেহ পড়ে আছে। সন্ধ্যার পর কাজ সেরে সে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন হঠাৎ সেই জনবিরল পথে উল্‌টা দিক থেকে একটা ট্রাক্ সজোরে এসে তাকে আঘাত করে এবং সেই অবস্থাতেই তাকে ফেলে রেখে ট্রাক পরিচালক অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে জানা যায়, শেষ্টভের আদেশে Cherepukhin এইভাবে তাকে হত্যা করে। চেরিপুখিন ছিল একজন পেশাদার খুনে। বোয়ারশিনভ্‌কে খুন করবার জন্যে পনেরো হাজার রুবল সে পায়। তখন শেষ্টভের হাতে এক লক্ষ চৌশট্টি হাজার রুবলের একটা গোপন ফাণ্ড ছিল। ট্রট্স্কীর দলের সশস্ত্র বিপ্লবীরা কিছুদিন আগেই আন্‌জারখা ষ্টেট ব্যাঙ্ক লুট করে এই টাকা পায়। এই টাকা থেকেই শেষ্টভ পেশাদার খুনেদের পুষতেন।

তার দুমাস পরেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অথবা চেয়ারম্যান, মোলোটোভ্ স্বয়ং এইসব খনি এবং কারখানা পরিদর্শনে

এলেন। Kuznetsk খনি অঞ্চল থেকে পরিদর্শন সেরে যখন তিনি মোটরে সদলবলে ফিরছেন তখন হঠাৎ একটা ঢালু রাস্তার মোড়ে মোটরটার যন্ত্র বিগড়ে গেল এবং তার ফলে মোটরটা সোজা রাস্তা থেকে ছিটকে সজোরে একটা খাদের একেবারে সীমানায় গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে আর কয়েক গজ নড়লেই নীচে সুগভীর খাদ, সেখানে পড়লে মোটর এবং মোটর আরোহীদের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকতো না। মোলোটভের সৌভাগ্য ঠিক নেই খাদের মুখে গিয়ে মোটরটা থেমে গেল; তাঁরা স্থানচ্যুত হয়ে পড়লেন বটে, সামান্য আঘাতও যে লাগলো না, তা নয়। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেন।

সেই গাড়ীর চালক ছিল ভ্যালেটভক আরনল্ড। লোকটার ট্যাকসীর ব্যবসা ছিল। গাড়ী উল্‌টে মোলোটভকে খুন করবার জন্যেই শেষ্টভ তাকে নিযুক্ত করেন। এই কাজে হয়ত তাকেও মরতে হতো কিন্তু তবুও এই দায়িত্ব সে নিয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটরটাকে সে খাদের কাছে নিয়েও এসেছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে নিজের জীবন-নাশের আশঙ্কায় সে শেষ-লাফটা আর দিতে পারে নি। তাই সুনিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন য়ুরোপীয় রাজনীতিতে আবার ফিরে আসতে পেরেছিলেন, মোলোটভ।

সারা রাশিয়ার মধ্যে ট্রটস্কীর দলের লোকেরা ষ্টালিন-বিরোধী দলকে একত্র করে এইভাবে টেরারিজিম-এর এক ভয়াবহ জাল বিস্তার করলো।

একটা সুপরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করে যাতে এই হত্যাকার্য্য দ্রুত এগিয়ে চলে, তার ব্যবস্থা ঠিক করবার জন্যে সমস্ত বিরোধী দলের প্রধান কর্ম্মীদের নিয়ে এক গোপন বৈঠক বসলো। তাতে একটা তালিকা তৈরী হলো, পর পর কাকে কাকে হত্যা করতে হবে। সেই তালিকার গোড়ায়

দিকেই ছিল ষ্টালিন, ভরোশিলভ, মোলোটভ, ম্যাকসিম্ গর্কী প্রভৃতির নাম।

এই সময় ওয়ারশ' থেকে একজন মহিলা রাশিয়াতে এলেন। মহিলাটি Dreitzer-এর ভগ্নী। ট্রটস্কী যখন রাশিয়াতে ছিলেন Dreitzer ছিলেন তাঁর প্রধান দেহরক্ষী। এখন তিনি ট্রটস্কীর প্রতিনিধিরূপে ষ্টালিন-বিরোধীদলের একজন প্রধান কর্ম্মী। ভগ্নীর মারফৎ তিনি একখানি জার্ম্মাণ ছায়াচিত্রের মাসিক-পত্রিকা পেলেন। সেই পত্রিকাখানির বিশেষ এক পাতার মার্জ্জিনে অদৃশ্য কালীতে একখানি চিঠি লেখা ছিল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, তাতে শুধু দলের কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিয়ে ট্রটস্কী তিনটী প্রধান লক্ষ্যের দিকে নজর রাখতে Dreitzerকে আদেশ করে পাঠিয়েছেন,

প্রথম হলো, ষ্টালিন এবং ভরোশেলভকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা,

দ্বিতীয়, রেড আর্মির ভেতরে ছোট ছোট কেন্দ্র গড়ে তোলা,

তৃতীয়, যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে শাসন-যন্ত্র দখল করতে পারা যায়, তার জন্যে পূর্ব্বাহ্নেই শাসন-যন্ত্রের ছিদ্র-পথগুলিকে অনুসন্ধান করে রাখা।

চিঠির তলায় স্বাক্ষর ছিল, Starik অর্থাৎ Old man…জনৈক বৃদ্ধ…

সেই ছিল তখন দলের মধ্যে ট্রটস্কীর ছদ্মনাম। সেই বৃদ্ধের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রেমলিনের ভেতরে ষ্টালিনের দেহরক্ষীদলের সতর্কতা ভেদ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে লাগলো।

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ফরাসীবিপ্লবের-ইতিহাসে আমরা দেখেছি, যে লোক গিলোটিনের প্রবর্ত্তন করলো, তাকেও গিলোটীনে মাথা দিতে হলো। রুষ-বিপ্লবেও সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হলো।

ভরোশিলভ্‌ তখন সামরিক বিভাগের কর্ত্তা, দেশ-রক্ষা বিভাগের কমিশার। ট্রটস্কীর দলের বিপ্লবীরা দিনের পর দিন তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে আবিষ্কার করলো যে একটা নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে অধিকাংশ সময় ভরোশিলভের মোটর যাতায়াত করে। সেই পথের প্রত্যেক মোড়ে একজন করে বিপ্লবীকে মোতায়েন করা হলো। কিন্তু দেখা গেল, ভরোশিলভের মোটর এত দ্রত যায় যে, সেই অবস্থায় তাঁকে দূর থেকে গুলি করে খুন করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সে-পন্থা তাদের ত্যাগ করতে হলো!

ষ্টালিনকে খুন করবার জন্যে তিন-চারবার ইতিমধ্যেই উদ্যোগ হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবারই বিপ্লবীরা অকৃতকার্য্য হয়। এখানে বিপ্লবী মানে ষ্টালিনের বিরুদ্ধপক্ষ ট্রটস্কীর দলকেই বুঝতে হবে। একবার মস্কোতে কম্যুনিষ্ট পার্টির এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে হত্যা করবার আযোজন হয়। নিদিষ্ট হত্যাকারী বহু চেষ্টার ফলে সেই গোপন অধিবেশনে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু যেখান থেকে লক্ষ্য করলে গুলি ঠিক গায়ে গিয়ে লাগতে পারে, কিছুতেই ষ্টালিনের তত কাছে গিয়ে সে পৌছতে পারলো না। হতাশ হয়েই লোকটীকে সে-যাত্রা ফিরে আসতে হয়। আর একবার বাল্‌টিক সাগরের তীরের কাছাকাছি যখন তাঁর মোটরবোট যাচ্ছিল, সেই সময় কিছু দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে তীব্র বেগ-সম্পন্ন রিভলভার ব্যবহার করা হয় কিন্তু গুলি তাঁর পাশ দিয়ে চলে

যায়। গায়ে লাগে না। এই আয়োজনের ভার ছিল বাকায়েভের ওপর। পুলিশের হাত এড়িয়ে বাকায়েভ কামেনেভের কাছে এসে নিজের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে বলে, কোন দুঃখ নেই, এর পরের বারে নিশ্চয়ই সাবাড় করবো।

এই সব ব্যর্থতার সংবাদ যখন ট্রটস্কীর কাছে পৌছতে লাগলো, তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁর যে সব কাগজ-পত্র O G P U-র হস্তগত হয়, তাতে দেখা যায় যে, এই সময় ট্রটস্কী রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে দলের বিশিষ্ট নেতাদের শাসন করে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন, সব সময় তারা শুধু রাজনৈতিক আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অবশেষে তিনি বাইরে থেকে পাকা জার্ম্মাণ টেরারিষ্টদের জাল পাস্‌পোর্টের সাহায্যে রাশিযাতে পাঠাতে আরম্ভ করলেন, যারা গিয়ে এই “কাজের কাজ” দ্রুত সমাধা করতে তাদের সহায়তা করবে। পরে জানা যায়, এইভাবে ট্রটস্কী একজনের পর একজন, ছ’জন পাকা জার্ম্মাণ টেরারিষ্টকে রাশিয়াতে পাঠান।

ষ্টালিনকে সরিয়ে না ফেলতে পারলে সোভিয়েট শাসনযন্ত্র অধিকার করবার কোন উপায় নেই, তাই ট্রটস্কী তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন, এই লোকটীকে হত্যা করবার জন্যে। ইতিহাসে এত বড ব্যক্তিগত ঘৃণার উদাহরণ আর নেই। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যে-কোন উপায়ই অবলম্বন করা যেতে পারে এই ছিল তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ। মাত্র প্রাচীন রোমের ইতিহাসে আমরা আর একবার দেখেছিলাম, রাজ-নীতিকে ঘৃণা আর হত্যায় এইরকম ভাবে আকণ্ঠ ডুবে যেতে, যেদিন মানুষকে হত্যা করবার জন্যে প্রাসাদের গোপন-কক্ষে বিষ নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা হতো। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের অন্তরালে মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তির যে জঘন্য প্রতিযোগিতা সুরু হয়, পাঁচ

হাজার বছরের সভ্যতার পক্ষে তা খুব শ্লাঘার বিষয় নয়। রাজনীতি যদি মনুষ্য-শিকারে পরিণত হয়, সে-রাজনীতি মানুষকে এমন কিছুই দিতে পারে না, যার জন্যে মানুষ গর্বিত হতে পারে। অন্তত আমরা ভারতবর্ষে সে-কথা অকুণ্ঠভাবেই বলবো।

প্রথম যে লোকটীকে জার্ম্মাণী থেকে ট্রটস্কী রাশিয়াতে পাঠালেন সে যখন ব্যর্থ হলো, তখন ট্রটস্কী বেছে বেছে আরো দুজন পাকা শিকারীকে পাঠালেন। দুজনেই জার্ম্মাণ। একজনের নাম Konon Berman yurin, আর একজনের নাম Fitz David. তাদের পাঠাবার আগে ট্রটস্কী কোপেন্‌হাগেন শহরে ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তিটী নিজেই পরে স্বীকার করে গিয়েছে, "রাশিয়াতে যাবার আগে ট্রটস্কীর সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হয়। প্রথম সাক্ষাতে ট্রটস্কী বারবার নানা প্রশ্ন করে, আমার কার্য্যশক্তির পরিচয় নিতে চেষ্টা করেন। আমি যে-কাজের জন্যে যাচ্ছি, সে-কাজের উপযুক্ত কিনা, তা তিনি যাচাই করে নিচ্ছিলেন। তারপর আমাকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে তিনি বলেন, আসল প্রশ্ন হলো, ষ্টালিনকে নিয়ে। ষ্টালিনকে যে কোন উপায়ে হ'ক, পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। তার আগে, অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বিশেষ কার্য্যকরী হবে না। এবং তার জন্যে এমন লোক দরকার যে যে-কোন কাজ করতে ভয় পাবে না, এমনকি নিজে যদি মরতে হয়, তাতেও পিছ-পাও হবে না। সমগ্র মানব-ইতিহাসের প্রয়োজনের জন্যে সে-লোককে আত্মোৎসর্গ করতে হবে···

এইভাবে তিনি আমাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু এই জাতীয় ব্যক্তিগত টেরারিজম্, মার্কসবাদ তো সমর্থন করে না?

তার উত্তরে ট্রটস্কী বলেন, আজ সোভিয়েট রাশিয়াতে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছে, যা মার্কস কল্পনা করতে পারেন নি। সুতরাং মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে একাজ থেকে বিরত হওয়া চলে না।

এই প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেন, শুধু ষ্টালিনই নয়, ভোরোশিলভ এবং কাগানোভিচ্, তাদেরও সরিয়ে ফেলতে হবে···

কথা বলবার সময় তিনি উত্তেজিতভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। ষ্টালিনের নাম উচ্চারণ করতে পর্য্যন্ত অসীম ঘৃণায় তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে উঠছিল।"

দ্বিতীয় লোকটীকে পাঠাবার সময় ট্রটস্কী বলেছিলেন, টেরারিষ্ট যাকে হতে হবে, তার হাত কিছুতেই কাঁপবে না!

"Whoever is a revolutionary, his hand will not tremble !"

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, যে-লোক গিলোটিনের প্রবর্ত্তন করলো, তাকেও গিলোটিনে মাথা দিতে হলো। বিপ্লবীর যে অকম্পিত হাতকে সেদিন ট্রটস্কী শত্রুনিধনে উত্তেজিত করছিলেন, সেই অকম্পিত হাতের আঘাতেই তাঁকে এই পৃথিবী থেকে সরে যেতে হয়েছিল। এইভাবে চক্রাকারে চলে রক্ত-জিঘাংসা।

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহ গাঢতর হলেও তখনো পর্য্যন্ত ষ্টালিন এই ষড়যন্ত্রের গভীরতা অনুমান করতে পারেন নি।

রাশিয়ার বাইরে ট্রটস্কী এবং রাশিয়ার ভেতরে জেনোভিভ্, এই দুইজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এক বিরাট ষড়যন্ত্র দল। বাচনিক প্রচার কাজ পরিত্যাগ করে এই দল পূর্ণ উদ্যমে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে "কাজে" নামলো···কাজ মানে হলো, যে কোন উপায়ে বিপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা। সুরু হলো, পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম মনুষ্য শিকারের পালা।

যাতে এলোমেলো ভাবে এ 'কাজ' অনুষ্ঠিত না হয়, তার জন্যে দলের বিশিষ্ট নেতাদের নিয়ে একটা সংগোপন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলো। ট্রটস্কী দূত মারফৎ এই কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ বজায় রাখলেন। কখন কোন্ লোককে সরাতে হবে, তার নির্দ্দেশ এই কেন্দ্র থেকেই বিভিন্ন কর্ম্মীদের সরবরাহ করা হতো। এই কেন্দ্রীয় কমিটী থেকে স্থির হলো, প্রথম আঘাত করতে হবে, সারজী কিরভ্‌কে। কিরভ তখন লেনিনগ্রাড পার্টির সেক্রেটারী এবং ষ্টালিনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ।

১৯৩৫-এর নভেম্বর মাসে জেনোভিভ্ তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ বাকায়েভ্‌কে লেনিনগ্রাড পাঠালেন, সেখানকার ব্যবস্থা তদারক করে আসবার জন্যে এবং কিরভের হত্যার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, পাকাপাকিভাবে তার ব্যবস্থা ঠিক করে আসতে।

লেনিনগ্রাডে এসে বাকায়েভ্ দলের বাছাবাছা সাতজন ওস্তাদকে

নিয়ে কাজে অগ্রসর হলেন। তাদের মধ্যে একজন যখন শুনলো যে বাকায়েভ্ তাদের ব্যবস্থা তদারক করতে এসেছে, তখন ক্ষুন্ন হয়েই বলে উঠলো, জেনোভিভ্ তাহলে আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন না? বাকায়েভ্ তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে যে, তাদের কাজে সহায়তা করবার জন্যেই সে এসেছে। তাদের শক্তির ওপর জেনোভিভের আস্থা আছে বলেই, এত বড় শক্ত কাজের ভার তাদের ওপর দেওয়া হয়েছে।

তাদের কাছ থেকেই বাকায়েভ্ জানতে পারলো যে, তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। বাড়ী থেকে তার অফিসে আসবার জন্যে যে-পথ কিরভ প্রতিদিন ব্যবহার করে, সেই পথের মোড়ে মোড়ে লোক বসে গিয়েছে, তার চলাচল লক্ষ্য করবার জন্যে। যে লোকটীর ওপর আসল "কাজের" ভার দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গেও বাকায়েভের পরিচয় হলো। পাতলা, রোগা, বছর ত্রিশ বয়স, নাম লিওনিদ্ নিকোলেয়ভ্। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সে কম্যুনিষ্ট যুবকদের প্রধান প্রতিষ্ঠান, কম্‌শোমলের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিল। তার ওপর হিসাব রাখার এবং তহবিলের ভার ছিল। কিন্তু হিসাবের গোলমাল ধরা পড়ায় তাকে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করা হয়। সেই ব্যক্তিগত আক্রোশে সে সোভিয়েট-বিরোধী এই চক্রান্তে যোগদান করে।

তার সঙ্গে কথা বলে বাকায়েভ্ বুঝতে পারলো যে, তার ওপর যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, সে তার অনুপযুক্ত নয়। কোন্ জায়গা থেকে গুলি ছুঁড়লে ঠিক কাজ হবে এবং সে-ও আত্মগোপন করতে পারবে, এই ক'দিন ঘোরাঘুরি করে সে তা ঠিক করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে সে কিরভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে দু'তিনবার চেষ্টাও করেছে কিন্তু সফল হতে পারেনি।

বাকায়েভ্ দলের প্রত্যেককে জেনোভিভের নির্দেশ-মত সতর্ক করে দেয়, আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে এখন যতদূর সম্ভব সংগোপনে আমাদের কাজ সারতে হবে। বাইরের লোকে যাতে কোন-ক্রমেই সন্দেহ করতে না পারে, সেই রকমভাবে আমাদের চলাফেরা করতে হবে। যদি দৈবক্রমে কেউ ধরা পড়ে, তাহলে যতই কেন না সে নির্য্যাতিত হোক্, দলের কথা সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। প্রকাশ্যভাবে আমাদের সব সময়ই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে যে, মার্কস্‌পন্থী হিসাবে এই সব ব্যক্তিগত টেরারিজিম্‌কে আমরা ঘৃণা করি।

বাকায়েভের মুখ থেকে লেনিনগ্রাডের আযে জনের সুব্যবস্থার কথা শুনে জেনোভিভের স্থির বিশ্বাস হয় যে, দু'একদিনের মধ্যেই কিরভের মাথা মাটীতে লুটোবে এবং তার ফলে সোভিয়েট শাসন-যন্ত্রের মধ্যে যে বিপর্য্যয় সুরু হবে, তার মধ্যে তাঁরা অনায়াসে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সহকর্ম্মী কামানেভের সঙ্গে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন কামানেভ্ একটী কথা বলেছিলেন, অতি দামী কথা, Heads are peculiar, in that they do not grow again! বড় মজার জিনিস, এই মাথা···একবার পড়ে গেলে আর গজায় না!

তার কয়েকদিন পরেই। ১লা ডিসেম্বর ঘড়িতে তখন চারটে বেজে সাতাশ মিনিট, কিরভ স্মলনী ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁর অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ বারাণ্ডা। তার শেষের দিকে একটা ঘরে তিনি একটা রিপোর্ট দাখিল করে বাড়ী ফিরবেন। বারাণ্ডায় তখন জনপ্রাণী নেই। হঠাৎ একটা থামের আড়াল থেকে একজন লোক দ্রুত বেরিয়ে এসে একেবারে তাঁর মাথার পেছনে রিভলভার রেখে ছুঁড়লো। সমস্ত বারাণ্ডা সেই শব্দে কেঁপে

উঠলো। ঠিক সাড়ে চারটার সময় কিরভের মৃতদেহ বারাণ্ডার মার্বেলের ওপর পড়ে গেল।

নিকোলেয়ভ্ পালাবার চেষ্টা করতেই চারদিক থেকে লোক ছুটে এলো। নিরুপায় দেখে, হাতের রিভলভার দিয়ে সে নিজেকে হত্যা করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই কয়েকজন লোক তার হাত ধরে ফেল্লো।

বিচারে নিকোলেয়ভ্ দলের শপথ অনুযায়ী সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলো। সোভিয়েট রাশিয়ার বর্ত্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ জানাবার জন্যেই সে এই কাজ করেছে। তার সঙ্গে কোন দলের কোন যোগ নেই।

নিকোলেয়ভের ফাঁসী হয়ে গেল।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কিন্তু নিকোলেয়ভের স্বীকার-উক্তিকে ষোল আনা সত্য বলে গ্রহণ করলো না। নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা শক্তিশালী দল কাজ করছে···কিরভের হত্যা সেই দলের অস্তিত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ। এই ব্যাপারে তদারক করবার জন্যে একটা বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হলো। কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে জেনোভিভ্, কামেনেভ্, বাকায়েভ ইত্যাদি বিরোধী দলের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতারও করা হলো। জিনোভিভ্ আগে থাকতেই তৈরী করে রেখেছিলেন, ধরা পড়লে তাঁরা কিভাবে জবানবন্দী দেবেন। এই হত্যা-নীতিকে জিনোভিভ্ তীব্রভাষায় প্রতিবাদ করলেন। যদিও তাঁরা বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী মত পোষণ করেন এবং সেইজন্যেই তিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে একটা বিরোধী দলও গঠন করেছেন, কিন্তু এইভাবে ব্যক্তিগত হত্যার দ্বারা তাঁরা যে শাসন-যন্ত্র অধিকার করতে পারেন না, সেটুকু জ্ঞান তাঁরা লেনিনের কাছ থেকে

পেয়েছেন। যদি তাঁদের প্রচারকার্য্যের ফলে পরোক্ষভাবে এই হত্যা-কাণ্ড ঘটে থাকে, তার জন্যে তিনি অনুতপ্ত। তিনি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে একদিন বর্ত্তমান শাসকেরা তাঁর দলের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হবেই। কামানেভ, বাকায়েভও ঠিক এই সুরে নিজেদের জবানবন্দী দিল। তাঁদের অভিনয় এমন নিখুঁত হয় যে, বিচারে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধ থেকে তাঁরা সে-যাত্রা মুক্তি-লাভ করেন। সাক্ষাৎভাবে এই হত্যার সঙ্গে তাঁদের কোন যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রতে না পেরে, তাঁদের কথার ওপর আংশিক বিশ্বাস করতে বাধ্য হন বিচারকরা। কিন্তু তাঁরা যে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করেছেন, এবং তাঁদের সেই কাজ যে স্পষ্টই রাষ্ট্র-দ্রোহী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সেই অপরাধে জেনোভিভের দশ বৎসর, এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মীদের প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলো। সন্দেহ আরো গাঢ় হলেও, ষ্টালিন তখনো পর্য্যন্ত সেই বিরাট ষড়যন্ত্রের আসল ব্যাপকতার সন্ধান পান নি।

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ফল পড়ে যায় কিন্তু বোঁটা ঠিক থাকে। এই বোঁটা জাতীয় রাজনৈতিকরাই সব চেয়ে মারাত্মক।

কিরভের হত্যাকাণ্ডের পরে O G P U-র গুপ্তচর বিভাগ বিশেষ ভাবে সজাগ হয়ে উঠলো। সেই বছরের মে মাসেই O G P U-র প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মেন্‌ঝিনস্কী হঠাৎ হার্টফেল্ করে মারা গেলেন। অনেকদিন থেকেই তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয় হেনরী ইয়াগোডা। ইয়াগোডা বহুদিন থেকেই গোপনে বর্ত্তমান শাসকদের বিরোধী দলে যোগদান করেছিল। এবং ট্রটস্কীর মতবাদের সঙ্গে তার মতের যথেষ্ট মিল ছিল। ক্রমশ সে নিজেকে ট্রটস্কীর গোপন-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করে ফেলে। ট্রটস্কী বা বুখারিনের মতকে বিশ্বাস করতো বলে নয়, ইয়াগোডার বিশ্বাস ছিল ষ্টালিন এবং তাঁর অনুচরেরা বেশীদিন শাসন-যন্ত্র অধিকার করে থাকতে পারবেন না, তাঁদের পরাজিত হয়ে সরে দাঁড়াতেই হবে। একশ্রেণীর লোক থাকে, যারা নিজেদের সর্ব্বদাই বিজেতার দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে চায়। ইযাগোডা ছিল সেই শ্রেণীরই একজন। বর্ত্তমানে তাই সে ষ্টালিনের শাসন-ব্যবস্থায় একটা সব চেয়ে বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও ভেতরে ভেতরে সে আগামী বিজেতাদলের সঙ্গেও যোগ-সাজস রেখে চলেছিল। রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের সময় এই জাতীয় চতুর এবং বিশেষ কর্ম্মদক্ষ অফিসর প্রত্যেক দেশেই দুই একটী দেখা যায়। কর্ম্মদক্ষতার সুযোগে যারা সর্ব্বদাই বিজেতার দলের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়…

একদলের হাত থেকে শাসনভার চলে গেলেও, দেখা যায় অপর দল এসে তাকে সেই জায়গা থেকে আর নড়ায় না। এই জাতীয় চতুর এবং দক্ষ কর্মীরাই সব চেয়ে মারাত্মক। ফল পড়ে যায় কিন্তু বোঁটা ঠিক থাকে।

পরবর্তীকালে ইয়াগোডা নিজের যে জবানবন্দী রেখে গিয়েছিল, তা থেকেই তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানতে পেরেছি। সুতরাং একান্ত প্রামাণিক। এই সময়কার কথাপ্রসঙ্গে ইয়াগোডা লিখছে, দেশের ভেতরে এই দুই দলের সংঘর্ষ আমি একান্ত সজাগ থেকে অনুধাবন করতাম। আমি আমার জীবনের মূলনীতি স্বরূপ স্থির করে নিয়েছিলাম যে, যে-দল জয়লাভ করবে, আমি থাকবো সেই দলে। তার জন্যে আমাকে একান্ত সতর্ক হয়ে চলতে হতো। যখন ট্রটস্কীর দলের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়ে গেল, তখন কোন্ দল যে জিতবে তা আগে থাকতে বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। ট্রটস্কীর দল যে আবার শাসন-যন্ত্র অধিকার করতে পারে না, এমন ধারণা আমার মনে ছিল না! O G P U-র সহকারী চেয়ারম্যানরূপে যখন আমরাই ওপর ভার পড়লো, ট্রটস্কীর দলকে সায়েস্তা করবার জন্যে, তখন আমাকে একান্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হলো। রাষ্ট্রের একজন প্রধান অফিসররূপে রাষ্ট্রের বিধান আমাকে মেনে চলতেই হতো কিন্তু সেখানে আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে এমন সব ব্যবস্থা করতাম যাতে ট্রটস্কীর দলের লোকেরা আমার ওপর একেবারে বিরূপ হতে না পারে। আদালতের বিচার অনুযায়ী তাদের নির্বাসনে পাঠাতাম বটে কিন্তু নির্বাসনে থাকবার সময় যাতে তারা সব চেয়ে বেশী সুবিধা পায়, সংগোপনে সে-ব্যবস্থাও করতাম।"

ইয়াগোডা যে ষ্টালিন-বিরোধী দলের লোক, গোড়ার দিকে সে-কথা

বিরোধীদলের প্রধানতম নেতারূপে মাত্র তিনজন জানতেন বুখারিন, রায়কভ এবং টমস্কী। যখন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ট্রটস্কী, জেনোভিভ এবং বুখারিনের দল মিলে একটা মিলিত বিরোধী-কেন্দ্র গড়ে উঠলো, তখন ইয়াগোডার এই সংগোপন যোগাযোগের খবর জানতে পারলো, আর দুজন লোক, পিয়াটাকভ এবং ক্রেস্‌টেনস্কী।

রাশিয়ার ভেতরে এই বিরোধী দলের নেতাদের কেন্দ্র যে বহুদিন পর্য্যন্ত আত্মগোপন করে থাকতে পেরেছিল, তারও একমাত্র কারণ হলো ইয়াগোডা। যে-লোকের ওপর ভার তাদের ধরিয়ে দেবার, তাদের গোপন কার্য্যকে রাষ্ট্রের জ্ঞানগোচর করাবার, সেই লোকই যদি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের গ্রেপ্তার করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই ট্রটস্কীর দল গোড়ার দিকে এমন ভাবে ষড়যন্ত্রের জাল রাশিয়ার ভেতরে নির্বিবাদে ছড়াতে পেরেছিল। এবং পরিশেষে তারা যে জয়ী হতে পারেন নি, এইটেই সব চেয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হয় এবং সেইখানেই বোঝা যায়, রাশিয়ার স্বল্পবাক্ পরিচালকটীর মস্তিষ্ক কতখানি শক্তি ধরে।

ইয়াগোডা যে শুধু এই বিরোধীদলের কেন্দ্রটীকে আগলে রেখে ছিল তা নয়, O G P U-র মধ্যেও এই দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের একটী দুটী করে নিযুক্ত করে রেখেছিল। এবং তারই সহোযোগিতার দরুণ য়ুরোপের অন্য রাষ্ট্রের গুপ্তচরেরা, গোপনে O G P U-র মধ্যে তাদের স্থান করে নিতে পেরেছিল। যদি এই ষড়যন্ত্রের কোন জ্যামিতিক রেখা-চিত্র আঁকা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে এক বৃত্তের মধ্যে শত বৃত্ত, এক চক্রের মধ্যে শত চক্র, রীতিমত একটা গোলক-ধাঁধা।

কিরভের হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন আগে O G P U-র একজন গুপ্তচর নিকোলিয়েভকে সন্দেহক্রমে গ্রেফতার করে এবং অনুসন্ধানের

ফলে তার পকেটে একটা মানচিত্র পাওয়া যায়, যে-রাস্তা দিয়ে কিরভ যাতায়াত করে, সেই রাস্তারই মানচিত্র। সংবাদ পেয়েই ইয়াগোডা নিজে নিকোলিয়েভের ব্যাপারটা তদারক করবার অছিলায় তার সঙ্গে দেখা করে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ব্যাপারটা ফাইলের তলায় চাপা পড়ে যায়। তার কয়েকদিন পরেই কিরভের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ সালে হঠাৎ সন্দেহক্রমে স্মার্ণভকে O G P U-র এক অফিসর গ্রেপ্তার করে। ইয়াগোডা জানতো, স্মার্ণভ ট্রটস্কী-জিনোভিভ্ গোপন-কেন্দ্রের একজন বিশিষ্ট নেতা। কিন্তু ইয়াগোডা জানবার আগেই তার বিভাগীয় লোকেরা স্মার্ণভকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে আসে এবং পুলিশের খাতায় তার নাম লেখা হয়ে যায়। তখন তাড়াতাড়ি ইয়াগোডা, বন্দীকে পরীক্ষা করে দেখবার অছিলায় গোপনে তার সঙ্গে কারাগারে দেখা করে এবং আদালতে স্মার্ণভ কি জবানবন্দী দেবে পূর্ব্বাহ্নেই তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসে। এইভাবে স্মার্ণভ সে-যাত্রা ধরা পড়েও রক্ষা পেয়ে যায়।

এইভাবে ইয়াগোডা ক্রমশ নিজেকে বিরোধীদলের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলতে থাকে যে, কার্য্যত সে-ই হয়ে উঠলো বিরোধী দলের মূল নায়ক। একদিকে O G P U-র সর্ব্বময়কর্ত্তা রূপে সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা, অন্যদিকে আবার চক্রান্তকারীদের রক্ষক হিসাবে তারই হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়লো বিপক্ষদলের সমস্ত ভবিষ্যৎ। এই বিপুল শক্তি নেশার মত ইয়াগোডার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেল্লো। যে-কথা পূর্ব্বে কোনদিন সে কল্পনাও করেনি, ক্রমশ সেই কথা, সেই সম্ভাবনা, সেই চিন্তা তার কাছে একান্ত বাস্তব হয়ে উঠলো·· সে-ই তো পারে এই বিরাট রাষ্ট্রকে পরিচালনা

করতে! রাশিয়ার বাইরে হিটলারের দিকে চেয়ে, তার মনের মধ্যে জেগে উঠলো এক দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা, সে-ও তো হতে পারে রাশিয়ার হিটলার। একদিন হিটলার ছিল সৈন্য-বিভাগের একজন সামান্য সার্জ্জেণ্ট, সে-ও তো তার জীবন আরম্ভ করে একজন সার্জ্জেণ্ট রূপেই। ইয়াগোডার সমস্ত অভিসন্ধির সহায় ছিল তার অধীন এক কর্ম্মচারী, পাভেল বুলানভ। হিটলারের আত্মজীবনী পড়ে উল্লসিত হয়ে একদিন বুলানভকে ইয়াগোডা বলেছিল, অদ্ভুত বই…এ থেকে শেখবার যথেষ্ট কিছু আছে!

সেই দুরাকাঙ্ক্ষী জার্ম্মান সৈনিকের জীবনের কৃতিত্ব ক্রমশ তার মনে এমন এক সম্ভাবনার আশা জাগিয়ে তুললো যে সংগোপনে সে গভীরভাবে চিন্তা করতে সুরু করে দিল, ষ্টালিনকে সরিয়ে যে নূতন শাসন-তন্ত্র রাশিয়ায় সে গড়ে তুলবে, কি হবে সেই শাসন তন্ত্রের চেহারা। এবং বুলানভের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সেদিন সে ঠিক করেছিল, রাজ্য-শাসন ব্যাপারে হিটলারের প্রদর্শিত পথই তার পক্ষে শ্রেয় হবে। এবং কল্পনার উন্মাদনায় একদিন সে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্ম্মী বুলানভকে বলেছিল, ষ্টালিনকে সরিয়ে সে হবে রাশিয়ার সর্বময় কর্ত্তা, নতুন যে পার্টি পুনর্গঠিত হবে তার সেক্রেটারী হবে বুলানভ, ট্রেডয়ুনিয়নের ভার থাকবে টমস্কীর ওপর, বুখারিন হবে তাদের ডঃ গোয়েবল্‌স্। আর ট্রটস্কী? তাঁকে রাশিয়াতে পুনঃ প্রবেশ করতে দেবে কি দেবে না, সে-সম্বন্ধে ইয়াগোডা এত আগে থাকতে কিছু বলতে পারে না।

হায় ট্রটস্কী!

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসকের বৃত্তি হলো জগতের পবিত্রতম বৃত্তি। তাকেও তারা জঘন্য হত্যার কাজে টেনে নিয়ে এলো।

এই অভূতপূর্ব ষড়যন্ত্রে যতগুলি প্রধান দল ষ্টালিনের বিরোধিতায় সাময়িক ভাবে একত্র হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের দলপতির সংগোপন মনে ছিল, নিজের নিজের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির অভিলাষ। এই হত্যার অরণ্যে মার্কস্‌-বাদ-বণিত জগৎ-কল্যাণের আদর্শ ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া খরগোসের মত খুঁজে বার করতে হয়।

কিন্তু ইয়াগোডার সেই দুরাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নের মধ্যে ট্রটস্কীর স্থান যে একেবারেই ছিল না তা নয়। ট্রটস্কী তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক বাগ্মিতার সাহায্যে জাপান আর জার্ম্মাণীর সঙ্গে যে গোপন চুক্তি করছিলেন, ইয়াগোডার তাতে পূর্ণ সম্মতি ছিল। রাশিয়ার ভেতরে তারা যখন শাসন-যন্ত্র অধিকার করবার জন্যে সশস্ত্র আক্রমণ করবে, ঠিক সেই সময় যাতে জাপান এবং জার্ম্মানী বাইরে থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তার জন্যে ঘড়ি ধরে ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। বুলানভকে ইয়াগোডা বলেছিল, এই অভ্যুত্থানকে আগিয়ে আনবার জন্যে যা কিছু উপায় সম্ভব সবই অবলম্বন করতে হবে, সশস্ত্র আক্রমণ, গুপ্তহত্যা, এমন কি বিষ-প্রয়োগ! এমন অনেক সময় আসে, যখন ধীরে সুস্থে পা গুণে গুণে অগ্রসর হতে হয়, আবার এমন এক সময় আসে যখন ঝড়ের মতন তীব্র বেগে এবং ঝড়ের মতন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

যখন ট্রটস্কী-জিনোভিভের দল টেরারিজিম্‌-এর পন্থা অবলম্বন করে,

তখন ইয়াগোডার সম্মতি তারা যথারীতি নিয়েছিল। কিন্তু তাদের অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের প্রকরণ সম্পর্কে ইয়াগোডার একটা স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ছিল। বোমা, ছুরি বা বুলেটের দ্বারা ইদানীং টেররিষ্টরা যেভাবে তাদের কার্য্য সিদ্ধি করে এসেছে, ইয়াগোডার কাছে সেগুলো পুরোণ, সেকেলে বলে মনে হয়! রাজনৈতিক হত্যার জন্যে সূক্ষ্মতর অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা ইয়াগোডার উর্ব্বর মস্তিষ্কে ঘোরাফেরা করছিল। তাই মেসালিনার মত ইয়াগোডা গোপনে হত্যার সূক্ষ্ম অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে সুরু করে। বুলেটের বা বোমার একটা প্রধান দোষ যে, কার্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সে সশব্দে নিজেকে সকলের কাছে জাহির করে! এমন অস্ত্র বার করতে হবে, যা নিঃশব্দে নীরবে সন্দেহাতীত ভাবে কার্য্যোদ্ধার করবে।

তাই ইয়াগোডা প্রথমে বিষ নিয়ে গবেষণা বা পরীক্ষা করতে সুরু করে। সহর থেকে কিছুদূরে একটা বাড়ীতে তার জন্যে রীতিমত একটা ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত করে। এবং কয়েকজন বিশিষ্ট রাসায়নিক এই গবেষণার জন্যে নিযুক্ত হন। বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে এ যেন মধ্যযুগের নিষ্প্রদীপ রাত্রির অন্ধকার। ইয়াগোডার লক্ষ্য ছিল, হত্যার এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করা, যাতে ধরা পড়বার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না, অথচ যা হবে, "Murder with a guarantee"...একেবারে গ্যারাণ্টি দিয়ে হত্যা! কথাটা ইয়াগোডার উর্ব্বর মস্তিষ্কেরই সৃষ্টি!

কিন্তু বহু গবেষণার পর ইয়াগোডা দেখলো, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের চেয়ে বিষ-প্রয়োগে ঢের বেশী হাঙ্গামা। কিন্তু এই সূত্রেই ইয়াগোডা নিজস্ব একটা পন্থা আবিষ্কার করলো। দলের একান্ত অন্তরঙ্গদের সামনে সেই নতুন আবিষ্কারের কথা ইয়াগোডা প্রকাশ করলো,

মানুষের অসুখ তো লেগেই আছে, কারুর কারুর আবার ক্রনিক ব্যাধি আছে। যে ডাক্তারের ওপর চিকিৎসার ভার থাকে, সে চেষ্টা করলে, রোগীকে শীগ্‌গীর নিরাময় করতে পারে, কিম্বা দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়েও দিতে পারে। কি করে পারে? সেইটেই হলো এর টেকনিক···

বিস্মিত হয়ে বিপ্লবীরা শোনে। আসল প্রয়োজন, সেই ধরণের চিকিৎসকের।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে, এতদিন মানুষের সব বৃত্তির মধ্যে যা ছিল পবিত্রতম তাকে বাদ দিয়েই রাখা হয়েছিল, হিংসার তাড়নায় তাকে পর্য্যন্ত কলুষিত করলো বিংশশতাব্দীর মানুষ। হিংসা-তন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি। একদিকে এটম্ বোম্, আর একদিকে এই বিষ-চক্র···শক্তি-মদ-মত্ততা আর হিংসার প্রতিযোগিতার অনিবার্য্য ফল। মনে হয় যেন ধরিত্রীর একান্ত স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রেরণা থেকেই ভারতবর্ষে ঠিক সেই সময় কৌপীনবাস শুদ্ধাচারী ক্ষমাসুন্দর এক মহামানবের উদ্ভব হয়। এই হিংসার উন্মাদ বিশ্ব-সংক্রমণের মধ্যে কোথায় যেন তীব্র প্রয়োজন ছিল, এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদের······মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল ভারতবর্ষে। এই দায়িত্বই তিনি দিয়ে গিয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষের উপর। সামনের পৃথিবীতে তাই, আজ আমাদের প্রত্যেককে উপলব্ধি করতে হবে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক দৈন্য ও দুঃখ, দুর্দ্দশার সমস্যা মোচনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্ব-ব্যাপারে ভারতবর্ষের একটা বিরাট কর্ত্তব্য আছে। এই হিংসার আর শক্তি-লোলুপতার অন্ধ প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারতবর্ষকে আবার নতুন করে হতে হবে বিশ্বধাত্রী। বিশ্বের রাজনীতি-ধারায় ভারতকে আনতে হবে

পরিবর্ত্তন। ভারতের ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে সে-সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

আপাতবিচ্ছিন্ন বোধ হলেও, আজ পৃথিবীর কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত সেই হিংসার ষড়যন্ত্রের কাহিনীর সঙ্গে হয়ত আমাদের কোন আপাত সংযোগ নেই। কিন্তু তবুও মনে হয়, আজ এই সূত্রে যে ভারতের কথা উত্থাপন করলাম, তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও নয়।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"আপনি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী এসম্বন্ধে কিছু জানলে, পৃথিবীতে হয় আপনি থাকবেন, না হয় আমি।"

এখন আবার ফিরে আসা যাক্ মূল কাহিনীর মধ্যে, বাস্তব ঘটনার মধ্যে। জগতের সবচেয়ে বড় ক্রাইম্-উপন্যাস এই ঘটনার চেয়ে খুব বেশী রোমাঞ্চকর নয়।

আগের অধ্যায়েই বলেছি, ইয়াগোডার পূর্বে O G P U-র চেয়ারম্যান বা সর্বময়-কর্ত্তা ছিলেন মেনঝিনস্কী। মেনঝিনস্কী বহুদিন থেকেই হৃদরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, হঠাৎ ১৯৩৩ সালের মে মাসে তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন এবং তাঁর জায়গায় O G P U-র অধিনায়ক হলো ইয়াগোডা। এই সামান্য সংবাদটীর পিছনে আছে উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর এক ঘটনা।

ইয়াগোডা হত্যার যে নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিল, তার প্রয়োগের জন্যে সে আগে থাকতেই একজন ডাক্তারকে অতি সযত্নে লালন-পালন করে রেখেছিল। তাঁর নাম ডাক্তার লিও লেভিন। লেভিন ইয়াগোডার নিজের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু অন্য আর এক কারণে লেভিনকে ইয়াগোডা তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ হিসাবে খাতির করতো। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যক্রমে লেভিন ছিল ক্রেমলিনের মেডিকেল ষ্টাফের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। অর্থাৎ তাঁর চিকিৎসাধীনে ক্রেমলিনের বহু বিশিষ্ট সোভিয়েট অফিসর বা কর্ম্মী ছিলেন। O G P U-র চেয়ারম্যান মেনঝিস্কীরও গৃহ-চিকিৎসক তিনি ছিলেন।

ইয়াগোডা একটু বিশেষভাবেই তাই লেভিনকে খাতির করতো। ভাল বিদেশী মদ এনে লেভিনের জন্যে আলাদা করে রেখে দিত। তাঁর থাকবার জন্যে শহর থেকে কাছেই একটা আলাদা বাড়ী সে ঠিক করে দিয়েছিল। তার জন্যে লেভিনকে এক পয়সাও ভাড়া দিতে হতো না। সময়ে অসময়ে প্রায়ই লেভিনের বাড়ীতে ইয়াগোডা উপহার পাঠাতো। লেভিন রাশিয়া ছেড়ে বাইরে বেড়াতে যেতেন, ফিরে আসবার সময় সঙ্গে করে অনেক বিদেশী জিনিস তিনি নিয়ে আসতেন, ইয়াগোডার জন্যেই সেই সব জিনিসের কোন শুল্ক না দিয়েই তিনি ছাড়পত্র পেতেন। লেভিন এই অতিরিক্ত সৌভাগ্যে মাঝে মাঝে যে নিজেই বিস্মিত হতেন না, তা নয়। তখন তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি, এইভাবে তার কাছ থেকে সুবিধা-সুযোগ নিতে নিতে তিনি কতখানি সেই লোকটীর চক্রান্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। এইভাবে সুবিধা-সুযোগ দিতে দিতে ক্রমশ ইয়াগোডা অতি কৌশলে ডাক্তারকে কতকগুলি ঘোরতর আইন-বিরোধী কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে··· যেমন ঘুষ নেওয়া এবং ছোট-খাট আরো অনেক ব্যাপার, সোভিয়েট আইনের চক্ষে যা ঘোরতর অপরাধ। ক্রমশ ডাক্তার লেভিনকে সে বুঝিয়ে দেয় যে তার বিরুদ্ধে গেলে, সে-ও ডাক্তার লেভিনকে সমান বিপন্ন করতে পারে। তারপর O G P U-র সহকারী চেয়ারম্যান হিসাবে তার শক্তির কথা লেভিনের অজানা ছিল না। এইভাবে লেভিনকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করে ইয়াগোডা সুকৌশলে তাঁকে তার অভিসন্ধি-সাধনের সহকর্ম্মীরূপে আমন্ত্রণ করে।

একদিন ইয়াগোডা স্পষ্টই ডাক্তারকে জানিয়ে দিল যে, বর্ত্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী দল গোপনে গড়ে উঠেছে এবং সে নিজে সেই দলের একজন প্রধান অধিনায়ক। এই দল একান্ত শক্তিশালী

এবং জার্ম্মানী ও জাপানের সঙ্গেও তাদের গোপন চুক্তি হয়েছে। অচিরকালের মধ্যে তারা ষ্টালিনকে সরিয়ে শাসন-যন্ত্র অধিকার করবে। তার ইচ্ছা যে ডাক্তার লেভিন এই দলের কাজে তাদের সাহায্য করেন।

ডাক্তার লেভিন তখন স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ এই কূটচক্রী লোকটীর ওপর নির্ভর করছে। তাকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর বেঁচে থাকবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সেক্ষেত্রে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে ভবিষ্যতে তার মঙ্গলই হবে। তিনি সম্মত হলেন, এই গোপনবিরোধী দলে যোগদান করতে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল না যে এই দলের হয়ে কি ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। এইভাবে লেভিনকে সব দিক থেকে বেঁধে নিয়ে কূটচক্রী ইয়াগোডা তার আসল উদ্দেশ্যের কথা একদিন জানালো, ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে বড় বড় সোভিয়েট অফিসার বহু আছে। তাদের কাউকে কাউকে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে!

ডাক্তার লেভিনের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে, ইয়াগোডা তাঁকে এইভাবে হত্যার কাজে লিপ্ত করাবে।

তাঁকে বিচলিত এবং বিভ্রান্ত দেখে ইয়াগোডা স্পষ্টভাষায় তাঁকে জানিয়ে দিল, এখন আমার কাছ থেকে আপনার সরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে, আপনার ওপর। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী এ-সম্বন্ধে কিছু জানলে, পৃথিবীতে হয় আপনি থাকবেন, না হয় আমি থাকবো। আজ আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন; বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। দু'একদিন পরে আপনাকে ডেকে পাঠাব। ইতিমধ্যে আপনার যেন মনে থাকে, আমি কে…

মনে থাকে যেন, O G P U-র যে সর্বময় কর্তা হবে, সে তার সব চেয়ে গোপন কথা আপনাকে বলেছে।

বিহ্বলের মত ডাক্তার লেভিন বাড়ী ফিরে আসেন। পরে ডাক্তার লেভিন নিজে তাঁর সেই সময়কার মনের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন, "একথা বলা বাহুল্য যে ইয়াগোডার সেই প্রস্তাব শুনে আমার মনের কি নিদারুণ অবস্থা হলো! অষ্ট-প্রহর একটা তীব্র দ্বন্দ্বে অন্তর জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলো....নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ইয়াগোডা স্পষ্টভাবেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, তার কথা মত যদি না চলি, তাহলে ভবিষ্যতে আমার বা আমার সংসারের কারুর নিস্তার থাকবে না। সেই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আর উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে, অবশেষে আমি তার কথাতেই রাজী হতে বাধ্য হলাম।"

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মেনঝিনস্কীর বেঁচে থাকাতে আমাদের কোন লাভ নেই, অতএব তার মৃত্যুকে এগিয়ে আনাই আমাদের প্রথম কাজ......

এইভাবে ডাক্তার লেভিনকে চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিয়ে, ইয়াগোডা তাঁর সঙ্গে আর একজন ডাক্তারের পরিচয় করিয়ে দিলেন, ডাক্তার কাজাকভ্। তিনিও মাঝে মাঝে মেন্‌ঝিনস্কীর চিকিৎসা করতেন। সেই বিভীষিকার পথে আর একজন সহধর্ম্মীকে সহায় স্বরূপ পেয়ে ক্রমশ লেভিনের অন্তরের নৈতিক দ্বন্দ্ব শান্ত হয়ে এলো। সেই দুই ডাক্তার মিলে ইয়াগোডার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হত্যার নতুন পন্থা আবিষ্কারে মনোযোগ দিলো। তাদের প্রথম শিকার হলো মেনঝিনস্কী।

এখানে ডাক্তার কাজাকভের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। যদিও পরবর্ত্তীকালে প্রমাণিত হয় যে, লোকটী এ্যামেচার বৈজ্ঞানিক দলেরই একজন কিন্তু সেই সময় সে এমনভাবে চিকিৎসকমণ্ডলীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে যে, অনেকের ধারণা হয়ে যায় যে সে বিশেষ-প্রতিভাশালী একজন বৈজ্ঞানিক এবং তার গবেষণার দ্বারা চিকিৎসা-জগতে সে নিশ্চয়ই একটা যুগান্তর আনবে। অন্তত কাজাকভের নিজের সম্বন্ধে সেই বিশ্বাসই ছিল। তার জন্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাকে এক বিরাট লেবরেটরীর ভার ছেড়ে দেয় এবং তার গবেষণার জন্যে সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা তাকে দেওয়া হয়। অবশ্য তার যে খানিকটা প্রতিভা ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, নতুবা এতগুলি লোককে দীর্ঘকাল ধরে ধাপ্পা দিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কিছুকাল পরে সে ঘোষণা করে

যে, কতকগুলি বিশেষ রোগের সে এক স্বতন্ত্র চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করেছে। সেই নতুন প্রণালীর সে নামকরণ করে, lysatotherapy. ল্যাটিন নামের আড়ালে সেই নতুন প্রণালীটির আসল বক্তব্য কি, তা সে তখন প্রকাশ করেনি। কাজাকভ্ বলে যে, বহু রোগীর ওপর পরীক্ষা করে সে এই নতুন প্রণালীতে বিশেষ সুফলই পেয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে জগতে ঘোষণা করবার অবস্থায় সে এখনো আসেনি। তাই তাকে এখন সে-প্রণালীটীকে সংগোপনেই রাখতে হয়েছে। অচিরকালের মধ্যেই সে বৈজ্ঞানিক মহলে ঘোষণা করবে এবং তখন নিঃসন্দেহে সে বলতে পারে যে জগতের চিকিৎসা ব্যাপারে একটা যুগান্তর ঘটে যাবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাকে সন্দেহ করবার মত কোন প্রমাণই তখন পায় নি, তাই তাকে পৃষ্ঠ-পোষকতাই করে এসেছে এবং সেই পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে সে চিকিৎসক-মহলে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছিল।

মেনঝিন্‌স্কী বহুদিন থেকে হাঁফানিতে ভুগছিলেন। ইদানীং ডাক্তার কাজাকভের চিকিৎসায় তাঁর খানিকটা উপশমও হয়েছিল। সেইজন্যে কাজাকভের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস জন্মায়। তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে তার চিকিৎসা-ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দেন। তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারলে, কাজাকভের সেই নতুন আবিষ্কারের একটা বড় রকমের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে, সেই আশায় কাজাকভ ধীরে সুস্থে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই মেনঝিনস্কীর চিকিৎসা করছিল।

ইয়াগোডা ডাক্তার লেভিনকে নিযুক্ত করলো, কাজাকভ্‌কে সরাসরি সেই চক্রান্তে টেনে নিতে এবং যাতে করে মেনঝিনস্কীর মৃত্যু অচিরকালের মধ্যে ঘটে, তার ব্যবস্থা করতে।

একদিন লেভিন উপযাচক হয়েই কাজাকভের সঙ্গে দেখা করলো।

মেনঝিনস্কীর অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেভিন রহস্যজনক ভাবে বলে বসলো, মেনঝিনস্কী তো জীবন্ত মড়া···তার ওপর আপনি অকারণে সময় নষ্ট করছেন!

লেভিনের কথার ইঙ্গিতে কাজাকভ্ বিস্মিত হয়ে তার দিকে চায়। একথার তাৎপর্য্য কি?

লেভিন বলে, এই সম্পর্কে একটা জরুরী পরামর্শ করবার জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি!

তখনও পর্য্যন্ত লেভিনের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে কাজাকভ জিজ্ঞাসা করে, কি সম্পর্কে?

লেভিন বলে, মেনঝিনস্কীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

ক্রমশঃ লেভিন তার অন্তরের আসল কথা কাজাকভের কাছে একটু একটু করে উদ্ঘাটিত করে। বলে, আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে এতখানি বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না। আমি কি বলতে চাইছি, আপনি একটুতেই তা বুঝে নেবেন। মেনঝিনস্কীর চিকিৎসা আপনি যতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে করছেন, তা করবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার চিকিৎসায় তিনি একটু সেরেও উঠেছেন। কিন্তু তা হলে তো চলবে না।

কাজাকভের বিস্ময় উদগ্র হয়ে ওঠে। তখন লেভিন সোজাসুজী ইয়াগোডার কথা উত্থাপন করে বলে, আপনি যদি মেনঝিনস্কীকে সারিয়ে তোলেন, তাহলে ইয়াগোডার আর ঐ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এখন সম্ভব হয় না। অথচ ইয়াগোডাকে এই মুহূর্ত্তেই ঐ আসন দখল করতে হবে। আপনি তো ইয়াগোডাকে বিশেষ ভাবেই জানেন, তারই হাতে সব, এবং সে যে-জিনিস ধরে তা শেষ না করে ছাড়ে না এবং তার জন্যে যে-কোন পন্থা অবলম্বন করতে তার একটুও বাধে না।

কাজাকভ্ ভয়ে বিস্ময়ে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

লেভিন আশ্বাস দেয়, আমারও ঠিক ঐ অবস্থা হয়েছিল কিন্তু ভেবে দেখলাম, যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে ইয়াগোডাকে সাহায্য করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। আমি যেভাবে তার চিকিৎসা করছি, আপনি আর তার মধ্যে কিছু করবেন না। খুব সাবধান, যেন মেনঝিনস্কী বা জগতের আর কোন লোক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানতে না পারে। এর বিরুদ্ধাচরণ যদি করেন, তাহলে জগতে যেখানেই থাকুন না কেন, ইয়াগোডার প্রতিহিংসা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

সেদিনের মত লেভিন চলে এল। কাজাকভ্ বুঝলো, এক ভয়াবহ অক্টোপাশের বন্ধনে সে পড়ে গিয়েছে।

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**আমেরিকার ক্রাইম-উপন্যাসের কাল্পনিক ঘটনা এর চেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর নয়।**

এই ঘটনার দু'তিন দিন পরেই একদিন হঠাৎ কাজাকভের টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন ধরতেই শুনতে পেলো, মেনঝিনস্কীর বাড়ী থেকে এক্ষুনি যাবার জন্যে তাকে ডাকছে। মেনঝিনস্কীর অবস্থা নাকি হঠাৎ খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে···দম আটকে আসবার মতন হচ্ছে!

কাজাকভ্ তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে মেনঝিনস্কীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। বাড়ীতে ঢুকতেই একটা তীব্র তারপেনটাইনের গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। তারপেনটাইনের সঙ্গে অন্য আর একটা কিছু মেশানো আছে, যার জন্যে সুস্থ মানুষেরও সেই বাতাসে নিশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হয়। কাজাকভ্ সিঁড়িতে ওঠবার সময় নিজেই সেই গন্ধে মাথাঘুরে পড়ে যাবার মতন হলো। নিজেকে সামলে নিয়ে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের এই গন্ধ?

লোকটি জবাব দিল, বাড়ীতে নতুন রঙ ধরানো হয়েছে, তার গন্ধ!

রোগীর ঘরের ভেতর ঢুকে কাজাকভ্ দেখে, দরজা জানলা সব বন্ধ। সেই বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মেনঝিনস্কী কোন রকমে অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন। সমস্ত ঘর সেই তীব্র গন্ধে ভরপুর। ডাক্তারের অভ্যাসবশত কাজাকভ্ তাড়াতাড়ি দরজা জানলা সমস্ত খুলে দিল।

তার ফলে কিছুক্ষণ পরেই গন্ধটা পাতলা হয়ে গেল। সাময়িক ভাবে শ্বাসকষ্ট দূর করবার জন্যে কাজাকভ্ একটা ইন্‌জেকসন দিল। ফলাফল দেখবার জন্যে রোগীর পাশেই বসে রইলো। ইনজেকসনের ফলে সেই নিদারুণ শ্বাসকষ্টটা দূরীভূত হয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে মেনঝিনস্কী ঘুমিয়ে পড়লো। কাজাকভ্ বাড়ী ফিরে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বেজে উঠলো। O G P U-র সহকারী

চেয়ারম্যান ইয়াগোডার অফিস থেকে ফোন এসেছে। ইয়াগোডা এক্ষুনি কাজাকভের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কম্পিত অন্তরে কাজাকভ্ তৎক্ষণাৎ ইয়াগোডার অফিসের গোপন-কক্ষে তার সামনে হাজির হলো। দেখে, গম্ভীর-মুখ ইয়াগোডা বসে আছে। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করে উঠলো, মেনঝিনস্কীকে আপনি দেখতে গিয়েছিলেন?

—হাঁ...হঠাৎ একটা জোর ধাক্কা লাগে বুকে...সেইজন্যে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন......

—আপনার সঙ্গে লেভিনের দেখা হয়েছিল?

কাজাকভের কণ্ঠ শুকিয়ে আসে, বলে—হাঁ!

চেয়ার থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ইয়াগোডা গর্জ্জন করে উঠলো, তাহলে কিসের জন্যে আপনি এত দেরী করছেন? কি সাহসে আপনি আর একজনের কাজের মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন?

বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক কাজাকভ্ বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি বলছেন? কি চান আপনি আমার কাছ থেকে?

ইয়াগোডা বলে, কে বলেছিল আপনাকে ওষুধ দিয়ে মেনঝিনস্কীকে সারিয়ে তুলতে? যে মরে গিয়েছে, তাকে তাড়াতাড়ি শ্মশানে পাঠানোর ব্যবস্থাই এখন করতে হবে। মেনঝিনস্কীর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই আর। অকারণে শুধু সে পথ জুড়ে আছে। শুধু আপনার নয়, সোভিয়েট রাশিয়ার কল্যাণ-কামী প্রত্যেকের পথ জুড়ে সে বসে আছে। অতএব আমার আদেশ, আপনি আর ডাক্তার লেভিন দুজনে মিলে এমন একটা ব্যবস্থা করুন, যাতে কেউ কোন সন্দেহ করতে পারবে না অথচ মেনঝিনস্কীকে মরতে হবে, বুঝলেন?

অতি স্পষ্ট কথা, এতটুকু ধোঁয়া তার মধ্যে নেই। কাজাকভের মাথার ভেতরে যেন ঝড় বইতে থাকে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে ইয়াগোডা বলে, হাঁ, আর একটা কথা···এই ব্যাপার যদি কেউ জানতে পারে অথবা আপনি যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ কোন রকমে করতে যান, তাহলে জানবেন, আমি জানতে তো পারবোই এবং তখন আপনার নিষ্কৃতি নেই। এখন যান, ডাক্তার লেভিনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলুন!

উন্মাদের মত কাজাকভ বাড়ী ফিরে আসে। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে পারে না। কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না। কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করবে, সে যদি ইয়াগোডার স্পাই হয়! চারিদিকেই ইয়াগোডার স্পাই··· কর্ত্তৃপক্ষদের জানাতে গেলে নিশ্চয়ই তার চরেদের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না···বিশেষ করে এখন হয়ত, তার চারিদিকেই স্পাই ঘুরছে!

উন্মাদের মত একা একা ঘরের মধ্যে বসে থাকে। একমাত্র লোক আসে, ডাক্তার লেভিন। লেভিন ক্রমশ তাকে বুঝিয়ে বলে, বর্ত্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী চক্রান্ত গড়ে উঠেছে, সে-চক্রান্তে ইয়াগোডা, পিয়াটাকভ, রায়কফের মতন বড় বড় অফিসররা যোগদান করেছেন, কার্ল র‍্যাডেক আর বুখারিনের মত খ্যাতনামা লেখক আর দার্শনিকেরাও আছেন এবং সেনানায়কেরাও অনেকে যোগদান করেছে। অচিরকালের মধ্যেই এই চক্রান্তকারীরা জয়ী হবে। সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাদের অবস্থাও যে খুব উন্নত হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এইভাবে কয়েকদিনের প্ররোচনায় লেভিন ক্রমশ কাজাকভের

মনকে তৈরী করে আনে। নিরুপায়ভাবে সেই চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে কাজাকভও অবশেষে লেভিনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ইয়াগোডার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হত্যার অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কার করবার জন্যে তখন দুজনেই তৎপর হয়ে ওঠে। এবং অচিরকালের মধ্যেই তারা একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবনও করে। মেনঝিনস্কীর ওপর সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করে তারা কৃতকার্য্যই হয়। লোকে শুনলো, মেনঝিনস্কী অনেকদিন ধরে হাঁফানিতে ভুগছিলেন হঠাৎ হৃদ-যন্ত্র বিকল হওয়াতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

কিন্তু এই ঘটনার বহুদিন পরে ডাক্তার কাজাকভের নিজের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, তারা দুজনে মিলে তাঁকে এমনভাবে ওষুধ পরিবেশন করে যার ফলে তাঁর হৃদ-যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। মেনঝিনস্কীর মৃত্যু, মৃত্যু বটে কিন্তু হত্যা। জগতে যত বৃত্তি আছে, তার মধ্যে চিকিৎসকের বৃত্তি হলো সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ। গৃহ-চিকিৎসককে মানুষ বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। এই হলো জগতের সনাতন অভ্যাস। সেদিন রাশিয়ার চক্রান্তকারীরা সেই পবিত্রতম বিশ্বাসকে জঘন্যতম রাজনৈতিক স্বার্থে অপ-প্রয়োগ করে। মৃত্যু সম্পর্কে চিকিৎসককে কেউই অবিশ্বাস করে না। তাই সেদিন তারা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে জঘন্যতম ঘাতকের কাজ করেও সমাজে নিরাপদে বাস করতে পেরেছিল। আমেরিকার ক্রাইম্ নভেলে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক হত্যার নানারকমের কাহিনী আমরা পড়েছি, বাস্তবজীবনে তা যে এমন সত্যভাবে দেখা দিতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করেনি।

মেনঝিনস্কীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই ইয়াগোডা O G P U-র সর্বময়-কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হলো।

ইয়াগোডা সংগোপনে যে টেরারিষ্টদল গড়ে তুলছিল তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিল ইয়েনুকিড জ্। তারই ওপর ভার ছিল কেন্দ্রের আসল পরিচালনার। ইয়েনুকিড্‌জ্ অবশ্য প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বুলেটকেই চিনতো কিন্তু ইয়াগোডা তাকেও সেই নতুন আবিষ্কৃত অস্ত্রের প্রয়োগ-বিদ্যায় দীক্ষিত করে তোলে। রিভলবারের একটা প্রধান অসুবিধা, সে সশব্দে চীৎকার করে প্রয়োগকর্ত্তাকে জানিয়ে দেয়। আত্মগোপন করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই বহু ষড়যন্ত্র আতুড়ঘরেই একটা রিভলবার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। ইয়াগোডা তাই এই চিকিৎসক-ঘাতকের অস্ত্রকে ষড়যন্ত্র পরিচালনার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস বলে গ্রহণ করে। ইয়েনুকিড্‌জ্ অচিরকালের মধ্যেই ইয়াগোডার ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করে এবং এই নতুন অস্ত্র প্রয়োগের জন্যে নতুনভাবে দলের কর্ম্মপদ্ধতিকে অদলবদল করতে হয়। তখন ক্রেমলিনের ভেতর তাদের দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মীরূপে ছিল, ভেনিয়ামিন এ, ম্যাকসিমভ। সে তখন ছিল সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ন্যাশন্যাল ইকনমীর চেয়ারম্যান কুইবিশেভের সেক্রেটারী। ম্যাকসিমভকে ডেকে ইয়েনুকিড্‌জ্ তাদের নতুন কর্ম্মপ্রণালীর কথা যখন জানালো, পুরোণ টেরারিষ্টরূপে ম্যাকসিমভের মনটাও কেমন যেন তাতে হঠাৎ সায় দিতে পারলো না। কিন্তু ইয়েনুকিড্‌জ্ তাকে বুঝিয়ে বল্লো, এখন আর প্রত্যাবর্ত্তন করবার উপায় নেই, তারা এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে রীতিমত অনেকখানি অগ্রসর হয়েও গিয়েছে এবং তার জন্যে দুটী বিচক্ষণ ডাক্তার রীতিমত ল্যাবরেটারীতে গবেষণা করছে—কোন্ কোন্ রোগে কিভাবে কি ওষুধ প্রয়োগ করলে লোকে সহসা সন্দেহ করতে পারবে না। এইভাবে তারা বিনা সন্দেহে অনেকগুলি বড় মাথাকে

সারিয়ে ফেলতে পারবে। টেরারিজিমের এর চেয়ে ভাল অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।

কুইবিশেভ তখন মধ্যে মধ্যে হার্টের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ইয়ানুকিড্‌জ্‌ ম্যাকসিমভকে পরামর্শ দিল, তার সেক্রেটারীরূপে তাকে শুধু ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যাতে তাদের নিযুক্ত ডাক্তারই কুইবিশেভকে চিকিৎসা করতে পারে এবং চিকিৎসা করবার সময় যাতে তারা অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারে। আর একটা বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে, যদি কখনও অসুখ বাড়াবাড়ি হয় তা হলে যেন সে-সময় বাইরের অন্য কোন ডাক্তারকে আর না ডাকা হয়। আর যা কিছু করবার তা তাদের ডাক্তারেরাই করবে।

যথাকালে ম্যাকসিমভ ডাক্তার লেভিনের সঙ্গে কুইবিশেভের যোগাযোগ করে দিল এবং লেভিনের চিকিৎসাধীনে প্রথমটা কুইবিশেভ একটু ভালও বোধ করতে লাগলেন। হঠাৎ তার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন কুইবিশেভের বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা করে উঠলো, অফিসের কাজ ছেড়ে বাড়ীতে গিয়ে বিছানায় শুতে বাধ্য হলেন। সেক্রেটারী ম্যাকসিমভ সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার লেভিনকে খবর পাঠানো হলো। ডাক্তার লেভিন এসে রোগীকে দেখে বুঝলেন যে, তাঁর ওষুধের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সেদিন একটা ইন্‌জেকসন দেওয়ার ফলে কুইবিশেভ সাময়িক ভাবে একটু স্বস্তি পেলেন। নিভৃতে ম্যাকসিমভকে ডেকে লেভিন জানালো, এইরকমভাবে হঠাৎ আবার আর একদিন ব্যথা উঠবে। তোমাকে শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেই অবস্থায় রোগী শুয়ে না পড়ে। অন্তত কয়েক মিনিট খানিকটা নাড়াচাড়া পেলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

ভাগ্যক্রমে তার কয়েকদিন পরেই অফিসে কাজ করতে করতে কুইবিশেভের বুকে আবার সেইরকম বেদনা জেগে উঠলো। ম্যাকসিমভ পাশের ঘরেই ছিল। লেভিনের নির্দ্দেশ মত সে কুইবেশেভকে বল্লো চলুন, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাই। এবং সেই অসুস্থ লোককে হাঁটিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলো। তেতলার উপরে ছিল কুইবিশেভের ঘর। তেতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে কুইবিশেভ যখন নিজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন আর তার কথা বলবার শক্তি ছিল না। পরিচারিকা ছুটে এসে তাকে ধরে বিছানায় শোয়াতে শোযাতে তার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেল।

ম্যাকসিমভ ফোনে ইয়াগুকিড্‌জ্‌কে সে-সংবাদ জানালো। ইয়ানুকিড্‌জ্‌ বুঝলো, ডাক্তার লেভিনের চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞান সত্যই প্রশংসনীয়। কি উপায়ে ডাক্তার লেভিন কুইবিশেভের মৃত্যুকে আগিয়ে আনেন, তার নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা পরবর্ত্তীকালে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন। ডাক্তার লেভিনের জবানবন্দী মস্কো-বিচারের সরকারী কাগজপত্রে নথী-বদ্ধ হয়ে আছে। মাইকেল সেয়ারস তাঁর বিখ্যাত বই "The great conspiracy against Russia" পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় সেই সরকারী নথী থেকে ডাক্তার লেভিনের উক্তি যথাযথভাবে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

কুইবিশেভের হত্যায় কৃতকার্য্য হয়ে ডাক্তার লেভিন, তাঁর তৃতীয় শিকার হিসাবে জগৎ-খ্যাত সাহিত্যিক ম্যাকসিম্ গর্কীকে গ্রহণ করেন। এবং তাঁর প্রতিভার চরম প্রমাণস্বরূপ, এ-ক্ষেত্রেও তিনি কৃতকার্য্য হন।

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পেশকভের অপরাধ, তার তরুণী স্ত্রী ছিল অপরূপ সুন্দরী।

অতঃপর ইয়াগোডার দৃষ্টি পড়লো, জগৎ-খ্যাত সাহিত্যিক ম্যাকসিম্ গর্কী এবং তাঁর একমাত্র পুত্র পেশকভের ওপর।

এই সম্পর্কে ট্রটস্কীরও আগ্রহ কম ছিল না। হত্যার তালিকায় গর্কীর নামকে পয়লা থাকে রাখার মধ্যে তাঁরও যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সে-বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তিটীর মারফৎ তিনি রাশিয়া থেকে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন, সেই সার্জ্জি বেসোনভ্ পরবর্তীকালে যে স্বীকারোক্তি করে, তাতে জানা যায় যে, ১৯৩৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ তার সঙ্গে ট্রটস্কীর এই সম্পর্কে একটা পাকা কথাবার্তা হয়ে যায়। তাকে বুঝিয়ে ট্রটস্কী বলেন, ষ্টালিনের ওপর এখন যদি কারুর বিশেষ কোন প্রভাব থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি হলো একমাত্র গর্কী। আমেরিকায় এবং রাশিয়ার বাইরে অন্য সব দেশে বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুকূল অবস্থা তৈরী করার ব্যাপারে, গর্কীই হলো ষ্টালিনের প্রধান সহায়। রাশিয়ার ভেতরেও, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মস্তিষ্ক-জীবিদের মধ্যে অনেকে, যারা আগে আমাদের দলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল, গর্কীর লেখা এবং সাহিত্যিক প্রতিপত্তির দরুণ—তারা এখন আমাদের বিরূপ হ'য়ে উঠেছে। অতএব আমাদের দলের অগ্রগতির পক্ষে এখন এই লোকটিই সব চেয়ে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। তাই পিয়াটাকভ্‌কে আমার দ্ব্যর্থহীন আদেশ পৌছে দেবে, যেমন করেই হোক অচিরকালের মধ্যে গর্কীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

গর্কীর তখন বয়স প্রায় সত্তর হয়ে এসেছে। বৃদ্ধ। সারাজীবন দুঃখ দৈন্য এবং অসাধারণ দুর্দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া যৌবনের সেই অনাহারী অর্দ্ধাহারী দিনগুলির ছাপ স্থায়ীভাবে তাঁর দেহাভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছিল। ক্ষয়রোগে তাঁর শ্বাস-যন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং সেই থেকে তাঁর হার্টের অবস্থা খুব খারাপ হয়েই ছিল। অতি সযত্নে সেই ক্লান্ত রোগ-জীর্ণ দেহকে লালন-পালন করে তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়।

কিন্তু তাঁর মনের শক্তি এতটুকু কমে নি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তিনি নিপীড়িত মানবতার যে মুক্তি-বাণী প্রচার সুরু করেন যৌবনে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁর কলম সেই মহৎ আদর্শ সমানভাবেই প্রচার করে চলে। মানবতার কল্যাণ-মন্ত্রের যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন, কোন প্রলোভনে, কোন রাজনৈতিক যুক্তির কাছে সে-আদর্শকে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নি। উনিশ শো পাঁচে রাশিয়ায় প্রথম যে গণ-বিপ্লব হয়, তিনি তার একজন নেতা ছিলেন। বোলশেভিক-অভ্যু-ত্থানের প্রথম যুগে সদ্য-বন্ধন-মুক্ত সশস্ত্র শ্রমিকরা যখন নব-লব্ধ-শক্তির উন্মাদনায় কালাপাহাড়ী মূর্তিতে অতীতের সমস্ত শিল্প-স্মৃতি ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়, তখন সেই উন্মাদ বিভ্রান্তির মধ্যে, প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে, একমাত্র গর্কীই সেদিন সেই আত্মঘাতী সর্বনাশ থেকে তাদের বিরত করতে অগ্রসর হন। ফলে কিছুকালের জন্যে, সেই যুগের নায়কদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। পরে যখন সেই গণ-উন্মাদনার তরঙ্গ শান্ত হয়ে আসে, তখন লেনিন পুনরায় গর্কীকে সেই তরুণ রাষ্ট্রের ভাব-ভিত্তি গঠনের জন্যে আহ্বান করেন। এবং লেনিনের আহ্বানে গর্কী সেদিন কম্যুনিজিমের অন্তর্নিহিত মানবীয়তার সুরকে আবার জগতের সামনে অনবদ্য সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তুলে

ধরেন। লেনিন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন গর্কীর সঙ্গে তিনি যোগসূত্র বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন এবং বহু জটীল সমস্যায় লেনিন গর্কীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ষ্টালিনও গর্কীকে সেই মর্য্যাদা দান করেন এবং বে-সরকারীভাবে গর্কী ছিলেন, তদানীন্তন সোভিয়েট শাসকবর্গের সাহিত্যিক প্রতিনিধি। রাশিয়ার সবশ্রেষ্ঠ লেখকরূপে নবীন লেখকদের ওপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল এবং রাশিয়ার বাইরে সাহিত্য-জগতে গর্কীই ছিলেন রাশিয়ার প্রধানতম প্রতিনিধি।

নিজেদের গোপন-কেন্দ্রে ইয়াগোডা এক অধিবেশন আহ্বান করে এবং সে-অধিবেশনে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, অতঃপর গর্কীকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। গর্কীর নামের সঙ্গে ইয়াগোডা তাঁর ছেলে পেশকভের নামও জুড়ে দেয়। পেশকভের ওপর ব্যক্তিগত কারণে তার আক্রোশ ছিল। গর্কী ও পেশকভ্, দুর্ভাগ্যবশত দুজনেই ডাক্তার লেভিনের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। পেশকভ্ দুর্বল হার্ট নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইয়াগোডার প্ল্যান-অনুযায়ী পেশকভকেই আগে হত্যা করবার ব্যবস্থা হয়। কারণ ইয়াগোডা ভেবেছিল যে, পুত্রের শোকে হয়ত বৃদ্ধ গর্কী আপনা থেকেই মারা যাবে, মারা না গেলেও, এমন একটা মানসিক অবস্থায় গিয়ে পড়বেন, যেখান থেকে তাঁর আর কোন কাজকর্ম্ম করা সম্ভব হবে না। ১৯৩৮ সালে ইয়াগোডার যখন বিচার হয়, তখন তাকে পেশকভের হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কি উদ্দেশ্যে সে পেশকভকে হত্যা করতে চেয়েছিল? শেষ মুহূর্তে ইয়াগোডা তার আসল কারণ জানাতে রাজী হয় কিন্তু কোর্টের কাছে সে অনুরোধ জানায় যে, যদি গোপনে তাকে সেকথা প্রকাশ

করতে দেওয়া হয়, তবেই সে বলতে পারে। এবং গোপনেই সে কোর্টকে সে-কথা জানায়। আমেরিকার রাষ্ট্র-দূত ডেভিস্ তাঁর বিখ্যাত বই Mission to Moscowতে, এই গোপন কথার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। পেশকভ্‌কে হত্যা করার আসল উদ্দেশ্য হলো, পেশকভের সুন্দরী তরুণী পত্নী, যার রূপে ইয়াগোডা মুগ্ধ হয়েছিল।

# ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইয়াগোডার কাছে ম্যাক্‌সিম গর্কীর হত্যা ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন। হায় ইতিহাস!

ম্যাক্‌সিম গর্কী এবং পেশকভ্‌কে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত যখন ইয়াগোডা প্রথম ডাক্তার লেভিনকে জানায়, তখন ডাক্তার লেভিনের মত লোকও ভীত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন গৃহ-চিকিৎসক। মানবতার চির-উপাসক সেই চিররুগ্ন বৃদ্ধ শুধু তাঁর ওষুধের ওপর ভরসা করেই জীবনের কর্ত্তব্য তখনও নিষ্ঠাসহকারে পালন করে চলেছিলেন। তখনও তাঁর কলমের জোর এতটুকুও কমে নি। গর্কী যে ইয়াগোডার দলের কণ্টকস্বরূপ, তা বুঝতে লেভিনের দেরী হয়নি কিন্তু তাঁর তরুণ পুত্র পেশকভ্‌, তাকেও সেই সঙ্গে সরিয়ে ফেলার কি দরকার, তা লেভিন কল্পনাও করতে পারেন নি। সেই ভয়াবহ পাপ-পঙ্কিলপথে তখন ইয়াগোডার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এতদূর নেমে গিয়েছিলেন যে সে-পথ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তবুও সেই প্রস্তাব শুনে লেভিন রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

লেভিনের সেই কুণ্ঠা দেখে ইয়াগোডা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে গর্কীকে সরিয়ে ফেলা হলো, স্রেফ্‌ একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ইতিহাস দাবী করছে, তাঁর মৃত্যু। সুতরাং সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বিপ্লবীকে সমস্ত নৈতিক দুর্বলতার উর্দ্ধে উঠতে হবে!

এই সূত্রে ইয়াগোডা দিনের পর দিন লেভিনকে বোঝাতে থাকে,

আজ সোভিয়েট শাসকদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে গর্কী। তাঁর পরামর্শের ওপর ষ্টালিন সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে থাকে। তা ছাড়া রাশিয়ার বাইরে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গর্কীর প্রভাব অনন্যসাধারণ। সেক্ষেত্রে গর্কীকে না সরিয়ে ফেল্লে, আমাদের দলের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাঁর একটা কথায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্য্যাদা বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্যে স্থিরচিত্তে দলের কল্যাণের জন্যে, রাশিয়ার কল্যাণের জন্যে এই কাজের ভার আপনাকে নিতেই হবে। অচিরকালের মধ্যেই আমরা জয়ী হব তখন আপনার কাজের পুরস্কার সকলের আগে বিবেচনা করা হবে।

এই জঘন্য প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে ডাক্তার লেভিনের মত লোকেরও সেদিন হৃদকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু ইয়াগোডা বিপ্লবের স্বধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তার অন্তরের কুণ্ঠাকে ভাঙ্গতে উঠে পড়ে লাগে। এটা হলো বিপ্লবের একটা অবশ্যম্ভাবী স্তর, সে-স্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রত্যেককেই যেতে হবে, তারা প্রত্যেকেই তার সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকবে। সেক্ষেত্রে দর্শকরূপে চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে, তাদের উচিত সেই কাজের দ্রুত সমাধানের মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের পরবর্ত্তী স্তরকে আগিয়ে আনা। প্রত্যেকের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে, তার প্রয়োগ করে বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে হবে। যখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তখন তাকে শেষ করতেই হবে।

লেভিনকে ইয়াগোডার নির্দ্দেশকে মেনে নিতেই হলো। এবং পিতার পূর্ব্বে পুত্রকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে তিনি যথারীতি গবেষণা সুরু করে দিলেন। লেভিনের পন্থা অনুসারে যাকে সরিয়ে ফেলতে হবে, আগে তার দেহ-যন্ত্রের সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে অনুশীলন করে জেনে নিতে হবে। কোথায় দেহ-যন্ত্রের মধ্যে কি ত্রুটী আছে, এবং

কিভাবে ওষুধের সাহায্যে সেই ত্রুটীকে মারাত্মক করে তোলা যায়। যে-বিজ্ঞানকে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছিল, সেদিন রাজনীতি-বিষ-দগ্ধ মানুষ তাকে মৃত্যুর কাজেই প্রয়োগ করলো। এইভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে বেমালুম হত্যা করার অভিনব ক্রাইম্ রাশিয়ার বাইরে অন্য কোন কোন দেশেও দেখা দেয়। ভারতবর্ষেও তার দু'একটা উদাহরণ খবরের কাগজের পাতায় দৃষ্টিগোচর হয়। এই ক্রাইমের সফলতা নির্ভর করে অনুষ্ঠাতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের ওপর। যে যত বড় বৈজ্ঞানিক, তার কাজ তত বেমালুম হবে।

পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার লেভিনের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, কি উপায়ে তিনি পেশকভ্ এবং গর্কীকে ওষুধ প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করেছিলেন। তার জন্যে তিনি দুজনেরই দেহ-যন্ত্রের যে অংশ দুর্বল, তার সুযোগ গ্রহণ করেন। পেশকভের দেহ অনুশীলন করে, তিনি তিনটী দুর্বলক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। একটী হলো, Cardiac vascular system, আর একটী হলো respiratory organs, এবং তৃতীয়টী হলো vegetative nervous system. তিনি অনুশীলন করে দেখেছিলেন যে, পেশকভের দেহ-গত এই তিনটী দুর্বল-ক্ষেত্রের দরুণ, এক ফোঁটা মদও তার দেহে সহ্য হতো না কিন্তু পেশকভ্ তা সত্বেও নিয়মিত মদ খেতেন। ডাক্তার লেভিন তাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার কোন উপদেশই দেন নি, বরঞ্চ প্রত্যেক ওষুধের সঙ্গে ঘনীভূত তীব্র সুরা মেশাতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মারাত্মক নিউমোনিয়া দেখা দিল। ডাক্তার লেভিন চিকিৎসা সুরু করলেন। পাছে লেভিন দুর্বল হয়ে পড়েন, সেই জন্যে ইয়াগোডা তার কাণে অষ্টপ্রহর জপতে লাগল, এই সুযোগ। ডাক্তাররা ইচ্ছা করলে

যেক্ষেত্রে একটা সুস্থ লোককে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে, সেক্ষেত্রে একটা মুমূর্ষু রোগীকে নিয়ে এতদিন টাল-বাহানা করার কোন মানে হয় না!

লেভিন সযত্নে ওষুধ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো বাদ দিয়ে, তার জায়গায় উত্তেজক মারাত্মক ওষুধগুলো পরিবেশন করতে লাগলেন। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই পেশকভ্ মারা গেল। লেভিন সার্টিফিকেট লিখলেন, নিউমোনিয়ায় মৃত্যু!

পুত্রকে সরিয়ে ফেলে এবার পিতার ওপর দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু অসুবিধা হলো একটা ব্যাপারে। গর্কী প্রায়ই মস্কো ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। তখন আর ডাক্তার লেভিন কোন সুযোগ পেতেন না। যেটুকু কাজ ওষুধের মধ্যে দিয়ে হতো, বাইরে স্বাস্থ্যাবাসে বাস করার দরুণ তা কেটে যেতো। এইভাবে পরের বৎসরের (১৯৩৬) গোড়ার দিকে হঠাৎ গর্কী মস্কোতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লেভিনের চিকিৎসার কৌশলে অচিরকালের মধ্যেই তা নিউমোনিয়াতে দাঁড়ালো। একেই তাঁর বুকের দোষ বরাবরই ছিল, তার ওপর নিউমোনিয়ার দরুণ তা সঙ্কটময় হয়ে উঠলো। এহেন ক্ষেত্রে যে সব ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত, লেভিন সেই সব ওষুধই দিতে লাগলেন। কিন্তু তার মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে দিলেন যে, তার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। ক্যাম্ফর আর ডিগালেন ইন্‌জেকসন তিনি দিচ্ছেন, তাতে সন্দেহ করবার কারুর কিছু থাকতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে তাই ওষুধ। কিন্তু তার মাত্রা যে তিনি মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেদিকে কারুরই নজর পড়লো না। শেষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার লেভিন কাম্ফরের চল্লিশটা ইন্‌জেকসন দিয়েছিলেন...তার সঙ্গে দুটো ডিগালিন...তার ওপর চারটে ক্যাফিন... তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, আরো দুটো ষ্ট্রীক্‌নিন্ ইন্‌জেকসন্......

তার ফলে ১৮ই জুন, ১৯৩৬, জগৎ স্তব্ধ শোকে শুনলো রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং জগতের মানবতা-উপাসকদের অন্যতম অগ্রগণ্য লেখনী-নায়ক ম্যাকসিম্ গর্কী তাঁর বেদনাময় জীবনের হাত থেকে মুক্তি অর্জন করেছেন।

কিন্তু সেই নিরীহ শোক-সংবাদের অন্তরালে কত বড় যে একটা জঘন্য পাপের ষড়যন্ত্র ছিল, সেদিন কেউ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের যে রূঢ় অভিজ্ঞতা তাঁকে সঞ্চয় করতে হয়েছিল, তার দরুণই তিনি গর্কী ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। রুষভাষায় গর্কী মানে হলো তিক্ত। পৃথিবীর কাছ থেকে তিক্ত-তম আঘাত নিয়েই তাঁকে শেষ-বিদায় গ্রহণ করতে হলো।

# চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একদা হয়ত অচিরকালের মধ্যে, এই ভারতবর্ষ থেকেই আবার দ্বিতীয় বিবেকানন্দ পরিভ্রমণে বেরুবেন বিশ্বচিত্ত-জয়ে………

গত যুগে সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপ আর বিত্ত-ব্যবসায়ী আমেরিকা সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়ে এতদূর শঙ্কিত এবং নার্ভাস্ হয়ে পড়ে যে, সেদিন তাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, ক্রিয়া-কর্ম কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শুধু সেই উদীয়মান শক্তির নিধন-সংকল্পে। গত-যুগের য়ুরোপীয় রাজনীতির জটিল সন্ধি-পত্র এবং পরস্পর-গোষ্ঠীবদ্ধতার হেরফের, দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখলে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সেদিনকার নার্ভাস্ বিভ্রান্তিতে সত্যিই লজ্জিত হয়ে উঠতে হয়। এবং আজ যে ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে পৃথিবী দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার মূলেও দেখি, এই দুই শক্তির পরস্পর সন্দেহ ও প্রতিযোগিতা। সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার জন্যেই য়ুরোপ আর আমেরিকা সজ্ঞানে নাৎসী জার্ম্মাণীকে সৃষ্টি করে। সেদিন তারা নিজেরাই যে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন্‌কে গড়ে তোলে, চিরকালের ঐতিহাসিক ভুলের অনুসরণ করে, সেদিন তারাও পরম নিশ্চিন্ত মনে ধরে নিয়েছিল যে, তা থেকে তাদের কোন আশঙ্কা নেই। এইভাবে পাশ্চাত্য রাজনীতির কূট চক্রে তারা নিজেরাই এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে তা থেকে উদ্ধারের কোন সহজ পথ আজ আর তারা খুঁজে পাচ্ছে না। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করবার জন্যেই যারা সম্মিলিত হয়ে বিগতশক্তি জার্ম্মাণীকে আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠবার সুযোগ দিয়েছিল, তারাই আবার কয়েক বছর পরে সেই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যেচে মিতালী করে, নাৎসী জার্ম্মাণীর

প্রবল সমর-অভিযানকে রোধ করবার জন্যে। আবার তার কয়েক মাস পরেই, যখন নাৎসী জার্ম্মাণীর ধ্বংস হয়ে গেল, তখন, যে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সেদিন তারা নিজেরাই বন্ধুত্বের দ্বারা স্বীকার করেছিল, তখন তারই বিরুদ্ধে আবার তারা সঙ্ঘবদ্ধ হলো। এইভাবে এক সংগ্রাম থেকে আর এক সংগ্রামে, ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদী ধন-তান্ত্রিকতার অন্তর্নিহিত চরম বিরোধিতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এবং একদিন এক প্রলয়ঙ্কর চরম সংগ্রামেই মানব-ইতিহাসের এই বিশেষ স্তরের শেষ অধ্যায় লেখা হবে। রক্ত-স্নাতা ধরণী হয়ত তখন ফিরে পাবে তার শুভ্রশুচি মূর্ত্তি, সূচনা হবে মানব-ইতিহাসের আর এক নূতন অধ্যায়। আজ শুধু এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীর মনে এই পরম-জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে, যে-মানুষ লক্ষ-যোজন দূরের সূর্য্য তারকার খবর সংগ্রহ করবার মত বুদ্ধি ধরে, যে মানুষের মধ্যে আছে শক্তি, অণুর প্রাণ-বস্তু সন্ধান করে বার করবার, সে-মানুষ কি পারে না বিনা-রক্তপাতে ইতিহাসের অনিবার্য্যতাকে স্বীকার করে নিতে? আজ যে ধনতান্ত্রিক রাজ্যলোলুপতা তার অস্তিত্বের শেষ-সন্ধ্যার উপনীত হয়েছে, তার সেই শেষ-বিদায়-রশ্মিকে অনেকে এখনও মনে করছেন তার উদয়-বিভারই ছটা বলে। আজ সমগ্র পৃথিবীর পটভূমিকায় জেগে উঠেছে মানব-সভ্যতার অনিবার্য্য পরিণাম স্বরূপ, বিশ্ব-মানবের পরম অস্তিত্বের চরম দাবী। কোন জাতি নয়, সম্প্রদায় নয়, কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা বিশেষ রাষ্ট্রমত নয়, আজ পৃথিবী জুড়ে মানুষ হিসেবে সকল মানুষের মুক্তির স্বপ্ন সত্য মূর্ত্তিতে জেগে উঠছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ সাধারণ মানুষের বুকে জেগে উঠেছে অসাধারণ কামনা, জেগে উঠেছে সাধারণ মানুষের বুকে বিশ্ব-পরিবারের সংগ্রামহীন মূর্ত্তি। সেই আদর্শকে যে-মতবাদ যতখানি সম্পূরণ করবে, স্বভাবতই আজ সেই

মতবাদের দিকে সাধারণ মানুষ ততখানি এগিয়ে যাবে। তাকে বিলম্বিত করা হয়ত যায় কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। আজ তাই রাজনৈতিকদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে সংগ্রামে লিপ্ত করবার তাদের ক্ষমতা, আজ তাই সাধারণ মানুষকে নতুন চেতনায় জেগে উঠতে হবে····বিশ্বব্যাপী এক নতুন সত্যাগ্রহে···· কোন রাজনৈতিকের ক্ষমতা নেই কোন জাতিকে স্বাভাবিক পথ থেকে টেনে নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত করার। আজ তাই রাজনীতিকে নবরূপ দিতে হবে কল্যাণ-নীতির। সেই পথই দেখিয়ে গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংস অসহযোগের পথেই সাধারণ মানুষ রাজনৈতিকদের ষড়যন্ত্র ভেদ করে জগতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে মানব-তন্ত্র, সাধারণ-তন্ত্র। হয়ত আগামী যুগে, পরিশ্রান্ত জনসাধারণ বিভিন্ন দেশে দেশে, ভারতের সেই মহাপুরুষের আবিষ্কৃত নব-রণনীতির প্রয়োগে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী পাশ্চাত্য রাজনীতি-নেতাদের হাত থেকে বিশ্ব-সভ্যতার পরিচালনের দায়িত্ব কেড়ে নেবে। অন্তত আজকে যারা ভারতের ভাব-জীবনের নায়ক, তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য সেই আদর্শকেই জীবন্ত করে তুলে জগতের সামনে প্রকট করা।

একদা হয়ত কোন নিকট ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষ থেকেই দ্বিতীয় বিবেকানন্দ আবার পরিভ্রমণে বেরুবেন বিশ্বচিত্ত-জয়ে, জগতের বিভিন্ন দেশের জনগণ-চিত্তে প্রতিষ্ঠা করতে এই নূতন কল্যাণ-তন্ত্রের বীজমন্ত্র। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে ভারতবর্ষে যে অর্থ-ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে, আমার মনে হয়, সেই ভাণ্ডার থেকে যদি মহারাজ অশোকের মতন আবার জগতের বিভিন্ন দেশে পীতবাস ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের প্রেরণ করা হয়, যাঁরা তাঁদের জীবন ও সাধনার মধ্যে দিয়ে জগতের কল্যাণ-অস্তিত্বকে মহাসত্যরূপে উপলব্ধি করেছেন, যাঁরা

ভয়হীন, লোভহীন, স্বার্থহীন, যাঁরা দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে সেই সব দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপন করবেন, তা হলেই এই মহাপুরুষের প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা হয় এবং স্মৃতিরক্ষার এই হলো ভারতের সনাতন ধারা। স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজদূত এবং রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আজ ভারতবর্ষ আবার তুলে নিক তার সনাতন ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে, দিকে দিকে প্রেরণ করুক তার কল্যাণ-ধর্ম্মের ব্রতধারীদের ; ইংলণ্ড যেমন তার রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে সিভিল সার্ভিসের সেবকদের, তেমনি আজ স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র গড়ে তুলুক তার নতুন সিভিল সার্ভিস্ প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানে নিবেদিত-জীবন তৈরী হবে এই সব বিশ্ব-পরিভ্রমণকারী ব্রতধারীর দল, রাজনৈতিকদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের অন্তরে যাঁরা জাগিয়ে তুলবেন সকলকে নিয়ে বেঁচে থাকার এই কল্যাণ আদর্শকে সবরমতীতে, শান্তিনিকেতনে, পণ্ডিচারী অরবিন্দ আশ্রমে, বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠে গড়ে উঠুক তার শিক্ষাকেন্দ্র···মন্ত্রীত্বের মোহ ত্যাগ করে কংগ্রেস তুলে নিক এই বিশ্ব-জোড়া সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার··· বিশ্ব-সভ্যতার যে-রাজপথ দিয়ে একদিন ভারতবর্ষ যাতায়াত করতো, আবার উদ্ঘাটিত হোক মানব-কল্যাণের সেই রাজপথ···বিশ্বের ভাব-জীবনে নতুন করে প্রতিফলিত হোক ভারতের জাতিহীন বর্ণহীন আরণ্যক সভ্যতার উদার প্রভাব···ভারতের কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয়ে উঠুক, শৃণ্বন্ত বিশ্বে··········

# পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আদিম বর্বর মানুষের সামরিক রীতি-নীতিতে যে ব্যক্তিগত শৌর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ ছিল বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুসের হাতে তা এক জঘন্য নীচ প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী জার্ম্মাণীকে শক্তিশালী করে দাঁড় করাবার জন্যেই সেদিন বৃটীশ এবং ফরাসী রাজনৈতিকরা ভার্সেই চুক্তির লৌহ-নিগড়, যা তারা একদিন নিজেরাই পরাজিত জার্ম্মাণীর সর্ব্বাঙ্গে চাপিযেছিল, তা একে একে খুলে দিতে চেষ্টা করে। ভার্সেই চুক্তির আড়ালে, আসল উদ্দেশ্য ছিল জার্ম্মাণীকে অস্ত্রহীন করা, যাতে জার্ম্মাণী আর নিকট-ভবিষ্যতে কোনদিন সমর-আয়োজন না করতে পারে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান প্রতাপের দিকে চেয়ে ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ড নিজেদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলো। তখন ফ্রান্সের কর্ণধার পিযারে লাভাল্ আর ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ত্তা হলেন স্যার জন সাইমন। তাঁরা দুজনে দেখাশোনা করে ঠিক করলেন যে, হতভাগ্য জার্ম্মাণীকে ভার্সাই চুক্তিতে যেভাবে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা হয়েছে, তা থেকে এখন তাকে একটু একটু করে রেহাই দেওয়া উচিত। সুতরাং যে-চুক্তি অনুযায়ী জার্ম্মাণী কোন সামরিক আয়োজন করতে পারতো না, সে-চুক্তি একরকম তুলে নেওয়া হলো। এবং জার্ম্মাণী যাতে দ্রুত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে, উল্টে এখন তারই সাহায্য তাঁরা করতে লাগলেন। সামান্য সৈনিক থেকে যে-ব্যক্তিটি একটা সমগ্র জাতির প্রথম পুরুষে উন্নীত হয়েছিল, সেই দুরাকাঙ্ক্ষাবিলাসী হিটলার সম্পূর্ণমাত্রায় সে-সুযোগ গ্রহণ

করলেন। সোভিয়েট রাশিয়াকে দেখিয়ে, হিটলার তাঁর নাৎসী বাহিনীকে এক অপূর্ব্ব সমর-সজ্জায় গড়ে তুল্লেন। এবং সেই সঙ্গে এক অভিনব প্রচার-বিজ্ঞানের সহায়তায় মধ্য-য়ুরোপের মধ্যে নাৎসী প্রসারের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যে সার-অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে মনোমালিন্য ছিল, আবার তা জার্ম্মাণীকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এই সার অঞ্চলই হলো জার্ম্মাণীর শিল্প-কেন্দ্রের প্রাণ, কারণ জার্ম্মাণীর কয়লা এখানকার খনি থেকেই সরবরাহ হয়। হিটলারের বৈদ্যুতিক-প্রভাবে নাৎসী জার্ম্মাণী একরকম রাতারাতি প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে পরিণত হলো। ১লা মার্চ্চ সার-অঞ্চল জার্ম্মাণীর অধিকার ভুক্ত হয়। তার পনের দিন পরেই, হিটলার প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে অতঃপর ভার্সাই-চুক্তি মানতে জার্ম্মাণী আর বাধ্য নয়। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স কেউই তাতে বাধা দিল না। সঙ্গে সঙ্গে হিটলার জার্ম্মাণীর মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করলেন এবং তার পরের মাসেই জগৎ শুনলো, নাৎসী জার্ম্মাণী এক বিরাট আকাশ-বাহিনী গড়ে তুলেছে। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স তখন পরমানন্দে হিটলারের এই সামরিক আয়োজনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে চলেছে। স্যার জন সাইমনের ইংলণ্ডের পর পর-রাষ্ট্রবিভাগের ভার নিলেন স্যার স্যামুয়েল হোর। তিনিও পূর্ববর্তীর পন্থা অনুসরণ করে হিটলারের সমরায়োজনে সাহায্য করতে লাগলেন। সোভিয়েট রাশিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা শেষবারের মতন সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে।

ট্রটস্কীর দলও অপেক্ষা করেছিল, এই লগ্নের জন্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে, সেইজন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই ট্রটস্কীর দলের ধ্বংসাত্মক কাজ ব্যাপকতর হতে লাগলো। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে

যাতে সোভিয়েট কল-কারখানার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়, তার জন্যে ট্রটস্কীর দল পূর্ণ-উদ্যমে সাবোটাজ করতে সুরু করে দিল। গত যুদ্ধে নানা রকম নতুন যুদ্ধাস্ত্রের এবং যুদ্ধ-নীতির সৃষ্টি হয়েছে; সেই সঙ্গে এই সাবোটাজের টেকনিকও যুদ্ধের একটা প্রধান অস্ত্ররূপে বিশেষভাবে উন্নত হয়। শত্রুর দেশের ভিতরে পঞ্চম-বাহিনীরূপে সংগোপনে থেকে, কি করে তার কল-কারখানা, এবং যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণ-শিল্পকে ভেতর থেকে পঙ্গু এবং অচল করে দিতে পারা যায়, সেইটেই হলো সাবোটাজের প্রধান লক্ষ্য। এই সাবোটাজের কত যে বিভিন্ন মূর্ত্তি হতে পারে তা নিম্নের তালিকা থেকে খানিকটা বোঝা যায়। এই সমস্ত কাজ ষ্টালিন-বিরোধী দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি থেকে এর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

Ivan Knyazev—উরাল রেল-লাইনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা: ট্রটস্কী এবং জাপানী দলের গোপন প্রতিনিধি। এঁর ওপর ভার ছিল, রেল-পথে ট্রেণ দুর্ঘটনার সৃষ্টি করা। সৈন্য এবং সমর-উপকরণবাহী ট্রেণগুলিকে লাইন-চ্যুত করিয়ে নষ্ট করা ছিল এঁর প্রধান কাজ। এঁর দল এইভাবে পনেরোটি রেল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

Leonid Serebryakov—রেল-পথ-পরিচালনা বিভাগের একজন কর্ম্মকর্ত্তা:—এঁর ওপর ভার ছিল, মালগাড়ীর চলাচল গোলমাল করে দেওয়া; যাতে করে খালি গাড়ীর যাতায়াত বাড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা; এবং এঞ্জিনের শক্তি অকাজে নষ্ট করে দেওয়া, চেষ্টা করে রেল-পথে এমন ভিড়ের সৃষ্টি করা যাতে করে ট্রেণ চলাচল আটক থাকে।

Alexei Shestov— সাইবেরিয়ার কয়লার খনির পরিচালকদের অন্যতম। এঁর ওপর ভার ছিল যাতে খনির কাজে গোলমালের

দরুণ কম কয়লা ওঠে এবং ইচ্ছে করে এমন সব ভুল করা যাতে খনির ভেতর দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। এঁর কীর্ত্তিস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে Prokobyevsk খনির অঞ্চলে এঁর দলের চেষ্টায় ঘাটবার মাটীর তলায় খনির ভেতর অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

Yakov Drobnis—কামেরেভো অঞ্চলের শিল্প-কার্য্যের অন্যতম অধিনায়ক। এঁর ওপর ভার ছিল, বাজেট নির্দ্দিষ্ট টাকা পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় কাজেই যাতে নিঃশেষিত হয়ে যায় সেই রকম ব্যবস্থা করা; যে সব তারিখে বড় বড় পরিকল্পনার সূচনা ঘোষণা করা হতো, এমনভাবে তার প্রাথমিক আয়োজনে গোলমাল সৃষ্টি করা, যাতে সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ মেনে চলা অসম্ভব হয়। খনির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা, যাতে এক মিনিটের নোটিশে খনিতে জলপ্লাবন এনে দিতে পারা যায়।

Mikhail Chernov—সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের কমিশার বা মন্ত্রী। ট্রটস্কীর দলে যোগদান করার ওপরেও ইনি জার্ম্মাণ গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এঁর ওপর ভার ছিল, ঘোড়ার প্রজনন ব্যাপারে গোলমাল সৃষ্টি করা; ভাল জাতের বীজ ঘোড়াগুলোকে অসুখ ধরিয়ে নষ্ট করে ফেলা; চাষের ব্যাপারে ভাল ঘোড়াগুলো সরিয়ে তার যায়গায় পোকায় ধরা বীজ চালানো, যাতে করে উৎপাদন কম হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা। ঘোড়া, গরু এবং ছাগলের মধ্যে রোগের বীজ ছড়িয়ে মড়কের সৃষ্টি করা। এইভাবে পূর্ব্ব সাইবেরিয়া অঞ্চলে ইনি প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া ধ্বংস করেন।

Vasily Sharangovitch—বায়লোরাশিয়ার কমুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। এঁর ওপর কৃষি-উৎপাদনের মাত্রা কমাবার ভার ছিল। শূকরদের মধ্যে প্লেগের বীজ ছড়িয়ে সেই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ করশূ

ধ্বংস করেন। বায়লোরাশিয়ার সেনাবিভাগে অশ্বারোহীর বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্তে ঘোড়াদের মধ্যে এ্যানিমিয়ার মড়ক সৃষ্টি করেন, যাতে সেনাবিভাগ দরকার মত ঘোড়া না পায়।

এই তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গত যুগের য়ুরোপের এক শ্রেণীর বিপ্লবীরা সাবোটাজকে রীতিমত একটা বৈজ্ঞানিক কার্য্য-পদ্ধতির আকার দান করে। এই নতুন পদ্ধতিকে ক্ষতি-বিজ্ঞানের দান বলা যেতে পারে। আদিম বর্বর মানুষের সামরিক রীতিনীতিতে যে ব্যক্তিগত শৌর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ ছিল, বিংশ-শতাব্দীর সভ্য মানুষের হাতে তা ক্রমশঃ এক জঘন্য নীচ প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। যে জিনিষ গড়ে তুলতে সভ্যতাকে প্রাণপাত করতে হয়েছে, নিরঙ্কুশ চিত্তে এক নিমেষের মধ্যে তাকে ধ্বংস করতে কোথাও তাদের বাধে না। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমর-বিজ্ঞান এই ক্ষতি-ধর্ম্মের নীচতায় প্রতিষ্ঠিত। এবং কত নিম্নে যে এ-কে সভ্য মানুষ নিয়ে যেতে পারে বা নিয়ে যাবে, তার ইয়ত্তা নেই। এই আত্মধ্বংসী সভ্যতার বিরুদ্ধে আজ ভারতবর্ষকে দাঁড়াতে হবে।

# ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যুরোপের রাজনীতি হলো শুধু সাময়িক সুবিধা আব স্বার্থের একরাত্রির কুটুম্বিতা।

১৯৩৫এ ফ্রান্সে মন্ত্রী-পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ষার আকাশে মেঘের পরিবর্ত্তনের মত এই বিচিত্র জাতির ভাগ্যাকাশে মন্ত্রীত্বের পরিবর্ত্তন ঘটে; এটা ফ্রান্সের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রটস্কীকে তাঁরা ফ্রান্স থেকে তলপী গোটাতে আদেশ করলেন। চির-যাযাবরের মত ট্রটস্কী আবার বেরুলেন আশ্রয়-অনুসন্ধানে। যেখানেই আবেদন করেন সেইখানেই রুদ্ধদ্বারের অভ্যর্থনা পান।

সৌভাগ্যবশত সেই সময় নরওয়েতে ট্রটস্কী তাঁর অনুকূল আশ্রয় পেলেন। সেই সময় নরওয়ের রাজনীতিতে যে দুটি দল প্রভাবশালী ছিল সে দুটী দলই সোভিয়েট-বিরোধী। একটী দলের নাম ওয়াকার্স পার্টি। কমিণ্টার্ণ থেকে সরে এসে এই দল ট্রটস্কীর আদর্শই গোপনে অনুসরণ করতো এবং দ্বিতীয় দলের নৈতা ছিল, স্বনামখ্যাত কুইস্‌লিঙং মেজর ভিদ্‌কুন কুইস্‌লিঙ। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কুইস্‌লিঙ নরওয়ের রাষ্ট্রদূতরূপে রাশিয়ায় যায় এবং সেখানে হোয়াইট রাশিয়ান্ এক রমণীকে বিবাহ করে। ১৯২৭ সালে যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন রাশিয়ায় বৃটীশ-স্বার্থ তদারক করবার জন্যে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট গোপনে কুইস্‌লিঙকে নিযুক্ত করেন কুইস্‌লিঙের এই কর্ম্মতৎপরতার দরুণ বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাকে কমাণ্ডার অফ দি বৃটীশ এমপায়ার উপাধিতে ভূষিত করেন। ওয়ার্কার্স পার্টি

এবং এই কুইস্‌লিঙের চেষ্টার ফলেই ট্রটস্কী ওসলো থেকে কিছু দূরে এক নির্জন অঞ্চলে এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে তাঁর তৃতীয় হেড-কোয়াটার্স গড়ে তুল্লেন। সেখান থেকে তিনি নাৎসী জার্ম্মাণী এবং জাপানের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তির কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন। ট্রটস্কী চাইলেন নাৎসী জার্ম্মাণী আর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সোভিয়েট বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে, নাৎসী জার্ম্মাণী চাইলো কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে, ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ট্রটস্কীর বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে। তাই সেদিন বিশ্ব-বিপ্লবের অধিনায়ক, নিখিল-সর্বহারার প্রতিনিধি ট্রটস্কীর বিন্দুমাত্র কোথাও বাধলো না নাৎসী জার্ম্মাণীর সঙ্গে রাজনৈতিক চুক্তি করতে। ভারতবাসীর পক্ষে এই জাতীয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের বুঝতে সত্যিই কষ্ট হয়। রাজনীতি যেন এমন একটা জিনিষ যার সঙ্গে আদর্শবাদ বা নৈতিক ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু সাময়িক সুবিধা আর স্বার্থের এক রাত্রির কুটুম্বিতা। অথচ তার ওপর নির্ভর করছে, বিধাতার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা। এ খেলার পণ্য হলো সাধারণ মানুষ। অথচ এই গূঢ় লেন-দেনের ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও তার জানবার কোন উপায় নেই। তাই আজ মনে হয়, গণ-চেতনাকে এই শ্রেণীর মুষ্টিমেয় রাজনৈতিকদের একাধিপত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। তার অজ্ঞাতে তার ভাগ্য নিয়ে মারাত্মক ভাবে জুয়া খেলবে, তা কেন সাধারণ মানুষ সহ্য করবে? জগতের সাহিত্য কি এই সম্পর্কে তার কর্ত্তব্য পালন করবে না? দেশে দেশে গড়ে উঠুক নতুন সাহিত্যিকের দল, নতুন ভাবুকের দল, যারা অগ্নি-অক্ষরে এই ভয়াবহ ভবিতব্যতা সম্পকে সচেতন করে তুলবে সাধারণ মানুষকে।

# সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জমাট হয়ে আসে ক্রমশ রাত্রির অন্ধকার...

ট্রটস্কী বিশেষ এক দূতের মারফৎ তাঁর এই গোপন চুক্তির কথা রাশিয়াতে কার্ল র‍্যাডেককে জানালেন। কার্ল র‍্যাডেক সেই পত্র পেয়ে দলের ওপরথাকের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে নিয়ে এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় ট্রটস্কীর পত্রের বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করে দেখলেন যে, ট্রটস্কীর চুক্তি অনুযায়ী অতঃপর তাঁদের জার্ম্মাণ এবং জাপানী গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের অধীন কাজ করতে হবে। সেই চুক্তিতে ট্রটস্কী জার্ম্মাণ এবং জাপান গভর্ণমেণ্টকে শাসনভার হাতে পেলে যে-সব সুবিধা-সুযোগ দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, সে-সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নেই কিন্তু চুক্তির চরম সর্ত হচ্ছে, ট্রটস্কীর দলকে অতঃপর অক্ষ শক্তির নির্দ্দেশ অনুসারে চলতে হবে। যদিও তাঁরা কথা দিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে ট্রটস্কীর ওপরই থাকবে পরিচালনা-ভার।

পিয়াটাকভ্ ঠিক করলো, যে-কোন উপায়ে ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন এবং দেখা করে সামনাসামনি এই ব্যাপারের বিশদ আলোচনা করা দরকার। দূর থেকে এই নিয়ে বাদানুবাদ করা সম্ভব নয় এবং তার সময়ও নেই। যেকোন উপাযে এখন ট্রটস্কীর সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ করতে হবে। সেই সময় গভর্ণমেণ্টের কাজেই পিয়াটাকভ্ বার্লিনে যাচ্ছিলেন। র‍্যাডেক এক দূত মারফৎ ট্রটস্কীকে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন, যে কোন উপায়ে বার্লিনে পিয়াটাকভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে।

বার্লিনে পৌঁছবার মাত্রই ডিমিট্র বুখারশেভ নামে একজন রুশ

পিয়াটাকভের সঙ্গে দেখা করে জানালো যে, ট্রটস্কী তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ষ্টার্ণার নামে একজন লোককে পাঠিয়েছেন।

পিয়াটাকভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে ডিঃ ট্রি টিয়ারগাটেন অঞ্চলের এক সরু গলিতে প্রবেশ করতেই রাস্তায় ষ্টার্ণারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ষ্টার্ণার তাদের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। পিয়াটাকভকে দেখেই ষ্টার্ণার তার হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। কাগজে ট্রটস্কীর নিজের হাতে লেখা এক লাইনে সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পত্র ছিল, ওয়াই, আই, (পিয়াটাকভের দলীয় নাম) পত্রবাহক ষ্টার্ণারকে তুমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পার।

একান্ত সংক্ষিপ্তভাবে ষ্টার্ণার পিয়াটাকভকে শুধু জানালো, ট্রটস্কী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে যাবার যা কিছু আয়োজন করা দরকার, তা সে করবে। পিয়াটাকভ্‌ কি এরোপ্লেন করে ওসলোতে যেতে রাজী আছেন?

এইভাবে এরোপ্লেনে প্রকাশ্যভাবে ওসলোতে যাওয়ার মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবার একটা গুরুতর আশঙ্কা আছে। কিন্তু ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করারও একান্ত প্রয়োজন। ষ্টার্ণার জানালো, আলাদা একটা প্লেনের বন্দোবস্ত সে করবে। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট তাকে সে-বিষয়ে সাহায্য করবে। সুতরাং জানাজানি হবার আশঙ্কা নেই। পিয়াটাকভ্‌ সম্মত হলো। ষ্টার্ণার জানালো, পরের দিন সকাল বেলা পিয়াটাকভ্‌ যেন একলা টেম্‌পেলহফ্‌ এয়ার-পোর্টে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকে।

পরের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এয়ার-পোর্টে পৌছতেই পিয়াটাকভ্‌ দেখে ষ্টার্ণার পাসপোর্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে একটা আলাদা প্লেন তার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। পিয়াটাকভ্‌ গিয়ে উঠতেই প্লেন ওসলোর দিকে অগ্রসর হলো।

# অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৃহৎ এক বেড়াজাল ফেলে ষ্টালিন একসঙ্গে সবাইকে টেনে তুল্লেন।

ক্রমশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়তে আরম্ভ করে য়ুরোপের ওপর।

১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বার্লিন শহরে রিবেনট্রপের দফতরে জাপানী রাজদূত শুভাগমন করলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী আর জাপানের মিলিত অভিযানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

ট্রটস্কী-জিনোভিভ্ দলের গোপন বিপ্লবীরা ব্যগ্র হয়ে উঠলো... কখন বাইরে থেকে জার্ম্মাণী আক্রমণ করবে রাশিয়া। চারদিক থেকে ভারি সম্ভাবনা এগিয়ে আসতে থাকে।

রাশিয়ার ভেতরে সমর-আয়োজনের একটা তীব্র ব্যস্ততা সুরু হয়ে যায়। আসন্ন যুদ্ধের সময় সব চেয়ে আশঙ্কার কথা, দেশের ভিতর থেকে দেশবৈরী গোপন বিপ্লবীদের মারাত্মক ধ্বংস ক্রিয়া......তাই ষ্টালিন পুরামাত্রায় O G P U-কে সজাগ করে তুল্লেন, দেশের ভেতর থেকে সমস্ত গোপন বিপ্লবীদের ছেঁকে বার করতে হবে...সময় নেই... মূল শুদ্ধ টেনে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে হবে।

কিরভের হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান তখনো চলছিল এবং একটু একটু করে অনুসন্ধানের মুখে বিস্ময়কর সব খবর ষ্টালিনের কাছে আসতে লাগলো। অনুসন্ধান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত খুচরা ভাবে অপরাধীদের গ্রেফতার করার ফলে অনেক সময় অনুসন্ধান সম্পূর্ণ

হবার আগেই মূল আসামীরা সতর্ক হয়ে সরে পড়ে। তাই তাদের ছাড়া রেখেই অনুসন্ধান-কাজ চালাতে হয়।

ইয়াগোডা ক্রমশ বুঝতে পারে সরকারী পদমর্য্যাদার নিবিড় আড়ালে সে যেভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করে চলেছিল, সে আড়াল বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছে। শিকারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে তার চারদিকে এবার যেন একটা বিরাট জাল তাকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। উন্মাদের মত সে তখন সমস্ত ভব্যতা, নীতি-জ্ঞানকে উড়িয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার ছিদ্রপথের সন্ধান করতে থাকে।

তার দলের একজন প্রধান কর্ম্মী স্মার্ণভ তখন কারাগারে। কারাগারের ভেতর থেকে স্মার্ণভ বহুচেষ্টা করে কোডে-লেখা একটা চিঠি বাইরে দলের কাছে পাঠায়। সে চিঠি অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছে পৌঁছল ষ্টালিনের হাতে।

হঠাৎ একদিন ইয়াগোডা দেখলো, স্মলনী ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে বোরিসভ্‌কে জরুরী তলব করা হলো। বোরিসভ্‌ ছিল ইয়াগোডার দক্ষিণ হস্ত। ইয়াগোডার বুঝতে বাকি রইলো না যে, বোরিসভ্‌কে জেরা করবার জন্যেই ডাক পড়েছে। ইয়াগোডার নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে বোরিসভ্‌ যাত্রা করলো স্মলনী ইনষ্টিটিউটের দিকে। বোরিসভ্‌ যাতে কিছুতেই পৌঁছতে পারে না সেখানে···তার ব্যবস্থা করতে ইয়াগোডা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা দেরী করলো না। পথের মধ্যেই ভীষণ এক মোটর দুর্ঘটনায় বোরিসভ তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

একটা সাক্ষীর হাত থেকে ইয়াগোডা বাঁচলো। কিন্তু সাক্ষী যদি একটাই হতো, তাহলে ইয়াগোডা নিশ্চিন্ত থাকতে হয়ত পারতো। ক্রমশ উন্মাদের মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে দিয়ে সে আরো বিপন্ন

হয়ে পড়তে লাগলো। কালবিলম্ব না করে, সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে প্রত্যেক শহরে ধর-পাকড় সুরু হয়ে গেল। সারা দেশব্যাপী এক বেড়াজালে ষ্টালিন একসঙ্গে সমস্ত বিপ্লবীদের ধেঁকে তুল্লেন। সমগ্র জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনলো, সোভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে সোভিয়েট শাসকদের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রের কথা। ক্যামেনভ, জিনোভিভ, সবাই সেই ষড়যন্ত্রে পুনরায় কারারুদ্ধ হলেন। একদিন যারা লেনিনের পাশে দাঁড়িয়ে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, সেই ষড়যন্ত্রের আসামীর তালিকায় দেখা গেল, তাদেরই অধিকাংশের নাম......

মস্কো শহরে ট্রেড য়ুনিয়ন প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত অক্‌টোবর হলে এই জগৎখ্যাত বিচারের অধিবেশন বসলো...বিচারক হলেন, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সামরিক বিভাগ। সমসাময়িক ইতিহাসে এই বিচার "মস্কো ট্রায়াল্‌" নামে পরিচিত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের তরফ থেকে উকীল হলেন ভিসিন্‌স্কী, আজকে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবরূপে যাঁর নাম জগতের রাজনৈতিক মহলে অতি সুপরিচিত। ভিসিন্‌স্কীর জেরায় ক্রমশ য়ুরোপব্যাপী এই বিরাট ষড়যন্ত্রের কথা একে একে প্রকাশিত হতে লাগলো।

ভিসিনস্কী জেরা করছেন ভ্যালেনটাইন ওল্‌বার্গকে...যে সব টেররিষ্টদের ট্রটস্কী স্বয়ং জার্ম্মাণী থেকে পাঠিয়েছিলেন, ওলবার্গ তাদেরই একজন,—

—ফ্রিডম্যান্‌ সম্বন্ধে তুমি কি জান?

—বার্লিনে ট্রটস্কী-পন্থীদের যে দল ছিল, ফ্রিডম্যান্‌ তার একজন বিশিষ্ট সভ্য...তাকে সোভিয়েট য়ুনিয়নে পাঠানো হয়।

—তুমি কি জান যে, জার্ম্মাণ গুপ্তচরবাহিনীর সঙ্গে ফ্রিডম্যানের যোগ ছিল?

—আমি শুনেছি সে-কথা।

—জার্ম্মাণ পুলিসের সঙ্গে বার্লিনের এই ট্রটস্কীর দলের রীতিমত ধারাবাহিক যোগ ছিল…তাই নয় কি?

—হাঁ…তাই…এবং ট্রটস্কীর অনুমোদনেই তা সম্ভব হয়েছিল।

—ট্রটস্কী এ সম্বন্ধে জানতেন এবং এই ব্যাপারের পেছনে তাঁর অনুমোদন ছিল, তুমি কি করে জানলে?

—ট্রটস্কী আর পুলিশের মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, আমি নিজে ছিলাম তার একটা সংযোজক। ট্রটস্কীর অনুমোদন নিয়েই আমি এদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সংযুক্ত হই।

—কাদের সঙ্গে?

—ফাসিস্তি গোপন পুলিসবাহিণীর সঙ্গে।

—তাহলে একথা আমরা ধরে নিতে পারি যে তুমি নিজে স্বীকার করছো তোমার সঙ্গে গেষ্টাপো বাহিণীর যোগ ছিল?

—আমি তা অস্বীকার করছি না। ১৯৩৫ থেকে জার্ম্মাণ ট্রটস্কী-পন্থীদের সঙ্গে জার্ম্মাণ ফ্যাসিস্তি পুলিশের যোগাযোগ চলতে থাকে।

এই জেরা প্রসঙ্গে ওলবার্গ বিশদভাবে বর্ণনা করে কি ভাবে কখন সে রাশিয়াতে আসে। দক্ষিণ আমেরিকান্ সেজে সেখানকার এক জাল পাসপোর্ট নিয়ে সে সোভিয়েট য়ুনিয়নে প্রবেশ করে। এই পাসপোর্ট তাকে জোগাড় করে দেয় টুকালেভেস্কী, প্রাগের একজন জার্ম্মাণ গুপ্তচর অফিসর।

ট্রটস্কীর অন্যতম দূত, নাথান্ ল্যুর, জেরার উত্তরে বলে যে জার্ম্মাণী ত্যাগ করবার সময় তাকে আদেশ দেওয়া হয়, সোভিয়েট য়ুনিয়নে

গিয়ে সে যেন জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ার ফ্রান্জ হবুইট্জ এর সঙ্গে দেখা করে এবং তার নির্দ্দেশ মত কাজ করে।

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েট রাশিয়াতে যে বিরাট শিল্প-উন্নয়নের কাজ সুরু হয়েছিল, তাতে জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়।

ভিসিনস্কী ল্যুরেকে জেরায় জিজ্ঞাসা করেন,—ফ্রান্জ্ হবইট্জ্ কে?

ল্যুরে জবাব দিল, ফ্রান্জ্ জার্ম্মাণীর নাৎসী দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য। হিম্লারের নির্দ্দেশ মত তিনি সোভিয়েট রাশিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন।

—তাহলে ফ্রান্জ্কে হিম্লারের প্রতিনিধি বলতে পারি?

—হিমলারের ব্যবস্থামতই তিনি রাশিয়াতে আসেন, সেখানে গোপনে বিপ্লবাত্মক কাজ চালাবার জন্যে।

এইভাবে ভিসিনস্কীর জেরার ফলে এক একজন আসামীর স্বীকারোক্তি থেকে এই বিরাট ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের কথা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের একটা প্রধান স্তরের কথা অপ্রকাশিতই ছিল। এই স্তরের সঙ্গে বুখারিন, র‍্যাডেক, টমস্কী প্রভৃতি জড়িত ছিলেন। অবশেষে ক্যামেনেভ্ জেরায় ভেঙ্গে পড়ে এবং স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়। ক্যাঁমেনভের স্বীকারোক্তি থেকেই এই স্তরের সকল কথা প্রকাশিত হয়ে পড়লো।

ক্যামেনভ্ জেরায় প্রকাশ করে, পাছে আমরা ধরা পড়ে যাই, এই আশঙ্কায় আমরা আলাদা একটা ছোট দল গড়ে তুলি, সেই দলের ওপরই আসল বিপ্লবাত্মক কাজ হাসিল করবার ভার দেওয়া হয়। বাহ্যত সেই দলের সঙ্গে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করি। এই দলের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়, সোকলনিকভের ওপর।

ট্রটস্কীর পক্ষ থেকে এই দলে প্রতিনিধিত্ব ক'রে, সেরিব্রিয়াকভ্ আর র‍্যাডেক। ১৯৩২ সালে আমি নিজে বুখারিন আর টমস্কীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করি, তাদের হাব-ভাব জানবার জন্যে। এই কথা-বার্ত্তার ফলে জানতে পারলাম, তারা দুজনেই আমাদের মতে সায় দিতে রাজী। টমস্কীর মধ্যবর্তিতায় রায়কভের সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা করি। রায়কভের মনের কথা জানবার জন্যে টমস্কীকে ঠিক করা হয়। টমস্কী জানায়, রায়কভও আমাদের মত ও পথ গ্রহণ করতে রাজী। বুখারিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, বুখারিনও ঠিক আমার মতই ভাবছে, তবে তার পন্থা আলাদা। আমাদের পার্টি যে কায়দা মাফিক অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাতে তার অনুমোদন নেই। সে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র চালে এগুচ্ছে। তার পন্থা হলো, কুম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে থেকে, পার্টির নায়কদের ষোল আনা বিশ্বাস অর্জন করা।

ক্যামেনভের এই স্বীকারোক্তির ফলে বিরুদ্ধ দলের সমস্ত আশা-ভরসা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নিরুপায় দেখে কেউ কেউ ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যে স্বেচ্ছায় আবেদন করলো এবং অকপটে সমস্ত ভেতরের কথা, তারা যা জানতো তা সরকারী উকিলের হাতে তুলে দিল। কেউ কেউ ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে অন্তিম শাস্তির অপেক্ষায় মনকে প্রস্তুত করতে লাগলো।

ড্রিট্জার বলে এক জার্ম্মাণ বিপ্লবী এই সঙ্গে ধরা পড়ে। এক সময় সে ট্রটস্কীর দেহরক্ষীদের নায়ক ছিল। প্রকাশ্য আদালতে হতাশ হয়ে সে বলে উঠলো, আমাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্য সকলের সমান নয় এবং সকলেই যে এক মতাবলম্বী ছিলাম, তাও নয় কিন্তু আজ আমাদের সকলের ভাগ্যই এক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খুনে হিসেবে আজ আমরা সকলেই সমান। তবে, একথা ঠিক, অন্তত আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি, দয়া চাইবার মত কোন অধিকারই আমার নেই।

মামলা যতই অগ্রসর হতে লাগলো ততই আসামীদের মনস্তত্ত্বে বিপর্য্যয় ঘটতে সুরু হয়ে গেল। নিরুপায় বুঝে কেউ কেউ মরিয়া হয়ে উঠলো। আসামী ফ্রিট্‌জ ডেভিড্ চীৎকার ক'রে বলে উঠলো, ট্রটস্কীর মাথায় বজ্রাঘাত হোক্! যে লোক এইভাবে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিলো, আমার অভিশাপ রইলো তার ওপর!

আদালতের মধ্যে একটা চরম নাটকীয়তার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগলো।

২৩শে আগষ্ট বিচারের রায় প্রকাশিত হলো……

জেনোভিভ্, ক্যামেনেভ, স্মার্ণভ, প্রভৃতি ট্রটস্কী-জেনোভিভ্ দলের প্রধান তেরো জনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গুলি ক'রে মেরে ফেলা হবে……

এই দণ্ডদানের এক সপ্তাহ পরে চেকার পুলিস র‍্যাডেক, সোকলনিকভ্ আর পিয়াটকভ কে গ্রেফতার করলো। ইয়াগোডা তখনোও পর্য্যন্ত নিজেকে অতি কৌশলে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সন্দেহ থেকে সে মুক্ত হতে পারে নি। তাই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তার স্থলে নিযুক্ত হলো ইয়াজব। মরিয়া হয়ে ইয়াগোডা একবার শেষ চেষ্টা করলো, ইয়াজবকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে কিন্তু তা কার্য্যকরী হলো না।

এই ষড়যন্ত্র চক্রের দ্বিতীয় স্তরের তিনজন নেতা তখনও বাইরে ছিল, বুখারিন, রায়কভ, আর টমস্কী। এই তিনজনই পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। প্রতি মুহূর্তেই তারা আশঙ্কা

করেছিল বুঝি এইবার ওয়ারেণ্ট আসে। তারা বুঝলো, অপেক্ষা ক'রে থাকার আর সময় নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে তারাও কারারুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই যা-হোক একটা-কিছু করবার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে উঠলো। এক গোপন বৈঠকে টমস্কী প্রস্তাব করলো, তাদের দলভুক্ত সৈন্যদের নিয়ে অবিলম্বে ক্রেমলিন আক্রমণ করা যাক্। কিন্তু বিচার করে দেখা গেল, আক্রমণ করবার মত সৈন্য যোগাড় করা এখনি সম্ভব হবে না। কিন্তু সশস্ত্র আক্রমণ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। তাই অবশিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে তারই আয়োজনে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। ক্রেস্‌টেনস্কীর ওপর ভার দেওয়া হলো, প্রাথমিক আয়োজনের। সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনা করতে হলে, সামরিক বিভাগের সাহায্য চাই। তার জন্যে মার্শাল টুকাচেভেস্কীর সঙ্গে তারা অনেকদিন থেকেই আলোচনা চালিয়ে আসছিল। টুকাচেভস্কী তখন সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক বিভাগের সহকারী কমিশার। তাঁর অন্তরে ছিল, শক্তির প্রবল মাদকতা। নেপোলিয়ানের প্রেতাত্মা তাঁরও কাঁধে ভর করেছিল। নিরুপায় হয়ে বিপ্লবীরা তাঁর শরণাপন্ন হলো। আর সময় নেই। অবিলম্বেই একটা অতর্কিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শাসন-যন্ত্র দখল করে নিতে হবে। আত্মরক্ষার শেষ-চেষ্টা।

# উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রেতাত্মা উপযুক্ত আধারের আশায় য়ুরোপের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে……

সেণ্টহেলেনার নির্জন কারাবাসে দেহত্যাগ করার পর, নেপোলিয়ানের প্রেতাত্মা য়ুরোপের আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় এবং যখনি কোন উপযুক্ত আধার পায়, সেইখানেই ভর ক'রে নেমে পড়ে। একজন সামান্য সৈনিক, সে যে চেষ্টা করলে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা নেপোলিয়ানের স্মৃতি আপনা থেকে জাগিয়ে তোলে। তাই গত শতাব্দীর য়ুরোপে আমরা প্রায়ই এই ধরণের দুরাকাঙ্ক্ষী সৈনিক বা সেনাপতির সাক্ষাৎ পাই। তাদের দুরাকাঙ্ক্ষা সফল হয়নি বলে তাদের নাম আমরা জানি না। কিন্তু এই জাতীয় দুরাকাঙ্ক্ষী লোকের অস্তিত্ব গত শতাব্দীর ইতিহাসে প্রায়ই চোখে পড়ে।

মার্শাল টুকাচেভস্কী ছিলেন এই ধরণের দুরাকাঙ্ক্ষী লোক। তাঁর পুরো নাম হলো মিখাইলনিকোলিভিচ টুকাচেভস্কী। জারের আমলের এক বড় জমিদারের ছেলে। ছেলেবেলা থেকে সামরিক বিভাগের দিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই মিলিটারী কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ঘোষণা করেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে হয় জেনারেল হবো, না হয় আত্মহত্যা করবো। তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারের সৈন্যবিভাগে সামান্য অফিসর হিসাবে তিনি যোগদান করেন। তার পরের বছরেই জার্ম্মাণদের হাতে কারারুদ্ধ হন। যৌবন থেকেই তাঁর মনে জার্ম্মাণ দার্শনিক নীটশে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেন।

বোলশেভিক উত্থানের পূর্ব্বাহ্নে তিনি জার্ম্মাণ কারাগার থেকে পালিয়ে রাশিয়ার চলে আসেন। এবং বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে হোয়াইট আর্মিদল সমর আয়োজন করছিল, তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। কিছুদিন পরেই তিনি মত বদলে ফেল্লেন। বল্লেন, এদের দ্বারা কোন কিছু হ'তে পারে না, এদের মধ্যে নায়ক হবার মতন কেউ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি একেবারে বিপক্ষ বোলশেভিক দলে যোগদান করলেন। ট্রটস্কী তখন নতুন করে রেড-আর্মি গড়ে তুলছেন।

এই ব্যাপারে টুকাচেভেস্কী তাঁকে প্রভূত সাহায্য করলেন। তখন রেড আর্ম্মির মধ্যে প্রকৃত অভিজ্ঞ কোন সেনা-নায়ক ছিল না বল্লেই হয়, সেই জন্যে টুকাচেভেস্কী দেখতে দেখতে সামান্য অফিসর থেকে একেবারে ওপরের থাকে গিয়ে উঠলেন। তিন-চারটে বড় বড় অভিযানে নায়কত্ব করে জয়লাভ করলেন। তাতে সেনানায়ক হিসাবে বোলশেভিক মহলে তাঁর খ্যাতি রীতিমতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। রেড আর্ম্মি মিলিটারী একাডেমীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন এবং সেখান থেকে আর একধাপ উঁচুতে মার্শাল পদে উন্নীত হলেন।

যদিও ট্রটস্কীর মতবাদের সঙ্গে টুকাচেভেস্কী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কোনদিন সম্পৃক্ত করেন নি কিন্তু তাঁর ওপরে ট্রটস্কীর প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারতেন না। তাই তিনি স্বতন্ত্রভাবে জার্ম্মাণ সামরিক বিভাগের সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। ট্রটস্কীও মনে মনে জানতেন, চরম প্রয়োজনের সময় তিনি টুকাচেভেস্কীকে

নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবেন, সেইভাবেই তিনিও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

টুকাচেভেস্কীর বিশ্বাস ছিল যে ষ্টালিনের হাত থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনের ভার অচিরকালের মধ্যেই চলে যাবে। জার্ম্মাণী আর জাপানের মিলিত সামরিক শক্তির সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়াকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। এবং প্রত্যেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিপ্লবী নেতার মতন, তাঁরও গোপন উচ্চাভিলাষ ছিল যে, সেই নব-গঠিত রাশিয়ার শাসক তিনিই হবেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের যে সমাধি-উৎসব হয়, তাতে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিরূপে টুকাচেভেস্কীকে পাঠানো হয় এবং সেই উপলক্ষেই তাঁর পদ মর্য্যাদা বাড়িয়ে তাঁকে মার্শাল করা হয়।

লণ্ডনে যাবার পথে তিনি ওয়ারশ এবং বার্লিনে নামেন এবং সেখানকার ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। জার্ম্মাণ সামরিক আয়োজন এবং কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি একরকম প্রকাশ্যভাবেই তাঁর অন্তরের প্রশংসা ঘোষণা করেন।

ফেরবার পথে ফ্রান্সে এক রাজকীয় ভোজে তিনি রুমানিয়ার পররাষ্ট্র সচিব তিতুলেস্কুর পাশেই বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তিনি বলেন, আপনার দেশ বৃটেন আর ফ্রান্সের মতন "বুড়ো" রাষ্ট্রের সঙ্গে তার ভাগ্য যে বিজড়িত করছে, আমার মনে হয়, সেটা খুব বুদ্ধির কাজ হচ্ছে না। আজ য়ুরোপে একমাত্র শক্তি হচ্ছে, হিটলারের নতুন জার্ম্মাণী। আমার স্থির বিশ্বাস, আগামী যুগে য়ুরোপের রাজনীতিতে জার্ম্মাণীই সকলের নায়ক হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের মতন এখন আমাদের উচিত হিটলারের পাশে দাঁড়ানো।

এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় টুকাচেভেস্কী সম্পূর্ণভাবে

জার্ম্মাণীর প্রভাবে গিয়ে পড়েছিলেন। এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস হয় যে, অচিরকালের মধ্যে জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করবে এবং সে আক্রমণের ফলে বর্ত্তমান শাসকরা উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের মত, আগে থাকতে সেই পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা দরকার।

কিন্তু ট্রটস্কী-জিনোভিভ্ মামলায় ষড়যন্ত্রের অধিকাংশ কথা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে টুকাচেভেস্কী আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তিনি ক্রেস্টেনস্কীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং এ-অবস্থায় কি করা যায় তার পরামর্শ করতে লাগলেন। যাই করা হোক্, বিলম্ব করা চলবে না এবং এখন যা চরম ব্যবস্থা তাই অবলম্বন করতে হবে। আগে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, বাইরে থেকে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদের সামরিক বিভাগ কোন উচ্চবাচ্য করবে না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এ-রকম দাঁড়িয়েছে যে, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা চলবে না। সামরিক বিভাগকেই এখন তৎপর হয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘোষণা করতে হবে।

ক্রেস্টেনস্কী সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে ট্রটস্কীকে খবর পাঠালেন এবং যাতে বাইরে থেকে আক্রমণের ব্যাপারটা দ্রুততর ঘটে তার জন্যে ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন।

টুকাচেভেস্কী কিন্তু ক্রমশই নার্ভাস হয়ে উঠতে লাগলেন। একে একে প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারীই ধরা পড়ছে। কোন্ দিন যে তাঁরাও ধরা পড়বেন, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সুতরাং সামরিক অভ্যুত্থানের আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

ট্রটস্কীর জার্ম্মাণ-প্রতিনিধিস্বরূপ তখন রোজেনগল্জ রাশিয়াতে ছিলেন। ক্রেস্টেনস্কী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে জানলেন যে, তাঁরও

সেই অভিমত। আর বিলম্ব করলে সমস্ত ষড়যন্ত্রই ভেঙ্গে পড়বে। ক্রেস্‌টেনস্কী ট্রটস্কীর কাছে দ্রুত অনুমোদনের জন্য আবার খবর পাঠালেন এবং তাতে একটা নতুন জিনিস প্রস্তাব করলেন। তিনি জানালেন যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার সঙ্গে সঙ্গে জনতার কাছে একটা ঘোষণা দিতে হবে, শুধু জনতার কাছে কেন, বাইরের অন্য সব রাষ্ট্রের কাছেও এই অভ্যুত্থানের কারণ স্বরূপ একটা রাজনৈতিক নীতি উপস্থিত করতে হবে। আমার বিবেচনায় সেখানে আমাদের আসল উদ্দেশ্য এখন লুকিয়ে ছদ্ম ভাষায় ঘোষণা করতে হবে যে, মূল সাম্যবাদী নীতির কোন পরিবর্ত্তন করতে আমরা চাই না......আমরা দুর্নীতিপরায়ণ সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা বদলিয়ে একটা সু-পরিচালিত সোভিয়েট য়ুনিয়নেরই প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

ট্রটস্কীও সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে বিলম্ব করলেন না। বাইরে আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা না করে থেকে, অবিলম্বে সামরিক অভ্যুত্থানের একান্ত প্রযোজন।

সোভিয়েট শাসকেরাও চুপ করে বসেছিলেন না। তাঁরা ট্রটস্কী জিনোভিভ্‌ ষড়যন্ত্র মামলা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ষড়যন্ত্র আরো ঢের বেশী গভীর এবং এর মূল রাশিয়ার বাইরে জার্ম্মাণী এবং জাপানে।

দেখতে দেখতে পিয়াটকভ্‌, র‍্যাডেক, শোকলনিকভ্‌, শেষ্টভ, মুরালভ এবং তাঁদের দলের জার্ম্মাণ এবং জাপানী চরেরাও গ্রেফতার হলো। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী এই মামলার বিচার সুরু হলো।

মামলার প্রথম দিকে প্রত্যেক আসামীই তাদের অভিযোগ অস্বীকার করলো। কিন্তু যতই মামলা অগ্রসর হতে লাগলো, ততই জেরার

মুখে একে একে সমস্ত বেরিয়ে পড়তে লাগলো। তখন আর মূল আসামীদের পক্ষে সব অভিযোগ অস্বীকার করা সম্ভব হয়ে উঠলো না। তাদেরও মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভাঙ্গণ সুরু হলো। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তারা ষড়যন্ত্রের শেষ স্তরের কথা, অর্থাৎ সামরিক বিভাগের কথা গোপনই রেখেছিল। ক্রেস্‌টেনস্কী, টুকাচেভেস্কী বা রোজেনগোল্‌জের কথা তারা সর্বরকমে তখনও এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু মামলার শেষের দিকে স্পষ্ট প্রমাণ যখন আদালতে দাখিল করা হতে লাগলো, তখন আসামীদের আর আত্মগোপন করে থাকা অসম্ভব হযে উঠলো। সোকলনিকভ্ যে জবানবন্দী দিল, তাতে হেসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের বদলে জার্ম্মাণ ফ্যাসিস্তিদের সঙ্গে আপোষ বন্দোবস্ত সমস্তই তিনি স্বীকার করলেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত অতি কৌশলে তিনি ষড়যন্ত্রের শেষ স্তরের কথা লুকিয়ে চলেছিলেন। সাম্যবাদী হয়ে ফ্যাসিস্তিদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে, সোকলনিকভ কারণ দেখালেন, আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসি যে, ফাসিসিম্ হলো বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিকতার চরম অভিব্যক্তি এবং অচিরকালের মধ্যে ফ্যাসিসিম্ তার সামরিক শক্তির সাহায্যে সমস্ত য়ুরোপকে গ্রাস করে ফেলবে, তখন সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা অতীব শোচনীয় হতে বাধ্য। সেই জন্যে আপদ-ধর্ম্ম হিসেবে আমরা স্থির করি যে, ফ্যাসিসিমের সঙ্গে একটা আপোষ যদি করা যায়, তাহলে অন্তত কিছুটা রক্ষা করা যাবে। আমাদের যুক্তি হলো, সর্ব্বস্ব হারানোর চেয়ে, যদি কিছুটা ত্যাগ করে, যদিও সেই কিছুটা নীতির দিক থেকে খুব মারাত্মকও হয়, খানিকটাও রক্ষা করা যায়, সেটা বাঞ্ছনীয়।

পিয়াটাকভ্ স্বীকার করলেন যে, ট্রটস্কীর দলের নেতা রূপে তিনি

গ্রেফতার হবার আগে পর্য্যন্ত সাবোটাজ পরিচালনা করে এসেছেন। এবং তা করেছেন ট্রটস্কীর নির্দ্দেশ অনুসারেই।

ভিসিনস্কী জেরার মধ্যে দিয়ে পিয়াটাকভের কাছ থেকে বার করতে চেষ্টা করছিলেন, কি করে জার্ম্মাণী আর জাপানী ষড়যন্ত্রকারীরা পরস্পর পরস্পরকে জানবার সুযোগ পেলো। কি ভাবে এই যোগ-সাধন সম্ভব হয়েছিল ?

ভিসিনস্কী—তুমি বলেছ যে জার্ম্মাণ চর রাটাইচক্ তোমার কাছে সব কথা বলে···কেন সে তা করলো ?

পিয়াটকভ—দুজন লোক আমার কাছে···

—আমার কথা হলো, সে তোমার কাছে জানান দেয়, না, তুমি তার কাছে জানান দিয়েছিলে ?

পিয়াটকভ্ অতি সতর্কভাবে জবাব দেয়, সেটা পারস্পরিক বলা যেতে পারে।

—তাহলে বল, কে প্রথম জানান দেয় ?

—কে আগে···সে না আমি···মুরগী আগে, না ডিম আগে··· ঠিক বলতে পারি না।

এই উত্তর থেকে বোঝা যায় যে তারা তখনও পর্য্যন্ত সজাগভাবে চেষ্টা করছিল, এড়িয়ে যাবার জন্যে। সরকারী উকীলের সঙ্গে তারা তখনও সমানভাবে কথাকাটাকাটি করে চলেছিল।

কিন্তু পিয়াটাকভ বেশীক্ষণ এইভাবে তর্ক করে এড়িয়ে যেতে পারলো না। একটার পর একটা প্রমাণ থেকে, অন্য আসামীদের স্বীকারোক্তি থেকে, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যেতে লাগলো, পিয়াটাকভ যে সব মারাত্মক কাজ করেছিল, তাতে তাকে জঘন্য স্বদেশদ্রোহী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সরকারী উকীলের হাতে প্রমাণ নেই ভেবে

পিয়াটকভ তেজের সঙ্গে সে-সব কথা প্রথমে অস্বীকার করেছিল, জেরার শেষের দিকে পিয়াটাকভের চোখের সামনে ভিসিনস্কী যখন একটার পর একটা সেই সব প্রামাণ্য দলিল আর ফটোগ্রাফ তুলে ধরতে লাগলেন, পিয়াটকভ্ তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

অবশেষে পিয়াটকভ আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্র স্বরূপ ট্রটস্কীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সুরু করলো।

—ট্রটস্কীর প্রভাবেই আমরা ভুল পথে চলে গিয়েছিলাম···শেষের দিকে তাই আমি ট্রকস্কীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি···তাঁকে অস্বীকার করি···

কিন্তু ট্রটস্কীকে নিন্দা ক'রে নিজেকে রক্ষা করবার লগ্ন বহুকাল আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল!

বিচারের শেষের দিকে একে একে অভিযুক্ত নায়কেরা অর্দ্ধ-উন্মাদ অবস্থায় যেভাবে জীবনের অন্তিম ভুলের কথা প্রকাশ্য আদালতে বলতে সুরু করে, যে কোন বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মুখে তা বসানো যেতে পারে।

পিয়াটাকভ্ সোভিয়েট রীতি অনুযায়ী বিচারকদের আহ্বান করে শেষ-উক্তি করলো, হে নাগরিক-বিচারক, সত্যিই বহুবৎসর ধরে আমি ট্রটস্কীর অনুচর ছিলাম··· অন্য সব ট্রটস্কাইটদের সঙ্গে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি·· এই যে ক'বছর ট্রটস্কীবাদের অন্ধকার গহ্বরে শ্বাসরুদ্ধ জীবন যাপন করে এসেছি, মনে করবেন না তার মধ্যে দেশে কি হচ্ছে তা ভেবে দেখি নি! দেশের মধ্যে শিল্পে বাণিজ্যে যে অভ্যুদয় ঘটছিল তা যে আমি লক্ষ্য করিনি তা নয়। মাঝে মাঝে যখন ট্রটস্কীর দলের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ থেকে বাইরে বিরিয়ে, সাধারণ রাজনীতির সহজ কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছি, একটা

স্বস্তি অনুভব করেছি। আমার মনের মধ্যে এই দো-টানায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি···আমি জানি, কয়েক ঘণ্টা পরেই আপনারা বিচারে আপনাদের শেষ রায় জাহির করবেন···আমার একমাত্র অনুরোধ, একটি জিনিস থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আজ এইখানে দাঁড়িয়ে, আপনাদের চোখের দিকে চেয়ে আমার অতীত পাপ জীবনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবার অধিকার আমি অন্তরে অনুভব করছি, যদিও জানি, আজ তার অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে গিয়েছে, তবুও, আমার অন্তিম মিনতি, আমার এই শেষ কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন!

এই আন্তরিক উচ্ছ্বাসের মধ্যেও পিয়াটকভ অতি সযত্নে বিপ্লবের শেষ স্তরের কথা লুকিয়ে রাখলো। যে বিভাগের ওপর এই বিপ্লবের সামরিক আয়োজন নির্ভর করেছিল, তার কথা পিয়াটকভ্ বিন্দুমাত্র উল্লেখ করলো না।

আসামীদের মধ্যে প্রধানতম যারা ছিল, তাদের মধ্যে মুরালভ্ একজন। এক সময় মুরালভ্ মস্কোর মিলিটারী শিবিরের প্রধান কমাণ্ডার ছিলেন এবং ট্রটস্কীর দেহরক্ষী বাহিনীর অন্যতম নায়ক ছিলেন ১৯৩২ থেকে উরাল অঞ্চলে ট্রটস্কীর গোপনদলের নেতারূপে শেষ্টভ এবং জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে তিনি বিপ্লবী-দলের কাজ পরিচালনা করে চলেছিলেন। বিচারের শেষ দিকে প্রকাশ্য আদালতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বন্দী-দশায় তাঁর মনের মধ্যে যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলেছিল, তার পরিণামে তিনি বিচারকদের সামনে অকপটে সমস্ত কথা প্রকাশ করতে রাজী আছেন। এবং করলেনও।

নিজের জবানবন্দীর শেষে বল্লেন, বিচারের প্রথম দিকে আমি কোন উকিল নিযুক্ত করিনি এবং নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের স্বপক্ষে কোন কথাও বলিনি। তার কারণ চিরকাল আমি নিজেকে

রক্ষা করবার জন্যে কিম্বা শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে ধারালো তলোয়ারই ব্যবহার করে এসেছি। আমি জানি আজ নিজেকে সমর্থন করবার মত কোন ধারালো অস্ত্র আমার হাতে নেই।···আমাকে যে অন্য কেউ এই ট্রটস্কীর অনুমোদিত বিপ্লব-পন্থায় টেনে নিয়ে এসেছে, একথা আমি বলতে চাই না। তার জন্যে আমি অন্য কারুর ওপর দোষারোপও করতে চাই না। আমি জানি, তার জন্যে যা কিছু দোষ, সে আমারই প্রাপ্য। সেই আমার অপরাধ······আমার দুর্ভাগ্য যে এক যুগেরও বেশীকাল আমি ট্রটস্কীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি···

কার্লর‍্যাডেক প্রথম প্রথম জেরার মুখে রীতিমত তেজ দেখিয়ে সমানে উত্তর দিয়ে এসেছিল কিন্তু শেষের দিকে যখন সে দেখলো আর আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা বৃথা, তখন সে-ও প্রকাশ্য আদালতে ভেঙ্গে পড়লো এবং ট্রট্স্কীর সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা নিজের মুখেই প্রকাশ করলো। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত নিজেকে বাঁচার চেষ্টার আশা সে ছাড়ে নি। তাই ভিসিনস্কীর জেরায় সে শেষের দিকে জানালো, যখন জানতে পারলাম যে ট্রটস্কী সোভিয়েট রাশিযার বিপ্লব আনবার জন্যে জাপান আর জার্ম্মাণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, তখন আমার মনে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং তখন থেকে আমার মনের মধ্যে একটা চেষ্টা চলতে থাকে, ট্রটস্কীকে অস্বীকার করে এই দল ত্যাগ করতে। এমন কি, আমি মনে মনে ঠিক করি যে এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দেবো।

ভিসিন্স্কী—আমি মেনে নিচ্ছি, তুমি মনে মনে ঠিক করেছিলে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দেবে কিন্তু কি ভাবে তা' প্রকাশ করবে, সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিলে ?

র‍্যাডেক—আমি ঠিক করেছিলাম, প্রথমে সোজা পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটীর সামনে উপস্থিত হব এবং এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যারা যারা আছে, তাদের প্রত্যেকের নাম জানিয়ে দেবো। কিন্তু আমি তা করি নি। জি, পি, ইউ-এর কাছে আমি যাবার আগেই, জি, পি, ইউ আমার কাছে উপস্থিত হলো।

ভিসিন্স্কী—চমৎকার জবাব !

র‍্যাডেক—চমৎকার নয়, শোচনীয় !

নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় র‍্যাডেক যে আত্মবিবরণী দাখিল করে, তাতে সে নিজের সম্বন্ধে বলে, এই ষড়যন্ত্রের গোড়া থেকেই দুর্ভাবনা আর সন্দেহে আমার মনে পথভ্রান্ত হয় পড়ে। পার্টির প্রতি আনুগত্য না তার বিরোধিতা, এই দুই পথের মাঝখানে আমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। যতই দিন এগিয়ে যেতে লাগলো, ততই আমার ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো যে, বাইরের সম্মিলিত বিরোধিতার চাপ ছাড়িয়ে বর্ত্তমান সোভিয়েট শাসন-তন্ত্র উঠতে পারবে না। আমার মনের সেই অবস্থার সুযোগে ট্রটস্কী ধীরে ধীরে আমাকে তার দলের অভ্যন্তরে টেনে নিলেন। তখন ট্রটস্কীর নির্দ্দেশে চলা ছাড়া আর গত্যন্তর কিছু রইলো না। কিন্তু যখন ট্রটস্কী জাপান আর জার্ম্মাণীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ-পথ ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু ট্রটস্কী আমাদের প্রতিবাদ জানাবার কোন সুযোগই দেন নি। তিনি চুক্তি শেষ ক'রে আমাদের ওপরে সেই চুক্তিমত চলবার আদেশ করে পাঠালেন।”

কিভাবে র‍্যাডেক ধরা পড়ে এবং নিজের দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সে-সম্বন্ধে তার জবানবন্দীতে সে বল্লো, যখন আমাকে সন্দেহক্রমে গ্রেফতার করে আভ্যন্তরিক বিভাগের মন্ত্রীর দফতরে নিয়ে আসা হলো, তখন সরকারের পক্ষ থেকে যিনি আমাকে

জেরা করছিলেন তিনি বিরক্ত হযে শেষকালে আমাকে বল্লেন, তুমি কচিখোকা নও······এই দেখ, তোমার বিরুদ্ধে পনেরো জন লোক লিখিত সাক্ষ্য দিয়েছে···সুতরাং তোমার এ-টুকু বুদ্ধি অন্তত আছে যে এ থেকে তুমি কোন মতে নিষ্কৃতি পেতে পারো না···সে চিন্তাই তোমার এখন পরিত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু তবুও তখন আমি একান্ত তেজের সঙ্গে আমার জিদ বজায় রাখি। আড়াই মাস ধরে ক্রমাগত সরকারী লোকেরা আমাকে জেরা করেছে, আমার কাছ থেকে কথা বারকরবার জন্যে নানা রকমে চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন মতেই আমি তখন তাদের কোন কথার উত্তর দিই নি। আদালতে অবশ্য এখন কথা উঠেছে, এই আড়াই মাসের মধ্যে আমার কাছ থেকে কথা বার করবার জন্যে আমাকে কোন নির্য্যাতন করা হয়েছিল কি না। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, আমাকে তো নির্য্যাতন করা হয নি-ই, উল্টে আমিই বরঞ্চ তাঁদের এই আড়াই মাস ধরে নির্য্যাতন করেছি। আমার জন্যেই তাঁরা এই আড়াই মাস ধরে বাজে কাজে মাথা ঘামিয়ে মরেছেন। এই আড়াই মাস ধরে তাঁরা একটার পর একটা করে যে সব আসামীরা স্বীকারোক্তি করেছে, তাদের কাগজ-পত্র আমাকে দেখিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের স্বীকারোক্তি থেকে দিনের পর দিন নীরবে দেখেছি, এই ষড়যন্ত্রের কথা কি ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। অবশেষে একদিন প্রধান অফিসর আমার কাছে এসে বল্লেন, এখন আপনার পালা ······আপনিই হলেন শেষ···সুতরাং অযথা আর কেন সময় নষ্ট করছেন? আপনার যা বক্তব্য, এবার আপনি ব'লে ফেলুন! সেদিন তাঁর কথার জবাবে আমি বলেছিলাম, হাঁ, আমার যা বলবার, আমি কাল তা বলবো!

এবং পরের দিন র‍্যাডেক স্বীকারোক্তি করে। র‍্যাডেকের

স্বীকারোক্তির পর এই ঐতিহাসিক মামলার শেষ-পর্ব্বের সুরু হয়। ১৯৩৮-এর ৩০শে জানুয়ারী রায় প্রকাশিত হলো, পিয়াটকভ্, মুরালভ্, শেষ্টভ প্রভৃতি দশজনের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা······গুলী করে তাদের মেরে ফেলা হবে র‍্যাডেক, শোকলনিকভ্ এবং আর দু'জন জার্ম্মাণ চরের যাবজ্জীবন কারাবাস।

কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের সব চেয়ে ওপরের থাকের ওপর সোভিয়েট সরকারের নজর পড়ে নি। পিয়াটকভের মতন র‍্যাডেকও শেষমুহূর্ত্তে বিচারকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, সে অকপটে ষড়যন্ত্রের সব কথাই প্রকাশ করছে কিন্তু আসলে সে-ও এই ষড়যন্ত্রের আসল সামরিক স্তরের কথা চেপে যায়। সমস্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতি সযত্নে এবং অতি সন্তর্পণে সে সেই স্তরের অস্তিত্বের কথা লুকোতে চেষ্টা করে কিন্তু দৈবক্রমে দ্বিতীয় দিনের জেরায় অসতর্ক মুহূর্ত্তে র‍্যাডেকের মুখ থেকে হঠাৎ একটা কথা বেরিয়ে যায়। ভিসিনস্কীর দুর্দান্ত জেরায় উদ্‌ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ একবার সে টুকাচেভেস্কীর নাম উল্লেখ করে বসে। দুরন্ত শিকারীর মতন ভিসিনস্কী এই ছিদ্র পথের অপেক্ষাতেই ছিলেন। র‍্যাডেক বলে বসলো, পুটনা টুকাচেভেস্কীর একটা অনুরোধ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।

টুকাচেভেস্কীর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারে, কি মারাত্মক ভুল সে করে ফেলেছে। কথাটা চাপা দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি অন্য নানা কথার অবতারণা করলো কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি দুরন্ত প্রতিভাশালী ভিসিনস্কীকে আর সে ঠকাতে পারলো না।

**ভিসিনস্কী স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, এখন আমার জিজ্ঞাস্য হলো, কি অনুরোধ টুকাচেভস্কী তোমার কাছে করে পাঠিয়েছিল?**

র‍্যাডেক কোন উত্তর দিতে পারে না। সমস্ত আদালত কয়েক মূহুর্ত্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। সেই অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে র‍্যাডেক অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিতে চেষ্টা করে, সরকারী কাজের কোন বিভাগীয় ব্যাপারের পরামর্শ করার জন্যই টুকাচেভস্কী অনুরোধ জানিয়ে পাঠায়। খুব সম্ভব, ইজ্‌ভেষ্টিয়া কাগজ সংক্রান্ত কোন ব্যাপার…তার কারণ, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমার কি সম্বন্ধ তা' টুকাচেভেস্কী আদৌ জানতেন না।

টুকাচেভেস্কী সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ বিচারে সময় হয় নি। কিন্তু বিচার শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ষড়যন্ত্রের অবশিষ্ট নেতারা যারা তখনও পর্য্যন্ত ছাড়াছিল, তারা বুঝলে, আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। দেরী না করে, অবিলম্বেই তাদের সশস্ত্র বিপ্লব ঘোষনা করতে হবে। নতুবা তার সময় হয়ত আর পাওয়া যাবে না।

গোপনে টুকাচেভেস্কী, দলের অপর নেতাদের নিয়ে দ্রুত পরামর্শের আয়োজন কোরলো। প্রত্যেকের কাজ স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। ১৯৩৭এর মার্চ্চের শেষের দিকে বিপ্লব উত্থানের আয়োজন পর্ব্ব প্রায় শেষ হয়ে এলো। টুকাচেভেস্কী ঠিক করলো, সামনে দু সপ্তাহের মধ্যেই বাকি যা কিছু আয়োজন তা সম্পূর্ণ করে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সব চেয়ে দ্রুত কার্য্যসিদ্ধি হতে পারে এবং সব চেয়ে কম বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তাই নিয়ে তারা প্রস্তাবের পর প্রস্তাব আলোচনা করে দেখতে লাগলো। অবশেষে যে ব্যবস্থা তারা সকলে মিলে স্থির করলো, সেটা হলো, সর্ব—প্রথমে ক্রেমলিনের টেলিফোন এক্স্‌চেঞ্জ-টাকে দখল করতে হবে। তার জন্যে, নির্দ্দিষ্ট

দিনে একটা কাজের অছিলায় তারা সকলে সশস্ত্র হয়ে ক্রেমলিনে রোসেন্‌গল্‌জের অফিসে সমবেত হবে···সেখান থেকে টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জ কাছেই···একদল টেলিফোন দখল করবে···আর একদল অসতর্ক নেতাদের সেইখানেই গুলি করে মেরে ফেলতে স্থরু করবে···

লক্ষ্য যত কঠিন হয়, এক ধরনের বিপ্লবীদের মনে হয় সেটা ততই সহজসাধ্য। তাই রোসেন্‌গল্‌জের বাড়ী থেকে সেদিন এই সিদ্ধান্ত স্থির করে তারা যে-যার যখন আবার ছড়িয়ে পড়লো, তাদের মনে কোথাও কোন বিঘ্নের সম্ভাবনার আশঙ্কা ছিল না।

এইভাবে এপ্রিল মাস শেষ হয়ে এলো।

ক্রেস্‌টেনস্কী রাত্রিতে কাগজ পত্র নিয়ে লিষ্ট করেন, বিপ্লব ঘোষণার পরে, বর্ত্তমান শাসকদের মধ্যে কাকে কাকে সরাতে হবে এবং তার জায়গায় তাদের দলের কাকে কাকে বসানো যায়···কালনেমীর লঙ্কা ভাগ!

ক্রমশ অভ্যুত্থানের দিনে, কার কি কাজ হবে, তার লিষ্ট তৈরী হলো, যাতে ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ চলে·······গামারনিকের সঙ্গে একদল গোলন্দাজ থাকবে, মোলাটফ্‌ আর ভোরশিলভকে খুন করতে হবে রোসেনগল্‌জ আগে থাকতে সেদিন ষ্টালিনের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে রাখবে···এবং অভ্যুত্থান ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টালিনের অফিস-ঘরেই তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে··· এইভাবে প্রত্যেকের এক একটা স্বতন্ত্র দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল···

তখন ১৯৩৭এর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের অভ্যুত্থানের আগেই ষ্টালিনের লৌহ-দণ্ড তাদের মাথার ওপর সহসা উত্তোলিত হলো।

১১মে, জেনারেল টুকাচেভস্কী হঠাৎ আদেশ পেলেন, সেই 'মুহূর্ত্তেই

তাঁকে রাজধানী পরিত্যাগ করে দূর ভোল্‌গা অঞ্চলে একটা ছোট সেনা-দলের নায়ক হিসাবে যেতে হবে…যুদ্ধ বিভাগের সহকারী কমিশনারের পদ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা হলো।

সেই সঙ্গে জেনারেল গামারনিকও পদচ্যুতির আদেশ পেলেন।

তাঁর সঙ্গে জেনারেল ইয়াকির আর উবরভিচ্‌ও সহসা স্থানচ্যুত হলেন। জেনারেল কর্ক আর ইউম্যান, স্থানচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধও হলেন। ষড়যন্ত্রকারীদলের সামরিক-নেতারা সকলেই বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তার কয়েকদিন পরেই ক্রেস্‌টেনস্কী কারারুদ্ধ হলেন। বুখারিন, রায়কভ আর টমস্কীকে পুলিস পাহারায় আটক করা হলো। আটক অবস্থায় টমস্কী আত্মহত্যা করে আদালতকে ফাঁকি দিলেন। জেনারেল গামারনিকও সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন, ৩১শে মে তিনিও আত্মহত্যা করলেন। ভোল্‌গা যাবার পথে টুকাচেভেস্কী কারারুদ্ধ হলেন। অবশিষ্ট ছিলেন, রোজেনগল্‌জ। পালিয়ে ট্রটস্কীর সঙ্গে যোগদান করবার তাঁর বাসনা ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা সম্ভব হলো না। তিনিও কারারুদ্ধ হলেন। এইভাবে এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ স্তরের প্রত্যেকটী নায়ক কারারুদ্ধ হয়ে গেলেন। আবার বসলো কোর্ট মার্শাল। আসামীদের মধ্যে প্রত্যেকেই হলেন, সামরিক বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদধারী, তাই এই বিচার সম্পূর্ণভাবেই গোপনে পরিচালিত হলো। ১১ই জুনের সকাল এগারোটার সময় সোভিয়েট সুপ্রীম্ কোর্টের গোপন বিচারশালার আসামীর কাঠগড়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার সেনাবিভাগের এগারোজন বড় বড় জেনারেল বিচারের অপেক্ষায় দাঁড়ালেন। কি নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, এই রাজনীতির খেলা।

একদিনের মধ্যেই বিচার শেষ হয়ে গেল। ১২ই জুন এই

এগারোজন জেনারেলকে চোখ বেঁধে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিচার এবং দণ্ডদান শেষ হয়ে গেল।

অনাগত কালে-সভ্যতার ইতিহাস-লেখক এই সব হত্যাকাণ্ডকে কিভাবে দেখবেন, তা আজ বলা সম্ভব নয়। রাজনীতির পক্ষে এই জাতীয় চরম হিংস্র ব্যবস্থা সত্যিকারের কতখানি প্রয়োজনীয় অথবা নীতির জগতে এর মূল্য কতখানি, তা নিয়ে বিচার-বিতর্কের অন্ত নেই। এখানে তা নিয়ে আমিও আলোচনা করতে চাই না। শুধু এই ঘটনার ক প্রতিক্রিয়া সেদিন জগতে হয়েছিল, তা-ই লিপিবদ্ধ করছি।

মস্কো বিচার এবং তার ফলে যখন দেশের বড় বড় নেতাদের এইভাবে গুলির মুখে সরিয়ে ফেলা হলো, তখন য়ুরোপ আর আমেরিকায় ষ্টালিনের শাসন নিয়ে একটা তুমুল সমালোচনা পড়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ায় বন্য বর্ব্বরতার শাসন-যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এই জাতীয় একটা তীব্র প্রচার-কার্য্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলতে লাগলো। আমরা এই সংঘর্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় পক্ষরূপে এই দুদলেরই কথা শুনছি এবং বাইবেলে যিশুর কথা স্মরণ করছি, যখন তিনি ক্রুদ্ধ জনতাকে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে কখনো অন্যায় করনি, তারই অধিকার আছে ঢিল ছোঁড়বার! কে আছ, সে এগিয়ে এসো।

সেই সময় সোভিয়েট রাশিয়ায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে ছিলেন জোসেফই ডেভিস্। এই ব্যাপার নিয়ে ডেভিসের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব লিটভিনভের বহু বাদানুবাদ হয়। সেই বাদানুবাদকে কথোপকথনের আকারে সাজালে কতকটা এইরকম দাঁড়াবে।

ডেভিস্—কিন্তু এই মস্কো-বিচার এবং তার ফল-স্বরূপ যেভাবে

আপনারা দেশের বড় বড় লোকদের সোজা গুলি করে মেরে ফেলে শাস্তি দিলেন, তার প্রতিক্রিয়া আমেরিকা আর য়ুরোপে কি হবে, সেটা ভেবে দেখা উচিত ছিল।

লিটভিনভ্—আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই, আমেরিকায় এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি খুব খারাপ দাঁড়িয়েছে?

—নিঃসন্দেহ।

—নৈতিক কারণে?

—সে-কারণ বাদ দিয়েই বলছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি আত্মিক নীতির কথা তুলছি না। এই ঘটনার ফলে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মনে সন্দেহ ঢুকতে পারে।

—কিসের জন্য?

—হিটলারের শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, আমাদের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পক্ষে, সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে এই বিশ্বাস ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের থাকা দরকার।

—সেকথা খুবই সত্য। আমি জানি, হিটলারকে আমরা বাধা দিতে পারি বলেই, ফ্রান্স আর ইংলণ্ড, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।

—কিন্তু দেশের যারা বড় বড় জেনারেল, যারা দেশের বড় বড় মাথা, তাদের যদি এই রকম পাইকিরীভাবে সাফ্ করে ফেলেন, তাহলে ষ্টালিন কাদের ভরসায় জার্ম্মাণীর সেই দুর্দ্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন?

—একটা কথা কি জানেন? আপনাদের আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কতখানি শক্তি আছে, আপনারা স্বীকার করতে চান না। আমরা সকলেই সেই সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উঠেছি। তাই আমাদের বিশ্বাসের মূল একটু স্বতন্ত্র।

—সে-সম্পর্কে আপনার কথা স্বীকার করে নিলেও, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা যুদ্ধের মধ্যে বসে রয়েছি এবং হিটলার প্রস্তুত। সে আপনাকে নতুন শক্তি তৈরী করতে সময় দেবে না।

—কাজেই কোন দিক থেকে আজকে অপেক্ষা করে থাকা চলে না, এটা আপনার কথা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে। ধীরে সুস্থে কোন কিছু করবার সময় এটা নয়। এখন আমাদের কথাটা শুনুন, আমার বক্তব্য হলো, ইংলণ্ড আর ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে যে—জিনিস চাইছে, এই ভাবেই সে-জিনিস ষোলআনা সোভিয়েট রাশিয়া তাঁদের দিতে পারে হিটলারের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধবে, সেই যুদ্ধে যদি দেশের ভেতরে এতগুলো শক্তিশালী লোক তার বিরুদ্ধতা করবার জন্যে বেঁচে থাকে, তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া কখনই জার্ম্মাণীকে হারাতে পারবে না। জার্ম্মাণীকে হারাণোর জন্তেই সোভিয়েট রাশিয়াকে একান্ত নির্ম্মম ভাবে তার ভবিষ্যৎ কণ্টকগুলোকে সরিয়ে ফেলতে হলো এবং অচির-কালের মধ্যে জগৎ একদিন বুঝতে পারবে যে, এই কতকগুলি হত্যাকাণ্ডের ফলে সোভিয়েট রাশিয়া জগতের বৃহত্তর কল্যাণকেই বাঁচিয়েছিল।

ডেভিস তাঁর বই-তে লিটভিনভের এই ভবিষ্যৎবাণীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, লিটভিনভ বলেছিলেন, Some day the world will understand what we have done···we are doing the whole world a service in protecting ourselves against the menace of Hitlers Nazi World domination······

জাগতিক ক্ষেত্রে লিটভিনভের ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা হয় নি।

১৯৪১-এ যদি ১৯৩৬ বা ১৯৩৭-এর সোভিয়েট রাশিয়া থাকতো, তাহলে আজ পৃথিবীর মানচিত্রের চেহারা যে কি হতো তা বলা খুবই কঠিন।

১৯৪১-এ হিটলারকে সাহার্য্য করবার : একটা লোকও সাভিয়েট রাশিয়ার ভেতরে ছিল না এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ একমুখীনতার দেরুণই ষ্টালিনগ্রাদের এপিক সম্ভব হয়েছিল।

সর্বশেষ অধ্যায় ট্রটস্কীর অপমৃত্যু।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের যিনি আসল নায়ক, তিনি ষ্টালিনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে চলে যান এবং সেই পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকেও সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তিনি তেমনি হাত বাড়িয়ে রইলেন। সে-হাতে তখনও তেমনি গুলিভরা রিভলভার।

১৯৩৬-এর ডিসেম্বর মাসে যখন প্রথম জিনোভিভের বিচার সুরু হয়, সে-সময় ট্রটস্কী নরওয়েতে ছিলেন কিন্তু সেখানে থাকা তাঁর আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাধ্য হয়ে তাকে নরওয়ে ত্যাগ করতে হলো। সমগ্র য়ুরোপে কোথাও আর তাঁর স্থান হলো না। বাধ্য হয়ে তিনি আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় এলেন। পৃথিবীর অপরার্দ্ধে।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৭, তিনি মেক্‌সিকো শহরে স্বনামখ্যাত ধনী শিল্পী দিইগো রিভেরার অতিথিস্বরূপ এসে উঠলেন। সেখানে কয়েকদিন বাস করার পর, মেক্‌সিকো শহরের উপান্তে কোয়াকান্ অঞ্চলে একটা ভিলা ধরণের বাড়ীতে তাঁর নতুন হেড্-কোয়াটার্স গড়ে তুল্লেন। মৃত্যুর শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁর সামরিক বিদ্রোহিতার অংশ নিপুণভাবেই অভিনয় করে গিয়েছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন তিনি শুনেছেন, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে তাঁর জন্মভূমিতে তাঁর সৃজিত দলের একটীর পর একটী অঙ্গচ্ছেদের শোচনীয় কাহিনী....আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ তাঁকে যে-সংবাদ বহন করে এনে দিয়েছে, তাতে তিনি নিঃসন্দেহাতীতভাবে বুঝেছিলেন, যে-

সংগ্রামের তিনি অধিনায়ক, তাঁর সৈনিকসংখ্যা জগতের মধ্যে সবচেয়ে কম, মাত্র একজন···এবং সে-একজন হলো তিনি নিজে।

কিন্তু ট্রটস্কী তাতে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হলেন না। নিজের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না, অন্ততঃ তাঁর ব্যবহার থেকে তা বোঝবার কোন অবকাশই ছিল না। চির-বিপ্লবীর এক নতুন চরিত্র যেন তিনি বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে সৃজন করতে চান, যে কোন-পরাজয়কেই পরাজয় বলে স্বীকার করবে না। তাই নির্বাসিত অবস্থায় যখন যেখানে থাকতেন, সেখানে তিনি সামরিক হেড্-কোয়ার্টার্সের সমস্ত আব-হাওয়া তৈরী করে নিতেন এবং নিপুণ অভিনেতার মতন তাঁর সমস্ত পারিপার্শ্বিককে তাঁর কল্পিত বিশ্ব-বিপ্লবীর ভূমিকার অনুরূপ করে গড়ে তুলতেন। বিশ্ব-ইতিহাসে তাঁর মতন রোমাণ্টিক বিপ্লবী আর দুটী হয় নি।

মেক্সিকোতে তিনি যে ভিলাতে এসে উঠলেন, সেটাকে তিনি রীতিমত একটা দুর্গ করে তুল্লেন। কুড়ি ফিট উচু একটা দেয়াল বাড়ীর চারদিকে আগে থাকতেই ছিল। তার চার কোণে চারটে ছোট ছোট ঘুন্টি-ঘর তৈরী করালেন। চারকোণের সেই চারটী ঘরে অষ্টপ্রহর পালা করে চারজন প্রহরী সঙ্গীন হাতে পাহারা দিতে লাগলো। মেক্সিকান্ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ করে তাঁর জন্যে একদল স্বতন্ত্র পুলিশ সেই বাড়ীর চারিদিকে মোতায়েন করে রাখলেন কিন্তু ট্রটস্কী তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের স্বতন্ত্র দেহরক্ষীদল গড়ে তুল্লেন। তারা দিনরাত সেই বাড়ীর চারদিকে পাহারা দিতো। কিন্তু হায়, মানুষের ভাগ্য-বিধাতা মানুষের হাতে গড়া সব আয়োজনকে কখন কিভাবে যে খেলনার সামিল ক'রে তোলেন, তা মানুষ আজও পর্য্যন্ত বুঝতে পারে না। ট্রটস্কী সেদিন কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তাঁর এই শত চেষ্টায়

সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যেই একদিন একান্ত অসহায়ভাবে তাঁকে নিহত হতে হবে। মানুষের সকল চেষ্টার ইতিহাসের মধ্যে মাঝে মাঝে কথা-মালার সেই এক-চক্ষু হরিণের ট্রাজিক গল্পই দেখি বড় হয়ে দেখা দেয়।

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক রাষ্ট্র তার সীমান্ত অঞ্চলে লোকের যাতায়াতের ওপর যে রকম কড়া নজর রাখে, ট্রটস্কীর সঙ্গে যাঁরা দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তাঁদের ওপর ঠিক তেমনি কড়া নজর রাখার বন্দোবস্ত ট্রটস্কী করেন। ট্রটস্কীর সঙ্গে দেখা করা সেইজন্যে একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দরজা পার হয়ে অবশেষে তাঁর কামরায় আসতে হতো এবং প্রত্যেক দরজায় স্বতন্ত্রভাবে ছাড়পত্র পরীক্ষা করা, খোঁজ খবর নেওয়া হতো। ভিলার ভিতর প্রবেশ করবার পর, রক্ষীরা সাক্ষাৎ-কারীর সঙ্গে কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র আছে কিনা, তা ভালভাবে দেখে নিতেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও, মৃত্যু এলো তাঁর নিজের কামরায় সম্পূর্ণ অতর্কিত এক ছদ্মরূপে⋯লোহার বাসর-ঘর করে কোন লখীন্দরই তার ভাগ্যকে আটকাতে পারে নি। এত সতর্কতা সত্ত্বেও ট্রটস্কী পারলেন না। সারা জগৎ জুড়ে যে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে ছিলেন, সেই বিভীষিকার ছুরিতে তিনি নিজে নিহত হলেন।

ভিলার ভিতরের আবহাওয়া দেখলে যে কোন আগন্তুকের বুঝতে একমুহূর্ত্ত দেরী হবে না যে, সেখানে একটা বিরাট রাজ্য যেন পরিচালনা করা হচ্ছে। অসংখ্য সেক্রেটারী, দূত, গুপ্তচর, রাতদিন সেই বিপ্লবী নেতার পরিচালনায় অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। সারা জগৎ জুড়ে ট্রটস্কী চেয়েছিলেন তদানীন্তন সোভিয়েট শাসকদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করতে, প্রত্যেক দেশে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তার জন্যে য়ুরোপের এবং এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় প্রতিদিন পুস্তিকা, প্রচার-

পত্র প্রবন্ধ, বই লেখা হচ্ছে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তা আবার অনুদিত হচ্ছে।

জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রত্যেক মেলে ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি আসে। এক একটী ভাষার দরুণ একজন স্বতন্ত্র সেক্রেটারী। চিঠির রকম আবার নানান ধরণের। কোন চিঠি সংগোপন কোডে লেখা। সেই কোড থেকে তার পাঠোদ্ধার করতে হবে। কোন চিঠিটা হয়ত দেখতে নিরীহ একটা ব্যবসার চালান-পত্র কিন্তু অদৃশ্য কালিতে তার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে আসল চিঠি অদৃশ্যভাবে আছে। ল্যাবরেটরীতে বিশেষজ্ঞরা রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে সেই সব চিঠির পাঠোদ্ধার করছেন। এইভাবে সারা জগৎ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আসছে, সোভিয়েট-ধ্বংস যজ্ঞের ইন্ধন। আবার এখান থেকে জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যাচ্ছে তার উত্তর, প্রত্যুত্তর। রাশিয়ায়, জার্মাণীতে, ফ্রান্সে, ইতালীতে, যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, চীনে, ভারতবর্ষে জগতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এই একটী লোক সকলের আড়ালে থেকে নিজের স্বতন্ত্র দল গড়ে তুলছেন, ট্রটস্কাইট্‌রূপে যারা আত্মপরিচয় দিতে সুরু করলো।

জগতের অগ্রগামী সংবাদপত্রের দৃষ্টি এই অপূর্ব্ব রোমান্টিক বিপ্লবীর দিকে সেই সময় স্থির নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রত্যেকেই প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার চেষ্টা করতো। পরাজিত ট্রটস্কী রাজাধিরাজের মতন তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতেন। মোলাকাৎ করে তারা যখন বেরিয়ে আসতো, আসল বক্তব্যের চেয়ে সেই অদ্ভুত লোকটীর ব্যক্তিত্বই তাদের বেশী করে প্রভাবান্বিত করতো।

জগৎ-খ্যাত লাইফ্ পত্রিকার স্বনামখ্যাত প্রতিনিধি বেটী কার্ক (Betty Kirk) এই সাক্ষাৎকারে এক বিবরণী তাঁর কাগজে প্রকাশিত করেন। তাতে তিনি লিখছেন, আমরা ঘরে ঢুকতেই ট্রটস্কী তাঁর

হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে গম্ভীর ব্যস্ততায় বলে উঠলেন, আট মিনিটের বেশী সময় তিনি দিতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাশিয়ান সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর কথার সর্ট-হ্যাণ্ড নেবার জন্যে, সেই সঙ্গে তাঁর আমেরিকান্ সেক্রেটারী বার্ণার্ড উলফ্ কাগজ পত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন। উল্‌ফ্ বোধ হয় পেনসিল আনবার জন্যে ঘরের টেবিলের কাছে যাচ্ছিলেন, ট্রটস্কী তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি কর। এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করবার নেই।"

এবং ঘড়ি ধরে আট মিনিট সময়ই তিনি বেটী কার্ককে তাঁর সামনে থাকতে দিলেন।

কিন্তু দিনের পর দিন রাশিয়া থেকে যে সংবাদ আসতে লাগলো, তাতে ট্রটস্কীর নার্ভও ভেঙ্গে যেতে আরম্ভ করলো। একটার পর একটা মস্কো বিচারের ফলে, তাঁর বিপ্লব-সঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত উষ্মাই প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগলো। বিশেষ করে এইসব বিচারের সময় তাঁর দলের লোকেরাই যে সব জবানবন্দী দিলো, তাতে ট্রটস্কী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেস মারফৎ তিনি যে সব ঘোষণা প্রকাশ করতে লাগলেন, তার মধ্যে পরাজয়ের দৈন্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। মতবাদের দ্বন্দ্ব থেকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের আক্রোশই স্ফুটতর হয়ে উঠলো। ট্রটস্কী ক্ষিপ্তের মতন ষ্টালিনকে গালাগাল দিতে সুরু করে দিলেন। ট্রটস্কীর এই ষ্টালিন বিরোধিতাকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ষোল আনা নিজেদের কাজে লাগাতে সুরু করে দিল। ষ্টালিন-শাসিত সোভিয়েট রাশিয়াকে হেয় করবার জন্যে ট্রটস্কীর এই বুক-চোঁয়ানো গালাগালের চেয়ে উপাদেয় জিনিষ আর কি হতে পারে? পাশ্চাত্য রাজনীতির স্বধর্ম্ম অনুযায়ী

যুক্তরাষ্ট্র ট্রটস্কীকে প্রশ্রয় দিয়ে ষ্টালিনের প্রতাপকে ক্ষুণ্ণ করবার সুযোগ নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করলো।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা লোকচক্ষুর অন্তরালে আর একদিক থেকে এই বিশ্ব-নাট্যের শেষ অঙ্কের যবনিকাপাতের আয়োজন করছিলেন।

জ্যাক্যে মোর্‌নার্ ফন্ ডেন্ ড্রেস্ নামে এক ফরাসী যুবক ট্রটস্কীর ক্রমান্বয় বিপ্লববাদ গ্রহণ করে এবং জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সে ট্রটস্কী দলের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মী হয়ে উঠে। নিজের দীর্ঘায়তন নাম বদলে সে নতুন নাম গ্রহণ করে, ফ্রাঙ্ক জ্যাক্‌সন এবং এই নামেই সে ট্রটস্কীর গোপনদলে পরিচিত ছিল।

প্যারিসে যখন সে সোরবোর্ণ কলেজের ছাত্র ছিল, সেই সময় সিল্‌ভিয়া এজ্‌লফ্ নামে এক আমেরিকান তরুণীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই তরুণীই ফ্রাঙ্ককে ট্রটস্কীর মতবাদে দীক্ষিত করে। সিলভিয়া সেই অল্প বয়সেই আমেরিকান ট্রটস্কাইটদের মধ্যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে। এই নতুন রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণী নারী তার তরুণ শিষ্যের হৃদয়ে অনেকখানি জায়গা দখল করে বসে।

সিলভিয়ার চেষ্টার ফলেই ফ্রাঙ্ক ট্রটস্কীর অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মীদের দলে স্থান লাভ করবার সুযোগ পেলো। প্যারিসে একদিন সে আদেশ পেলো, অবিলম্বে মেক্‌সিকোতে চলে আসতে। একজন কানাডিয়ান্ সৈনিকের পাসপোর্ট যোগাড় করে ফ্রাঙ্ক যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে। সেখানে সিল্‌ভিয়া এবং তাদের দলের ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর ফ্রাঙ্ক মেক্‌সিকোতে দলাধিপের দুর্গে স্থান পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জ্জন করলো এবং নিউইয়র্ক থেকে কোয়াকানে চলে এলো।

সেখানে ট্রটস্কীর অন্তরঙ্গ কর্ম্মীর দলে ফ্রাঙ্ক নিজের আসন করে নেয়। তার বেশী কোন সংবাদ আজও পর্য্যন্ত ইতিহাস জানে না।

তারপর যবনিকা উঠলো, একেবারে শেষ যবনিকা পড়ার দিনে। সমগ্র জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনলো, নিজের তৈরি সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী একান্ত শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছেন। কোন রিভলভারের গুলি নয়, তরবারির আঘাত নয়, একটা সাধারণ কুড়ুলের আঘাতে আততায়ী তাঁর মাথা চূর্ণ করে দিয়েছে। এবং সে আততায়ী হলো তাঁরই দলের লোক ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন।

আদালতে জ্যাকসন যে জবানবন্দী দেয়, তাতে জানা যায় যে, ট্রটস্কী জ্যাকসনকে রাশিয়াতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, সেখানে সাবোটাজের কাজ চালাবার জন্যে।

মেক্‌সিকো ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা জ্যাকসনের ছিল না। অথবা আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, সিল্‌ভিয়াকে ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছা ছিল না।

সিল্‌ভিয়াকে সে বিবাহ করতে চায় এবং সেই কথা সে যখন ট্রটস্কীকে জানায়, তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন।

এবং তার কথামত, একদিন এই ব্যাপার নিয়ে যখন ঘোরতর বিতর্ক চলছিল, সে উত্তেজিত হয়ে ট্রটস্কীকে আক্রমণ করে। সামনেই হাতের কাছে একটা কুড়ুল দেখতে পায়। সেই কুড়ুল দিয়েই ট্রটস্কীকে মাথায় আঘাত করে। এবং সেই আঘাত এত গুরুতর হয় যে, ট্রটস্কী আর কোন কথাই বলতে পারেন নি। অন্তরের পুঞ্জীভূত সমস্ত নিষ্ফল বিদ্বেষকে সঙ্গে নিয়েই এবারকার মতন যাত্রা শেষ করতে হয়।

আদালতে ফ্রাঙ্ক তার দলপতির জন্যে যে অভিশাপ-বাণী বর্ষণ করে, হতভাগ্য বিপ্লবীর সমাধি-স্তম্ভকে ঘিরে সেই ক্রুদ্ধ অভিশাপই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এই একটী লোক, আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে সে পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে; এই একটী লোক আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেই আজ আমাকে রূপান্তরিত করে নামহীন, দেশহীন যাযাবর করেছে, এক টুকরো কাগজের মতন সেই একটী লোক আমার জীবনকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে……

ফ্রাঙ্ক জ্যাকসন, আর যার আক্ষেপ করবার থাক, তোমার তো নেই। তুমি তো কড়ির বদলে কড়ি ফেরত দিয়েছ, চোখের বদলে চোখ উপড়ে নিয়েছ!

এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি কি এইখানে হ'য়ে গেল?

রাজনীতির সংগ্রামের বাইরে, মতবাদের সংঘর্ষের বাইরে, একাহিনী থেকে কি আমরা আদায় করতে পারি?

ট্রটস্কীর নিহত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলবো? এক ফোঁটা চোখের জল? একটা হায়?

ষ্টালিন আজ লিখিত ইতিহাসের পাতা থেকে ট্রটস্কীর নাম ঘসে ঘসে তুলে দিয়েছেন। আর এক যুগ পরে, এই পৃথিবীতে যারা আসবে, তারা হয়ত শুধু ট্রটস্কীকে তাঁর অপরাধ দিয়েই চিনবে। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা, তাঁর বাগ্মিতা, অসাধারণ তেজ, সংগঠন ক্ষমতা, অনমনীয় কর্মশক্তি, মানুষকে মুগ্ধ করবার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা, আশ্রয় অভাবে তারা বৃন্তচ্যুত ফুলের মত অচিরকালের মধ্যে শুষ্ক হয়ে বিলীন হয়ে যাবে।

বিলীন হয়ে যেতো না, ষ্টালিনের শত চেষ্টা সত্বেও, ষ্টালিন তাঁর নাম মুছে ফেলতে পারতেন না, যদি এই প্রমত্ত অভিযানের পেছনে না থাকতো, হিংসা…

পৃথিবীর মৃৎপাত্র হিংসার হলাহলে এমনভাবে পূর্ণ হয়ে আছে, তাতে আর একটা বিন্দুও ধরে না…

তাই তোমার নিহত দেহের সামনে, ট্রটস্কী, সমস্ত পৃথিবী রেখাহীন প্রস্তর মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

সমাপ্ত